Theories of origin of knowledge

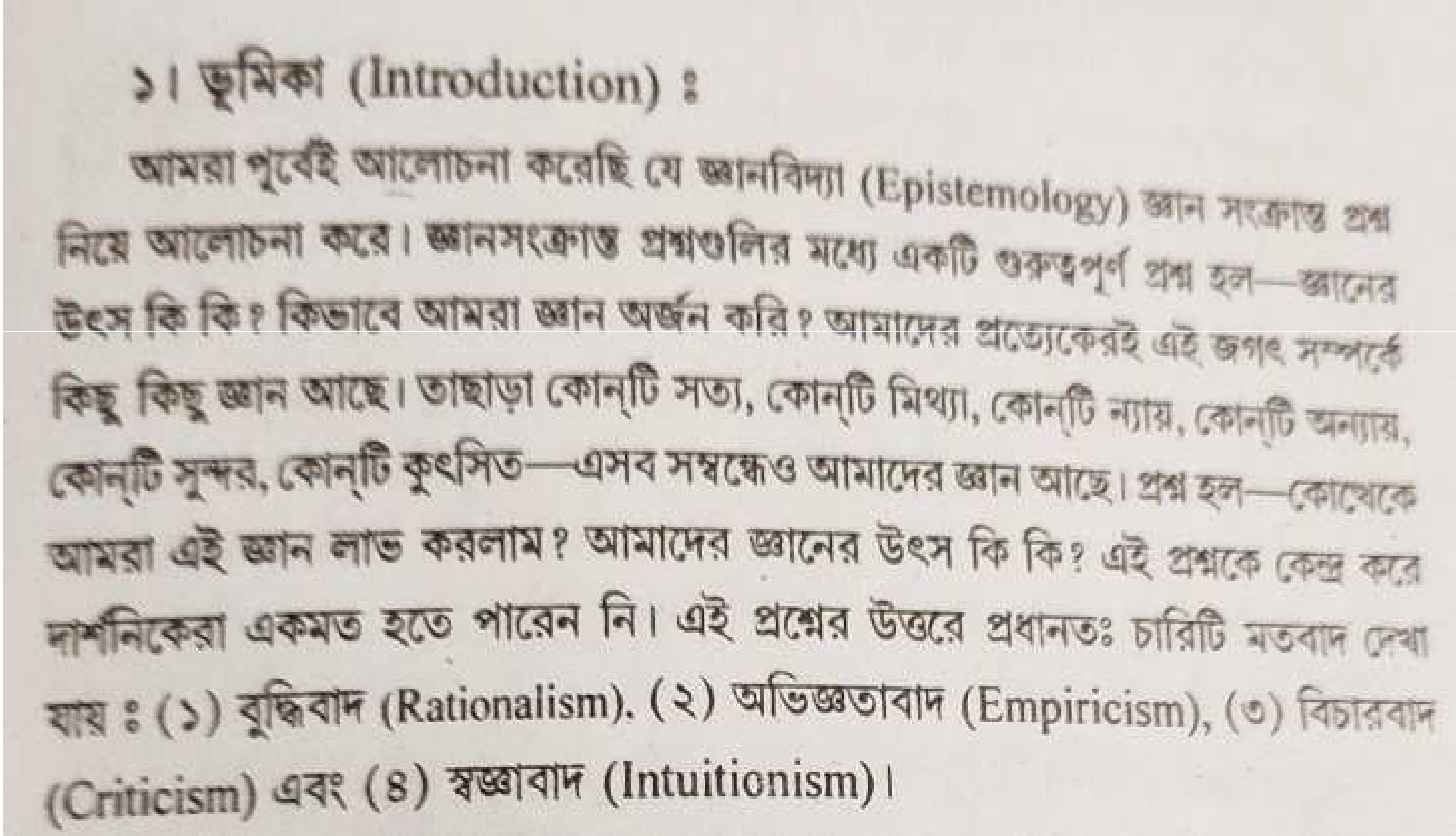

১। ভূমিকা (Introduction) ঃ

আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে জ্ঞানবিদ্যা (Epistemology) জ্ঞান সংক্রান্ত প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করে। জ্ঞানসংক্রান্ত প্রশ্নগুলির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল—জ্ঞানের উৎস কি কি? কিভাবে আমরা জ্ঞান অর্জন করি? আমাদের প্রত্যেকেরই এই জগৎ সম্পর্কে কিছু কিছু জ্ঞান আছে। তাছাড়া কোন্‌টি সত্য, কোন্‌টি মিথ্যা, কোন্‌টি ন্যায়, কোন্‌টি অন্যায়, কোন্‌টি সুন্দর, কোন্‌টি কুৎসিত—এসব সম্বন্ধেও আমাদের জ্ঞান আছে। প্রশ্ন হল—কোথেকে আমরা এই জ্ঞান লাভ করলাম? আমাদের জ্ঞানের উৎস কি কি? এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে দার্শনিকেরা একমত হতে পারেন নি। এই প্রশ্নের উত্তরে প্রধানতঃ চারিটি মতবাদ দেখা যায় ঃ (১) বুদ্ধিবাদ (Rationalism), (২) অভিজ্ঞতাবাদ (Empiricism), (৩) বিচারবাদ (Criticism) এবং (৪) স্বজ্ঞাবাদ (Intuitionism)।

বুদ্ধিবাদ অনুসারে বুদ্ধিই জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়। যথার্থ জ্ঞান কেবলমাত্র বুদ্ধি দিয়েই অর্জন করা যায়। এই মতবাদের খ্যাতনামা প্রবক্তাদের মধ্যে আছেন ডেকার্ট (Descartes), স্পিনোজো (Spinoza), লাইবনিজ (Leibnitz), ভলফ্ (Wolf) প্রমুখ দার্শনিকেরা। অভিজ্ঞতাবাদ (Empiricism) অনুসারে অভিজ্ঞতাই জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়। আমরা সমস্ত জ্ঞান অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জন করি। এই মতবাদের সমর্থকগণ অভিজ্ঞতা বলতে ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষণকে বোঝেন। অভিজ্ঞতাবাদের নামকরা প্রবক্তা হলেন লক (Locke), বার্কলে (Berkeley), হিউম (Hume), মিল (Mill) প্রমুখ দার্শনিকেরা। জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কাণ্ট (Immanuel Kant) হলেন বিচারবাদের প্রবক্তা। তিনি বুদ্ধিবাদ এবং

কাণ্ট (Immanuel Kant) হলেন বিচারবাদের প্রবক্তা। তিনি বুদ্ধিবাদ এবং অভিজ্ঞতাবাদ—এই দুই চরম মতবাদের সমন্বয় সাধন করতে চেষ্টা করেন। তিনি দেখালেন যে জ্ঞানের ক্ষেত্রে বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা দুটিরই অবদান রয়েছে। যথার্থ জ্ঞান সৃষ্টি হয়—বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতার সুষম সমন্বয়ে। স্বজ্ঞাবাদের প্রবক্তা হলেন ফরাসী দার্শনিক হেনরী বার্গসোঁ (Henry Bergson)। তাঁর মতে বুদ্ধি বা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যথার্থ জ্ঞান অর্জন করা যায় না। স্বজ্ঞা বা সাক্ষাৎ প্রতীতির মাধ্যমে যথার্থ জ্ঞান অর্জন করা যায়।

বুদ্ধিবাদ, অভিজ্ঞতাবাদ, বিচারবাদ এবং স্বজ্ঞাবাদ (যা পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত) সম্বন্ধে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব।

২। বিভিন্ন প্রকার বাক্যে প্রকাশিত জ্ঞান বা জ্ঞানের প্রকারভেদ (Knowledge as expressed in different kinds of Propositions) ঃ

জ্ঞান প্রকাশিত হয় বাক্যে। সুতরাং বাক্যের প্রকারভেদ অনুসারে বিভিন্ন প্রকারের জ্ঞান ব্যক্ত হয়।

(i) একদিক থেকে বাক্য তিন প্রকারের হতে পারে ঃ

সার্বিক বা সামান্য (Universal), বিশেষ (Particular) এবং ব্যক্তি বিষয়ক (Singular)।

(ক) সার্বিক বা সামান্য বাক্য ঃ

যে বাক্যে কোন শ্রেণীর বা কোন জাতির সব সদস্য সম্পর্কে কিছু স্বীকার করা হয়, তাকে বলে সার্বিক বা সামান্য বাক্য। যেমন—সকল মানুষ হয় মরণশীল; কোন মানুষ নয় পূর্ণ ইত্যাদি। সার্বিক বাক্যে যে জ্ঞান ব্যক্ত হয়, তাকে বলে সার্বিক জ্ঞান।

(খ) বিশেষ বাক্য ঃ

যে বাক্যে কোন শ্রেণীর বা জাতির সকল সদস্য সম্পর্কে কিছু না বলে ঐ শ্রেণীর বা জাতির কোন কোন সদস্য সম্পর্কে কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করা হয় তাকে বলে বিশেষ বাক্য। যেমন—কোন কোন ব্যবসায়ী হয় সৎ; কোন কোন ছাত্র নয় বিনয়ী। বিশেষ বাক্যে যে জ্ঞান প্রকাশিত হয়, তাকে বলে অংশবিষয়ক জ্ঞান।

(গ) ব্যক্তি বিষয়ক বাক্য ঃ

যে বাক্যে কোন ব্যক্তি বা নির্দিষ্ট কোন বস্তু সম্বন্ধে কিছু বলা হয়, তাকে বলে ব্যক্তি বিষয়ক বাক্য। যেমন—রাজীব গান্ধী হন বিচক্ষণ, উত্তমকুমার হন জনপ্রিয় অভিনেতা ইত্যাদি। ব্যক্তি বিষয়ক বাক্যে যে জ্ঞান ব্যক্ত হয়, তাকে বলে ব্যক্তি বিষয়ক জ্ঞান।

(ii) অবশ্যম্ভব বা আবশ্যিক বাক্য এবং আপতিক বা সম্ভাব্য বাক্য (Necessary Proposition and contingent Proposition) ঃ

(ক) অবশ্যম্ভব বা আবশ্যিক বাক্য ঃ কোন কোন বাক্য এমন যে তার গঠন দেখা মাত্রই বুঝতে পারা যায় যে, বাক্যটি অনিবার্যভাবে সত্য অথবা মিথ্যা। এই জাতীয় বাক্যকে অবশ্যম্ভব বাক্য বলে।

কয়েকটি উদাহরণ নেওয়া যাক ঃ

এই রক্ত জবাটি হয় লাল—(অবশ্যম্ভব সত্য বাক্য)

২ + ২ = ৪—(অবশ্যম্ভব সত্য বাক্য)

এই রক্ত জবাটি লাল নয়—(অবশ্যম্ভব মিথ্যা বাক্য)

যদু যদি এখন দিল্লিতে থাকে, তাহলে যদু এখন মাদ্রাজে আছে—(অবশ্যম্ভব মিথ্যা বাক্য)

(খ) আপতিক বা সম্ভাব্য বাক্য ঃ

এমন কতকগুলি বাক্য আছে যা কোন কোন অবস্থায় সত্য হয়, কোন কোন অবস্থায় মিথ্যা হয়; কিন্তু আবশ্যিকভাবে বা অনিবার্যভাবে সত্য বা মিথ্যা হয় না। এই জাতীয় বাক্যকে আপতিক বাক্য বলে।

কয়েকটি উদাহরণ নেওয়া যাক ঃ

কোন কোন কুকুর প্রভুভক্ত—(এরা প্রভুভক্ত নাও হতে পারে)

কোন কোন ব্যবসায়ী স্বার্থপর—(নিঃস্বার্থ ব্যবসায়ীও সংসারে আছে)

কোন কোন পদ্মফুল লাল—(সাদা পদ্মও দেখা যায়)

অবশ্যম্ভব বাক্যে ব্যক্ত জ্ঞানকে অবশ্যম্ভব জ্ঞান বলে। আপতিক বাক্যে ব্যক্ত জ্ঞানকে আপতিক জ্ঞান বলে।

(iii) পূর্বতঃসিদ্ধ এবং পরতঃসাধ্য বাক্য (A-priori Proposition and A-posteriori Proposition)

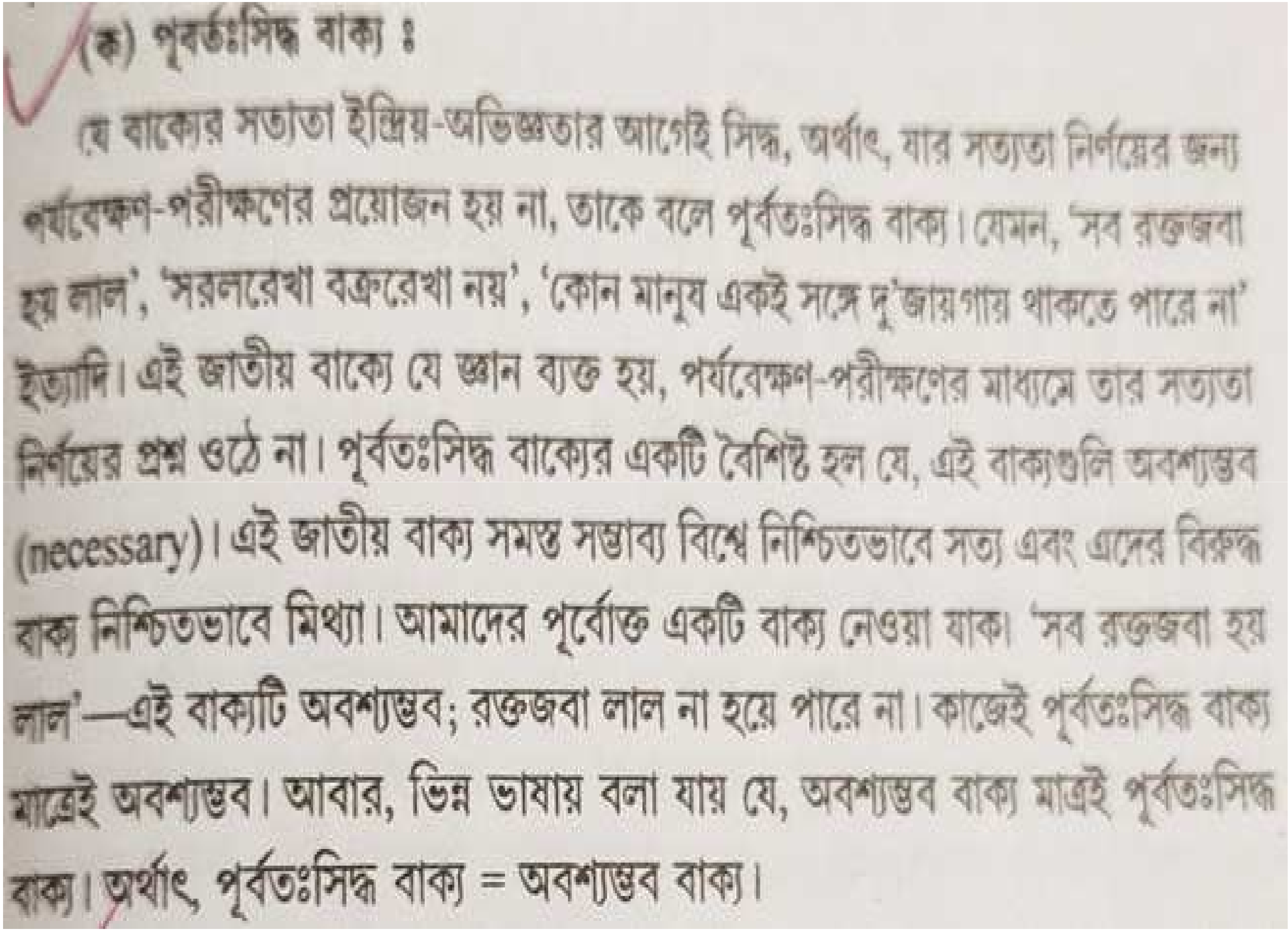

(ক) পূর্বতঃসিদ্ধ বাক্য ঃ

যে বাক্যের সত্যতা ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতার আগেই সিদ্ধ, অর্থাৎ, যার সত্যতা নির্ণয়ের জন্য পর্যবেক্ষণ-পরীক্ষণের প্রয়োজন হয় না, তাকে বলে পূর্বতঃসিদ্ধ বাক্য। যেমন, 'সব রক্তজবা হয় লাল', 'সরলরেখা বক্ররেখা নয়', 'কোন মানুষ একই সঙ্গে দু'জায়গায় থাকতে পারে না' ইত্যাদি। এই জাতীয় বাক্যে যে জ্ঞান ব্যক্ত হয়, পর্যবেক্ষণ-পরীক্ষণের মাধ্যমে তার সত্যতা নির্ণয়ের প্রশ্ন ওঠে না। পূর্বতঃসিদ্ধ বাক্যের একটি বৈশিষ্ট হল যে, এই বাক্যগুলি অবশ্যম্ভব (necessary)। এই জাতীয় বাক্য সমস্ত সম্ভাব্য বিশ্বে নিশ্চিতভাবে সত্য এবং এদের বিরুদ্ধ বাক্য নিশ্চিতভাবে মিথ্যা। আমাদের পূর্বোক্ত একটি বাক্য নেওয়া যাক। 'সব রক্তজবা হয় লাল'—এই বাক্যটি অবশ্যম্ভব; রক্তজবা লাল না হয়ে পারে না। কাজেই পূর্বতঃসিদ্ধ বাক্য মাত্রেই অবশ্যম্ভব। আবার, ভিন্ন ভাষায় বলা যায় যে, অবশ্যম্ভব বাক্য মাত্রই পূর্বতঃসিদ্ধ বাক্য। অর্থাৎ, পূর্বতঃসিদ্ধ বাক্য = অবশ্যম্ভব বাক্য।

(খ) পরতঃসাধ্য বাক্য ঃ

যে বাক্যের সত্যতা নির্ধারণের জন্য পর্যবেক্ষণ-পরিক্ষণের ওপর নির্ভর করতে হয়, তাকে বলে পরতঃসাদ্ধ বাক্য। যেমন—'কোন কোন কাক কালো', 'কোন কোন আম টক' 'কোন কোন ব্যবসায়ী অসৎ' ইত্যাদি। এই জাতীয় বাক্যের সত্যতা শুধুমাত্র পর্যবেক্ষণ-পরীক্ষণের মাধ্যমেই নির্ণয় করা সম্ভব। পরতঃসাধ্য বাক্যের বৈশিষ্ট্য হল—এগুলি আপতিক (contingent)। আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, আপতিক বাক্য হল এমন বাক্য যা কোন কোন অবস্থায় সত্য বা মিথ্যা হয়। পূর্বে উল্লিখিত একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। 'কোন কোন আম টক'। কয়েকটি আম আমার হাতের সামনে ছিল। সেগুলি খেয়ে দেখলাম যে, সত্যই সেই আমগুলির স্বাদ টক। কিন্তু বাক্যটি মিথ্যাও হতে পারত। আর একটি আপতিক (পরতঃসাধ্য) বাক্য নেওয়া যাক ঃ স্কটিশ চার্চ কলেজের মোট ছাত্রসংখ্যা ১৫০ জন। এই বাক্যটি মিথ্যা; কিন্তু সত্য হতেও পারত।

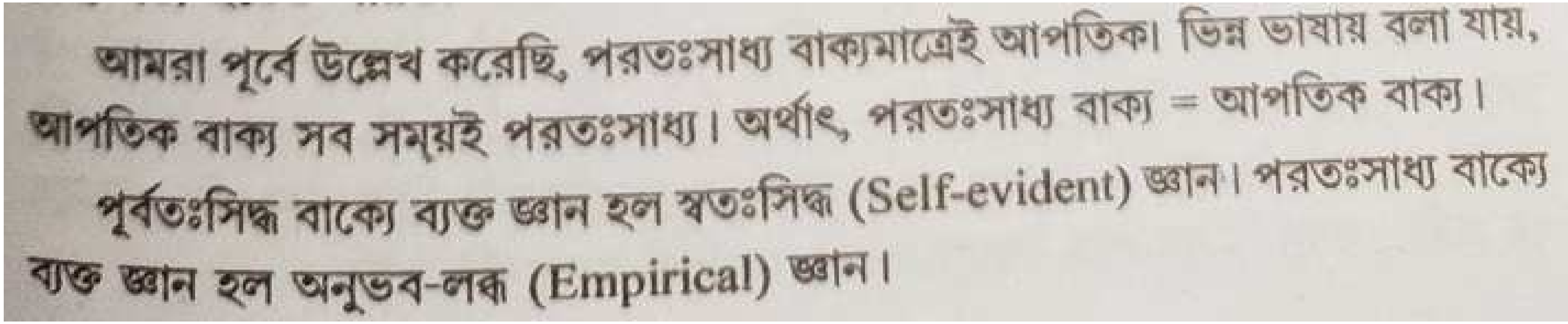

আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, পরতঃসাধ্য বাক্যমাত্রেই আপতিক। ভিন্ন ভাষায় বলা যায়, আপতিক বাক্য সব সময়ই পরতঃসাধ্য। অর্থাৎ, পরতঃসাধ্য বাক্য = আপতিক বাক্য।

পূর্বতঃসিদ্ধ বাক্যে ব্যক্ত জ্ঞান হল স্বতঃসিদ্ধ (Self-evident) জ্ঞান। পরতঃসাধ্য বাক্যে ব্যক্ত জ্ঞান হল অনুভব-লব্ধ (Empirical) জ্ঞান।

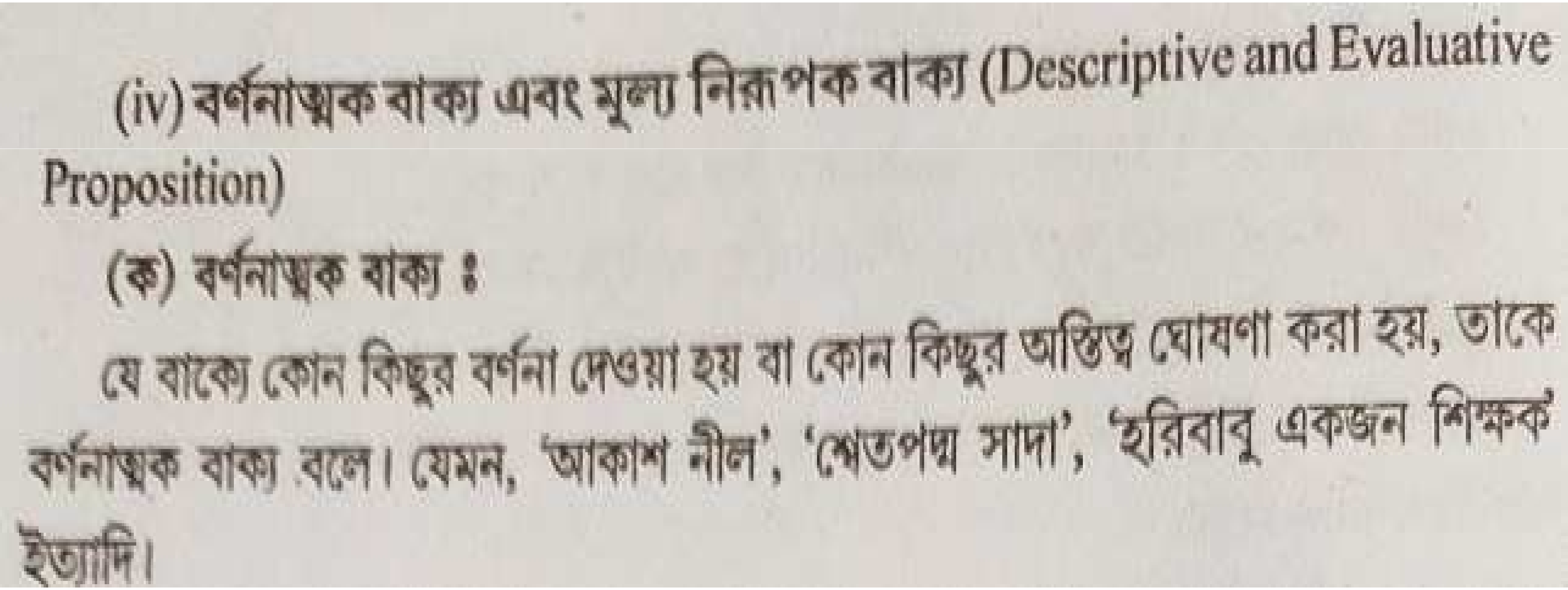

(iv) বর্ণনাত্মক বাক্য এবং মূল্য নিরূপক বাক্য (Descriptive and Evaluative Proposition)

(ক) বর্ণনাত্মক বাক্য ঃ

যে বাক্যে কোন কিছুর বর্ণনা দেওয়া হয় বা কোন কিছুর অস্তিত্ব ঘোষণা করা হয়, তাকে বর্ণনাত্মক বাক্য বলে। যেমন, 'আকাশ নীল', 'শ্বেতপদ্ম সাদা', 'হরিবাবু একজন শিক্ষক' ইত্যাদি।

(খ) মূল্য নিরূপক বাক্য ঃ

যে বাক্যে কোন কিছুর মূল্য বিচার করা হয়, তাকে মূল্য নিরূপক বাক্য বলে। যেমন, 'এই গোলাপ ফুলটি সুন্দর', 'রাম অন্যায় করেছে', 'এই কলমটি ভাল' ইত্যাদি। এইসব বাক্যে বিশেষণ পদগুলির দ্বারা উদ্দেশ্য পদের মূল্যায়ন করা হয়েছে।

বর্ণনাত্মক বাক্যে প্রকাশিত জ্ঞান হল বাস্তব তথ্য-বিষয়ক জ্ঞান; আর মূল্য নিরূপক বাক্যে প্রকাশিত জ্ঞান হল মূল্য-বিষয়ক জ্ঞান।

(v) বিশ্লেষক বাক্য এবং সংশ্লেষক বাক্য (Analytic and Synthetic Proposition) ঃ

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক থেকে বাক্যকে বিশ্লেষক এবং সংশ্লেষক এই দুভাগে ভাগ করা হয়। আমরা ভিন্ন ভিন্ন অর্থে বিশ্লেষক বাক্য ও সংশ্লেষক বাক্যকে বুঝতে পারি।

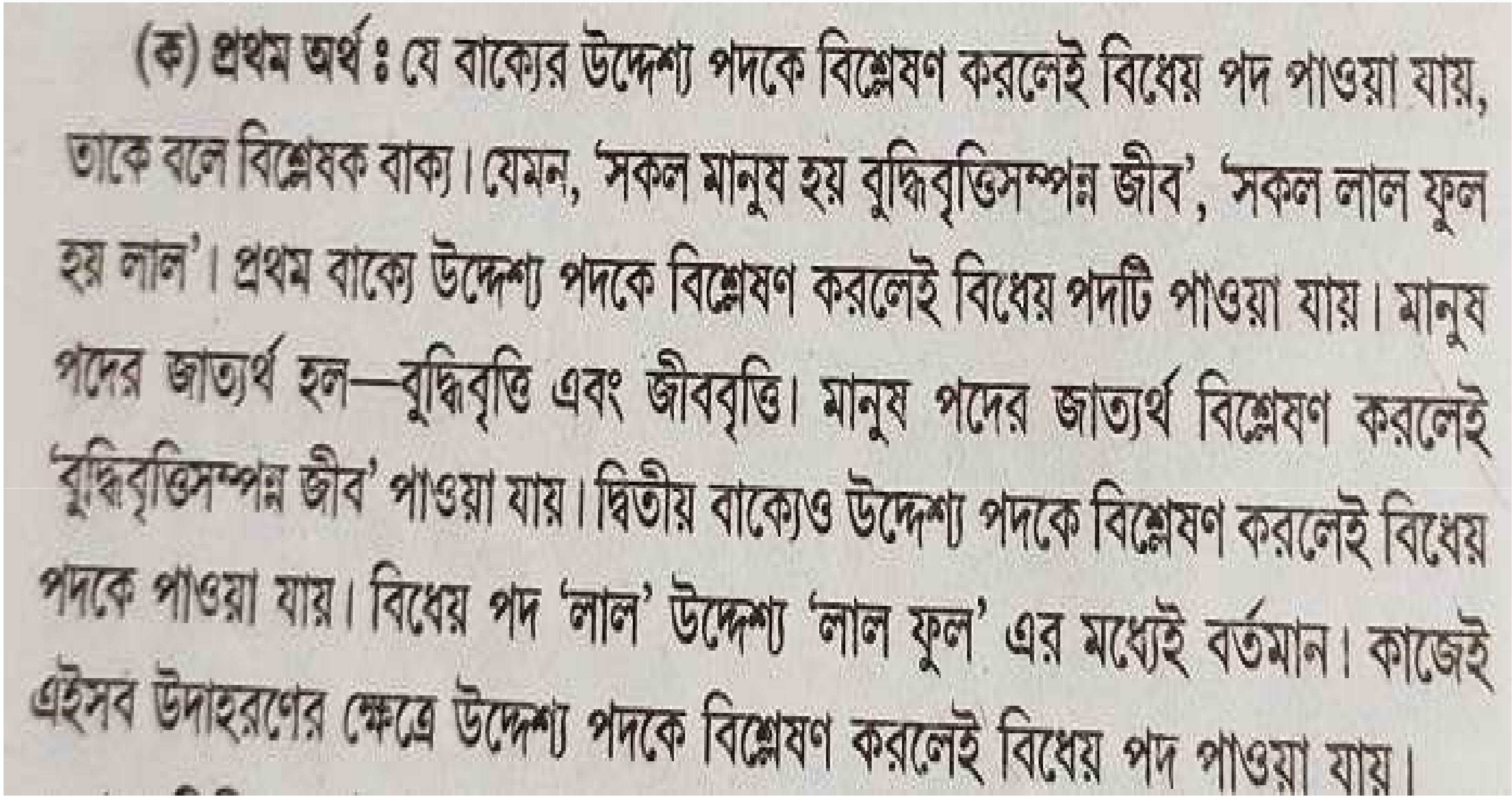

(ক) প্রথম অর্থ ঃ যে বাক্যের উদ্দেশ্য পদকে বিশ্লেষণ করলেই বিধেয় পদ পাওয়া যায়, তাকে বলে বিশ্লেষক বাক্য। যেমন, 'সকল মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব', 'সকল লাল ফুল হয় লাল'। প্রথম বাক্যে উদ্দেশ্য পদকে বিশ্লেষণ করলেই বিধেয় পদটি পাওয়া যায়। মানুষ পদের জাত্যর্থ হল—বুদ্ধিবৃত্তি এবং জীববৃত্তি। মানুষ পদের জাত্যর্থ বিশ্লেষণ করলেই 'বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব' পাওয়া যায়। দ্বিতীয় বাক্যেও উদ্দেশ্য পদকে বিশ্লেষণ করলেই বিধেয় পদকে পাওয়া যায়। বিধেয় পদ 'লাল' উদ্দেশ্য 'লাল ফুল' এর মধ্যেই বর্তমান। কাজেই এইসব উদাহরণের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য পদকে বিশ্লেষণ করলেই বিধেয় পদ পাওয়া যায়।

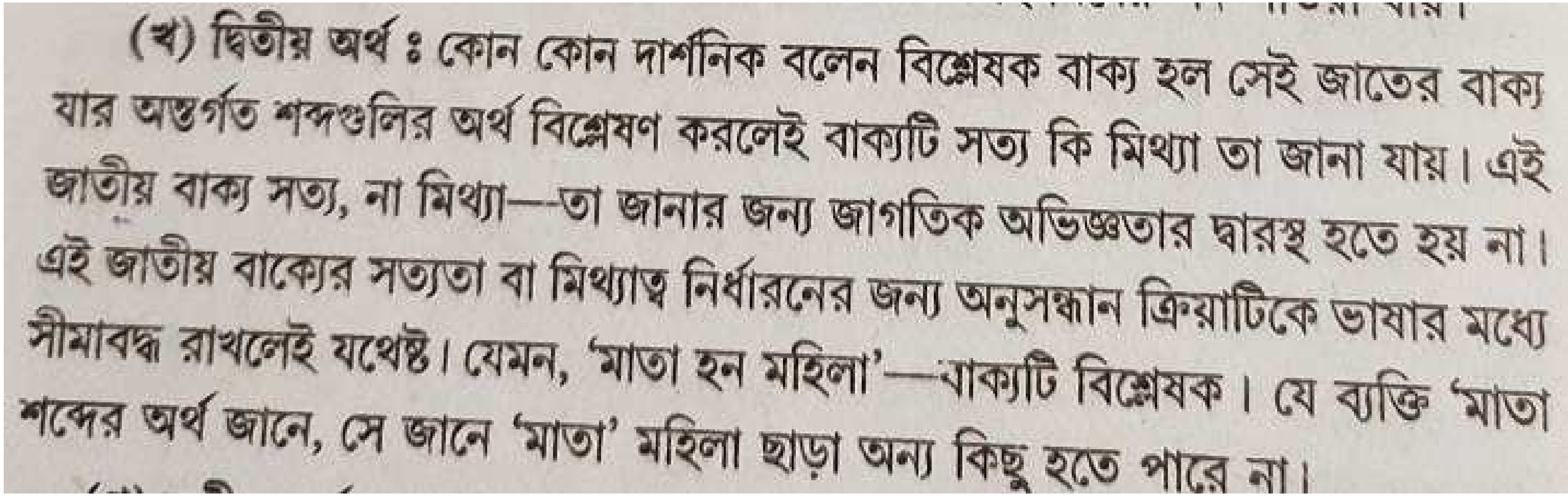

(খ) দ্বিতীয় অর্থ ঃ কোন কোন দার্শনিক বলেন বিশ্লেষক বাক্য হল সেই জাতের বাক্য যার অন্তর্গত শব্দগুলির অর্থ বিশ্লেষণ করলেই বাক্যটি সত্য কি মিথ্যা তা জানা যায়। এই জাতীয় বাক্য সত্য, না মিথ্যা—তা জানার জন্য জাগতিক অভিজ্ঞতার দ্বারস্থ হতে হয় না। এই জাতীয় বাক্যের সত্যতা বা মিথ্যাত্ব নির্ধারনের জন্য অনুসন্ধান ক্রিয়াটিকে ভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলেই যথেষ্ট। যেমন, 'মাতা হন মহিলা'—বাক্যটি বিশ্লেষক। যে ব্যক্তি 'মাতা শব্দের অর্থ জানে, সে জানে 'মাতা' মহিলা ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না।

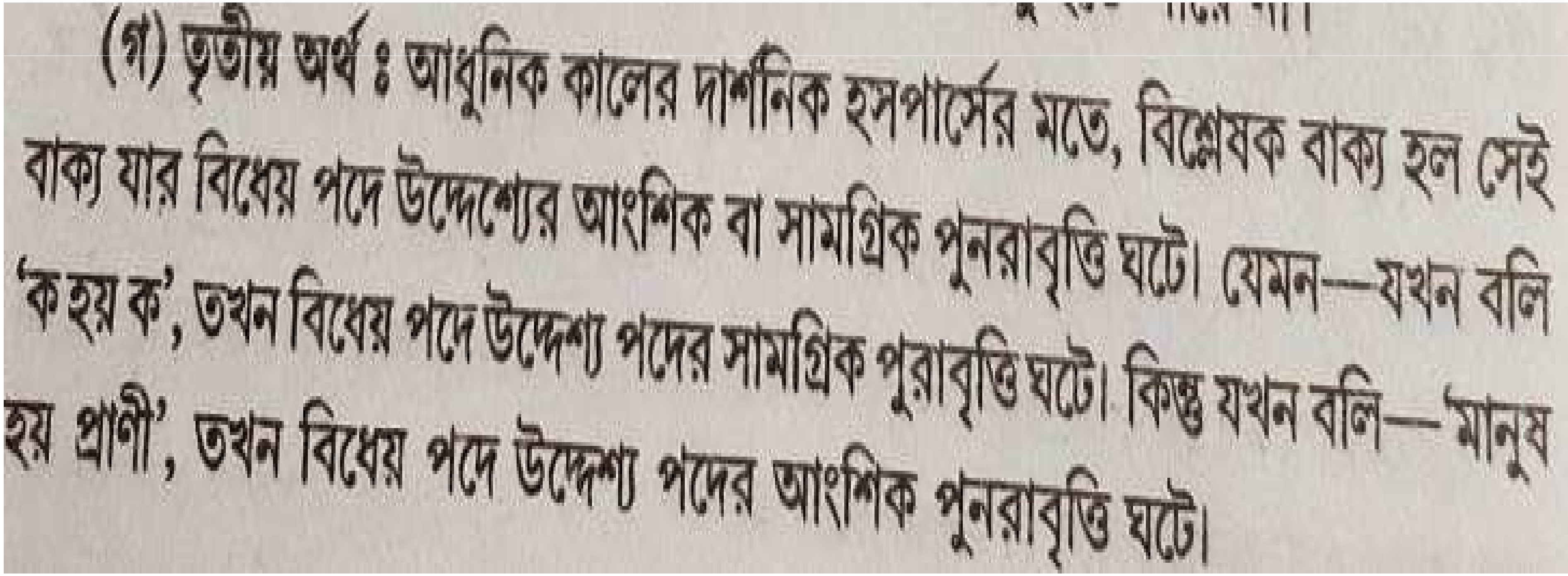

(গ) তৃতীয় অর্থ ঃ আধুনিক কালের দার্শনিক হ্সপার্সের মতে, বিশ্লেষক বাক্য হল সেই বাক্য যার বিধেয় পদে উদ্দেশ্যের আংশিক বা সামগ্রিক পুনরাবৃত্তি ঘটে। যেমন—যখন বলি 'ক হয় ক', তখন বিধেয় পদে উদ্দেশ্য পদের সামগ্রিক পুরাবৃত্তি ঘটে। কিন্তু যখন বলি—'মানুষ হয় প্রাণী', তখন বিধেয় পদে উদ্দেশ্য পদের আংশিক পুনরাবৃত্তি ঘটে।

(ঘ) চতুর্থ অর্থ ঃ কোন কোন দার্শনিকের মতে যে বাক্যকে অস্বীকার করলে স্ববিরোধিতার সৃষ্টি হয়, তাকে বলে বিশ্লেষক বাক্য। যেমন 'লাল ফুল হয় লাল', বাক্যটি বিশ্লেষক। কেননা, একে অস্বীকার করলেই স্ব-বিরোধিতার সৃষ্টি হয়। সত্যিই যদি কেউ বলে—'লাল ফুল লাল নয়', তাহলে সে স্ব-বিরোধী উক্তি করবে; কেননা, সে যা বলতে চায়, তার আকার হল—'ক নয় ক'। 'ক নয় ক' বললে দুটি পরস্পর বিরোধী গুণের কথা একই সঙ্গে বলা হয়। বাস্তব জগতে কেউ এই ধরনের বাক্যকে সত্য বলে গ্রহণ করে না।

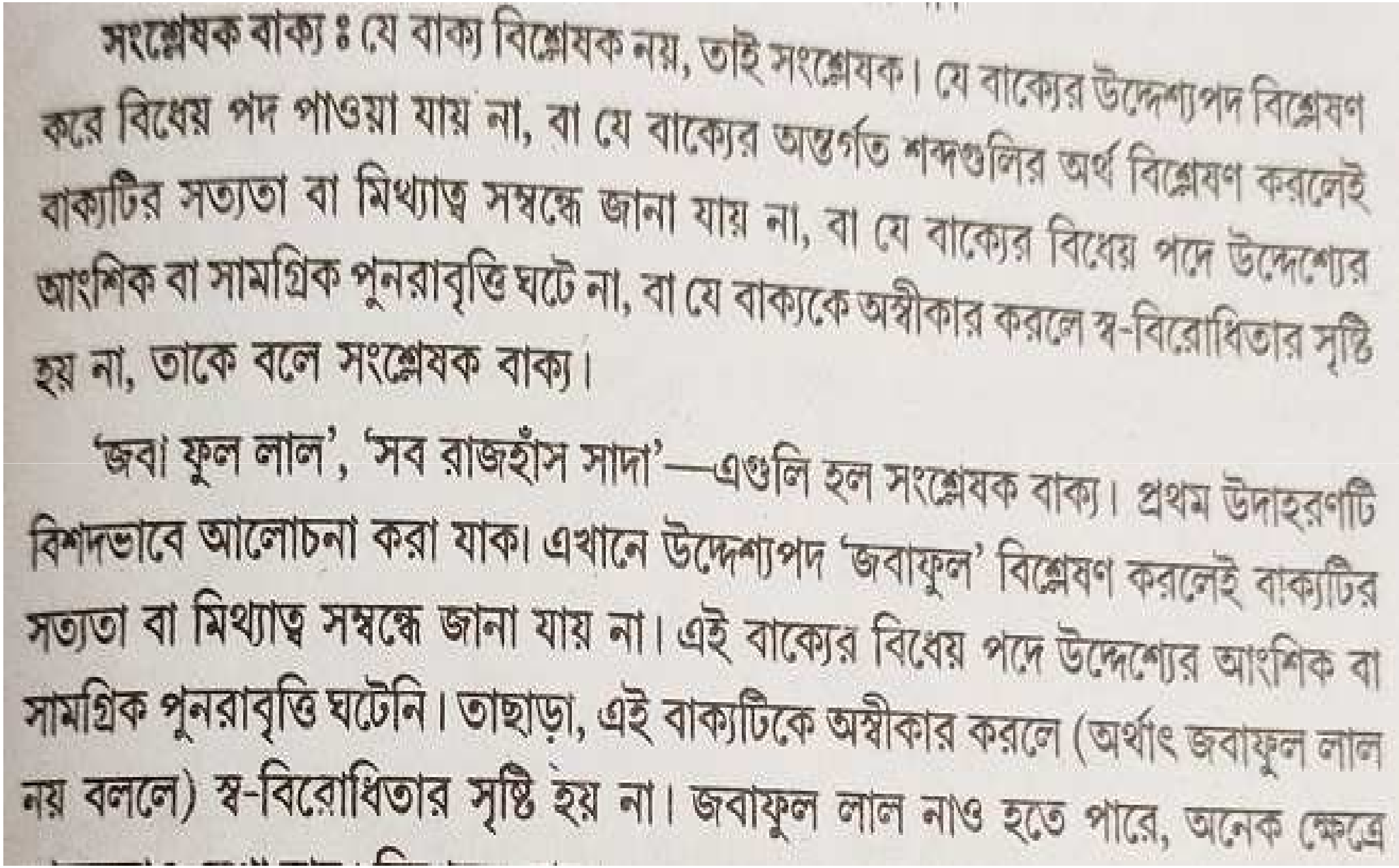

সংশ্লেষক বাক্য ঃ যে বাক্য বিশ্লেষক নয়, তাই সংশ্লেষক। যে বাক্যের উদ্দেশ্যপদ বিশ্লেষণ করে বিধেয় পদ পাওয়া যায় না, বা যে বাক্যের অন্তর্গত শব্দগুলির অর্থ বিশ্লেষণ করলেই বাক্যটির সত্যতা বা মিথ্যাত্ব সম্বন্ধে জানা যায় না, বা যে বাক্যের বিধেয় পদে উদ্দেশ্যের আংশিক বা সামগ্রিক পুনরাবৃত্তি ঘটে না, বা যে বাক্যকে অস্বীকার করলে স্ব-বিরোধিতার সৃষ্টি হয় না, তাকে বলে সংশ্লেষক বাক্য।

'জবা ফুল লাল', 'সব রাজহাঁস সাদা'—এগুলি হল সংশ্লেষক বাক্য। প্রথম উদাহরণটি বিশদভাবে আলোচনা করা যাক। এখানে উদ্দেশ্যপদ 'জবাফুল' বিশ্লেষণ করলেই বাক্যটির সত্যতা বা মিথ্যাত্ব সম্বন্ধে জানা যায় না। এই বাক্যের বিধেয় পদে উদ্দেশ্যের আংশিক বা সামগ্রিক পুনরাবৃত্তি ঘটেনি। তাছাড়া, এই বাক্যটিকে অস্বীকার করলে (অর্থাৎ জবাফুল লাল নয় বললে) স্ব-বিরোধিতার সৃষ্টি হয় না। জবাফুল লাল নাও হতে পারে, অনেক ক্ষেত্রে

শ্বেতজবাও দেখা যায়। বিশ্লেষক বাক্য ও সংশ্লেষক বাক্যের আলোচনা থেকে একটি জিনিষ সুপরিস্ফুট হল। তা হল—বিশ্লেষক বাক্য আমাদের কোন নতুন জ্ঞান দিতে পারে না; উদ্দেশ্যপদের অন্তনিহিত অর্থকে শুধু পরিস্ফুট করে। বিশ্লেষক বাক্য অ-তথ্যজ্ঞাপক, বন্ধ্যা। এতে কোন নতুনত্ব (novelety) নেই, কোন নতুন তথ্যের পরিবেশন নেই, আছে শুধু পুনরুক্তি। যেমন, “মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব”—এই বাক্যটি হয় বিশ্লেষক। এই বাক্যের বিধেয়টি উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোন নতুন কথা যোগায় না—উদ্দেশ্যের জাত্যর্থকেবিশ্লেষণ করে মাত্র। অপরপক্ষে, সংশ্লেষক বাক্য তথ্যজ্ঞাপক। সংশ্লেষক বাক্যের বিধেয় উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু নতুন তথ্য দেয়। উদ্দেশ্য, যে সব গুণ নির্দেশ করে, বিধেয় তা ছাড়াও অন্য কোন জ্ঞানের উল্লেখ করে। যেমন, ‘সব রাজহাঁস হয় সাদা’—এই বাক্যটিতে বিধেয় পদটি রাজহাঁসের এমন একটি গুণের কথা—(শ্বেতবর্ণের কথা) বলছে, যা রাজহাঁস শব্দটির লক্ষিত অর্থের মধ্যে পড়ে না।

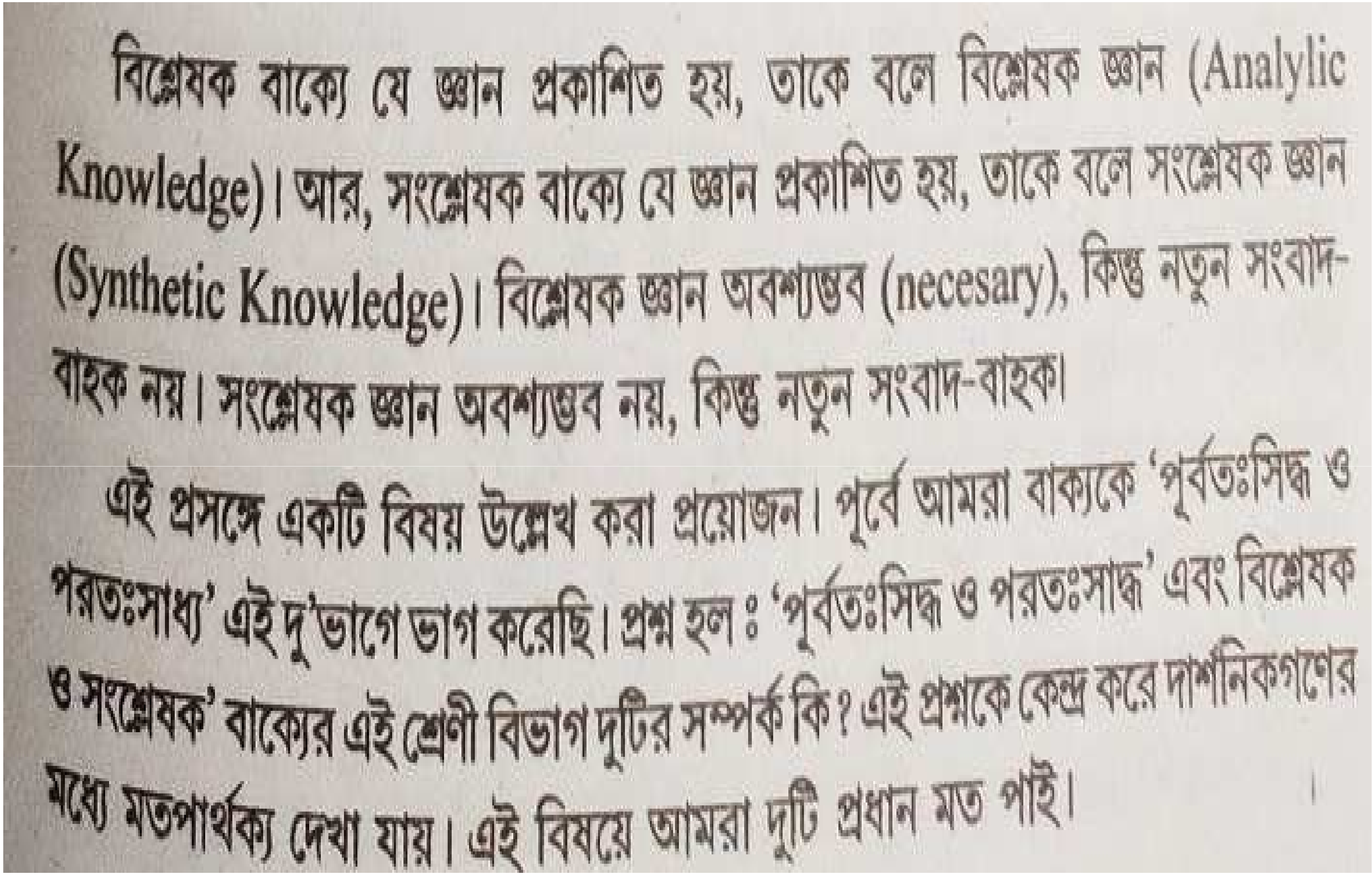

বিশ্লেষক বাক্যে যে জ্ঞান প্রকাশিত হয়, তাকে বলে বিশ্লেষক জ্ঞান (Analylic Knowledge)। আর, সংশ্লেষক বাক্যে যে জ্ঞান প্রকাশিত হয়, তাকে বলে সংশ্লেষক জ্ঞান (Synthetic Knowledge)। বিশ্লেষক জ্ঞান অবশ্যম্ভব (necesary), কিন্তু নতুন সংবাদ-বাহক নয়। সংশ্লেষক জ্ঞান অবশ্যম্ভব নয়, কিন্তু নতুন সংবাদ-বাহক।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। পূর্বে আমরা বাক্যকে ‘পূর্বতঃসিদ্ধ ও পরতঃসাধ্য’ এই দু’ভাগে ভাগ করেছি। প্রশ্ন হল ঃ ‘পূর্বতঃসিদ্ধ ও পরতঃসাদ্ধ’ এবং বিশ্লেষক ও সংশ্লেষক’ বাক্যের এই শ্রেণী বিভাগ দুটির সম্পর্ক কি? এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে দার্শনিকগণের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়। এই বিষয়ে আমরা দুটি প্রধান মত পাই।

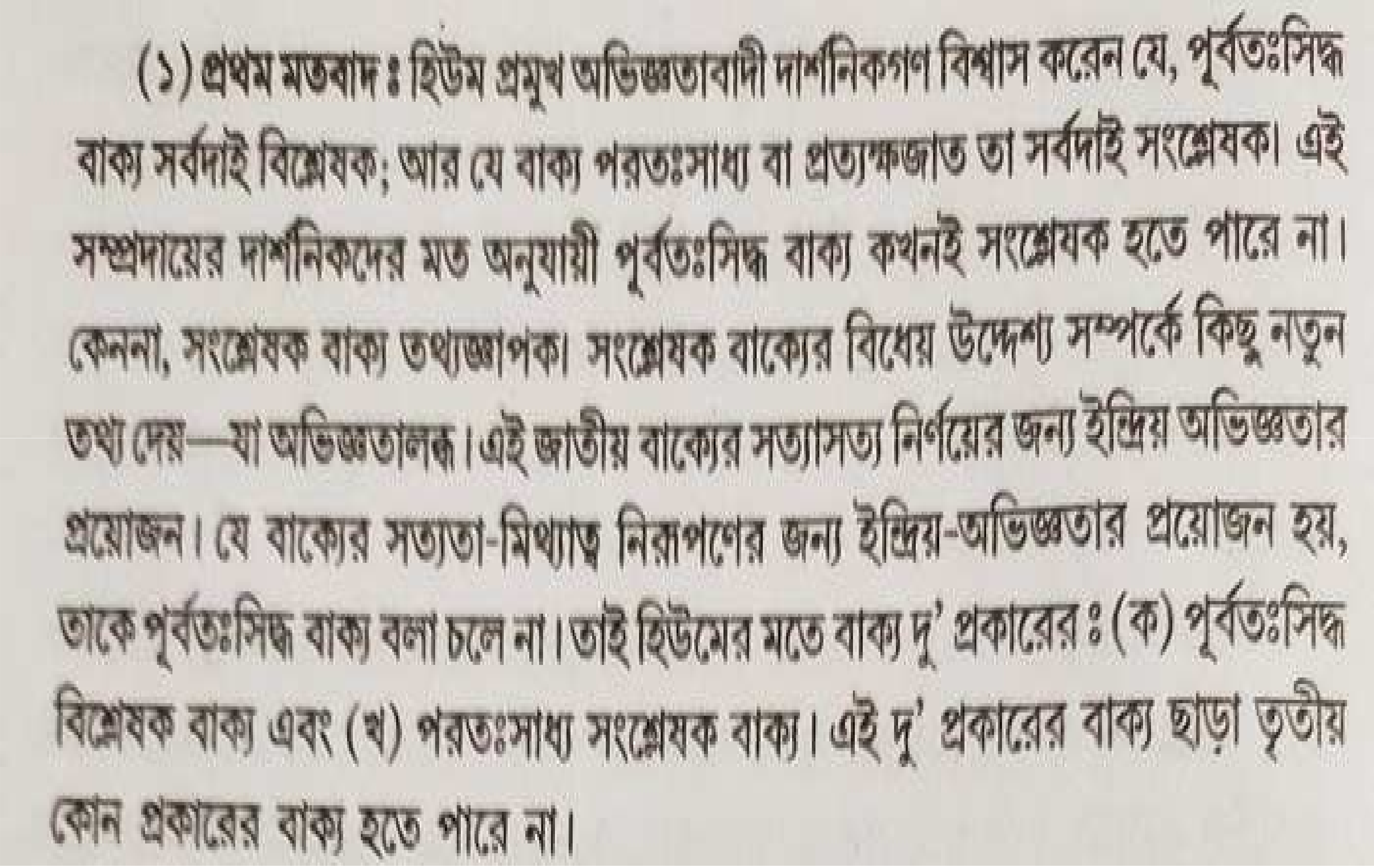

(১) **প্রথম মতবাদ ঃ** হিউম প্রমুখ অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকগণ বিশ্বাস করেন যে, পূর্বতঃসিদ্ধ বাক্য সর্বদাই বিশ্লেষক; আর যে বাক্য পরতঃসাধ্য বা প্রত্যক্ষজাত তা সর্বদাই সংশ্লেষক। এই সম্প্রদায়ের দার্শনিকদের মত অনুযায়ী পূর্বতঃসিদ্ধ বাক্য কখনই সংশ্লেষক হতে পারে না। কেননা, সংশ্লেষক বাক্য তথ্যজ্ঞাপক। সংশ্লেষক বাক্যের বিধেয় উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু নতুন তথ্য দেয়—যা অভিজ্ঞতালব্ধ। এই জাতীয় বাক্যের সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। যে বাক্যের সত্যতা-মিথ্যাত্ব নিরূপণের জন্য ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়, তাকে পূর্বতঃসিদ্ধ বাক্য বলা চলে না। তাই হিউমের মতে বাক্য দু' প্রকারের ঃ (ক) পূর্বতঃসিদ্ধ বিশ্লেষক বাক্য এবং (খ) পরতঃসাধ্য সংশ্লেষক বাক্য। এই দু' প্রকারের বাক্য ছাড়া তৃতীয় কোন প্রকারের বাক্য হতে পারে না।

(২) **দ্বিতীয় মতবাদ ঃ** সুবিখ্যাত জার্মান দার্শনিক কাণ্ট এবং কোন কোন বুদ্ধিবাদী দার্শনিকের মতে পূর্বতঃসিদ্ধ বাক্য বিশ্লেষক ও সংশ্লেষক উভয়ই হতে পারে। তাই এই মতবাদ অনুযায়ী বাক্য তিন প্রকার ঃ

(ক) পূর্বতঃসিদ্ধ বিশ্লেষক বাক্য,
(খ) পরতঃসাধ্য সংশ্লেষক বাক্য,
(গ) পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক বাক্য।

(ক) পূর্বতঃসিদ্ধ বিশ্লেষক বাক্য (Analytic a-priori) ঃ এমন কিছু বাক্য আছে যা পূর্বতঃসিদ্ধ এবং বিশ্লেষক দুই-ই। এই জাতীয় বাক্য পূর্বতঃসিদ্ধ ; কেননা, এই জাতীয় বাক্যের সত্যতা নির্ণয়ের জন্য পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণের প্রয়োজন হয় না। আবার, এই জাতীয় বাক্য বিশ্লেষক; কেননা, এই জাতীয় বাক্যের উদ্দেশ্যপদকে বিশ্লেষণ করলেই বিধেয় পদকে পাওয়া যায়। দু-একটি উদাহরণ দেওয়া যাক ঃ 'সকল কাক হয় কাল'; 'মানুষ নয় অ-মানুষ'।

(খ) পরতঃসাধ্য সংশ্লেষক বাক্য (Synthetic a-posteriori) ঃ এমন কিছু বাক্য আছে, যা পরতঃসাধ্য এবং সংশ্লেষক দুই-ই। এই জাতীয় বাক্য পরতঃসাধ্য; কেননা, এই জাতীয় বাক্যের সত্যতা নির্ধারণের জন্য পর্যবেক্ষণ-পরীক্ষণের ওপর নির্ভর করতে হয়। আবার, এই জাতীয় বাক্য সংশ্লেষক; কেননা, এই জাতীয় বাক্যের উদ্দেশ্যপদকে বিশ্লেষণ করে বিধেয় পদকে পাওয়া যায় না—বিধেয় উদ্দেশ্যের সম্পর্কে কিছু নতুন তথ্য জ্ঞাপন করে। দু-একটি উদাহরণ নেওয়া যাক ঃ 'কোন কোন ফুল নয় সাদা', কোন কোন হাতুড়ি হয় গোলাকার'।

(গ) পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক বাক্য (Synthetic a-Priori) ঃ এমন কিছু বাক্য আছে যা পূর্বতঃসিদ্ধ এবং সংশ্লেষক দুই-ই। সুবিখ্যাত জার্মান দার্শনিক কাণ্টের মতে যে জ্ঞান পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক বাক্যের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়, তাই প্রকৃত ও আদর্শ জ্ঞান। কাণ্ট তাঁর সুবিখ্যাত 'Critique of Pure Reason' গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, পূর্বতঃ সিদ্ধ সংশ্লেষক বাক্য সম্ভব এবং বাস্তব জগৎ সম্পর্কিত বহু উক্তি পূর্বতঃসিদ্ধ ও সংশ্লেষক। কাণ্ট প্রদত্ত দুটি উদাহরণ নেওয়া যাক ঃ

প্রত্যেক ঘটনার কারণ আছে ;

৭ + ৫ = ১২.

প্রথম বাক্যটি সংশ্লেষক; কেননা ‘ঘটনা’ শব্দের অর্থ যতই বিশ্লেষণ করা যাক না কেন, তার মধ্যে ‘কারণের’ ধারণা পাওয়া যায় না। যদি বলা হত—‘প্রত্যেক কার্যের কারণ আছে’, তাহলে সেটি বিশ্লেষক হতে বাধ্য। কেননা, কার্যের ধারণার মধ্যে কারণের ধারণা নিহিত আছে। আবার বাক্যটি পূর্বতঃসিদ্ধ; কেননা, বাক্যটি অবশ্যম্ভরূপে সত্য, এর অন্যথা হয় না। আমরা পূর্বে দেখেছি যে, পূর্বতঃসিদ্ধ বাক্যের বৈশিষ্ট্য হল এই বাক্যগুলি আবশ্যম্ভব (Necessary)।

কাণ্ট প্রদত্ত দ্বিতীয় বাক্যটিও পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক। এই বাক্যটি গণিত-ভিত্তিক—এটি সার্বিক ও অনিবার্যভাবে সত্য; তাই এটি পূর্বতঃসিদ্ধ। আবার ৭+৫ = ১২ —এই গাণিতিক বাক্যটি সংশ্লেষক। কেননা, ৫, ৭ বা ৫+৭-এর অর্থ বিশ্লেষণ করে বারোর অর্থ পাওয়া যায় না। পূর্বোক্ত তিন প্রকার বাক্যের মাধ্যমে তিন প্রকার জ্ঞান ব্যক্ত হয় ঃ (১) পূর্বতঃসিদ্ধ বিশ্লেষক জ্ঞান, (২) পরতঃসাধ্য সংশ্লেষক জ্ঞান এবং (৩) পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক জ্ঞান।

৩। বুদ্ধিবাদ ঃ নরমপন্থী ও চরমপন্থী (Rationalism : Moderate and Extreme) ঃ

বুদ্ধিবাদ অনুসারে বুদ্ধিই জ্ঞানলাভের প্রধান উপায়। সত্যজ্ঞান বা যথার্থ জ্ঞান বুদ্ধি দিয়েই অর্জন করা যায়। যথার্থ জ্ঞান বলতে বুদ্ধিবাদীরা অবশ্যম্ভব জ্ঞানকে বোঝেন।

বুদ্ধিবাদের নানা রূপ দেখা যায়। এদের মধ্যে প্রধান দুটি হল ঃ চরমপন্থী বুদ্ধিবাদ ও নরমপন্থী বুদ্ধিবাদ। বুদ্ধি ছাড়া জ্ঞানের উৎস হিসেবে অভিজ্ঞতা বা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষকে আদৌ স্বীকার করা যায় কি? অর্থাৎ, জ্ঞানোৎপত্তির ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা বা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের বিন্দুমাত্র মূল্য আছে কি? এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই বুদ্ধিবাদীদের মধ্যে দুটি গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছে—চরমপন্থী (Extreme) ও নরমপন্থী (Moderate)।

চরমপন্থী বুদ্ধিবাদ (Extreme Rationalism) ঃ চরমপন্থী বুদ্ধিবাদী দার্শনিকেরা বিশ্বাস করেন, জ্ঞানোৎপত্তির ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা বা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের কোন ভূমিকা নেই। সব জ্ঞান আসে বুদ্ধি থেকে। পারমিনাইডিস (Parmenides), প্লেটো (Plato) প্রমুখ প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকগণ, লাইবনিজ (Leibnitz), ভলফ্ (Wolf) প্রমুখ জার্মান দার্শনিকগণ এবং আধুনিক কালের ইংরেজ দার্শনিকের মধ্যে ব্র্যাড়লি (Bradley) চরমপন্থী বুদ্ধিবাদের সমর্থক। চরমপন্থী বুদ্ধিবাদীরা বিশ্বাস করেন, অভিজ্ঞতা বা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ নির্ভরযোগ্য জ্ঞানের উৎস নয়; অভিজ্ঞতায় যা পাওয়া যায়, তাই ভ্রান্ত। পারমিনাইডিস জগতের মূলতত্ত্বকে সত্তা বলেছেন।

তাঁর মতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ অলীক এবং তা অবভাস, প্রকৃত সত্য নয়। তাঁর মতে সত্তাকে জানতে পারলেই প্রকৃত সত্যকে জানতে পারা যায়। তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, এই সত্তা বুদ্ধিগ্রাহ্য। অনুরূপভাবে, প্লেটোও একজন চরমপন্থী বুদ্ধিবাদী। প্লেটো দুটি জগতের কল্পনা করেছেন—একটি হল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ বা পরিদৃশ্যমান জগৎ এবং অপরটি হল অতীন্দ্রিয় জগৎ বা ধারণার জগৎ। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের কোন কিছুই স্থির নয়—চির-পরিবর্তনশীল। প্লেটোর মতে, দর্শন পরিবর্তনশীল বিষয়ের জ্ঞান নয়; দর্শন হল সামান্য, অপরিবর্তনীয় এবং

শাশ্বত বিষয়ের জ্ঞান। অভিজ্ঞতা বা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ এই সামান্য, অপরিবর্তনীয় এবং শাশ্বত বিষয়ের জ্ঞান যোগাতে পারে না। প্লেটোর মতে ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ দ্বারা যা লব্ধ হয়, তা হল অভিমত (opinion), জ্ঞান (Knowledge) নয়। তাঁর মতে, যথার্থ জ্ঞান হল অভ্রান্ত এবং কেবলমাত্র বুদ্ধি দিয়েই পাওয়া যায়। আধুনিক কালের জার্মান দার্শনিক ভলফ্ (Wolf) বলেন, বিজ্ঞান প্রকৃত সত্যের সন্ধান দিতে পারে না; কেননা, বিজ্ঞান অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল, প্রকৃত সত্যের সন্ধান দেয় অধিবিদ্যা (Metaphysics)। ভলফ্ বলেন, “অধিবিদ্যাই সকল বিদ্যার শ্রেষ্ঠ বিদ্যা।” (Metaphysics is the queen of all the sciences)। ব্র্যাড্‌লির মতেও অভিজ্ঞতা প্রদত্ত জ্ঞান ভ্রান্ত। তিনি বলেন, যা স্ব-বিরোধযুক্ত (Self-contradictory), তা কখনও সত্য হতে পারে না। তিনি তাঁর সুবিখ্যাত “Appearance and Reality” গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, অভিজ্ঞতা বা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের মাধ্যমে আমরা যেসব বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করি, সেগুলি স্ব-বিরোধপূর্ণ। তাছাড়া, অভিজ্ঞতা বা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ অবভাসের (Appearance) জ্ঞান যোগাতে পারে; তত্ত্বের জ্ঞান যোগাতে পারে না। লাইবনিজকেও অনেকে চরমপন্থী বুদ্ধিবাদী বলেন। কেননা, তাঁর মতে, সকল ধারণাই (যা জ্ঞানের উপকরণ) বুদ্ধিজাত—কোন ধারণাই অভিজ্ঞতালব্ধ নয়।

নরমপন্থী বুদ্ধিবাদ (Moderate Rationalism) ঃ নরমপন্থী বুদ্ধিবাদীরা জ্ঞানের উৎস হিসেবে অভিজ্ঞতা বা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করেন না। প্রাত্যহিক জীবনে আমরা অনেক সময়েই ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করি। কিন্তু এই জ্ঞান নিম্নমানের। যথার্থ জ্ঞানকে সুনিশ্চিত হতে হবে। সার্বিক এবং অবশ্যম্ভব জ্ঞান হল সুনিশ্চিত। এই সার্বিক এবং অবশ্যম্ভব জ্ঞান বুদ্ধির মাধ্যমে পাওয়া যায়; অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এই জ্ঞান কখনও পাওয়া যায় না। গাণিতিক জ্ঞানই আদর্শ জ্ঞান এবং সে জ্ঞান বুদ্ধি-প্রদত্ত। ডেকার্ট, স্পিনোজা, কান্ট প্রমুখ দার্শনিকগণ হলেন নরমপন্থী বুদ্ধিবাদী। ডেকার্ট তিন প্রকার ধারণার কথা বলেছেন—আগন্তুক ধারণা, কৃত্রিম ধারণা এবং সহজাত ধারণা। এর মধ্যে আগন্তুক ধারণা, ডেকার্টের মতে, অভিজ্ঞতা-লব্ধ। স্পিনোজা কল্পনা (Imagination) নামক যে জ্ঞানের কথা বলছেন, তাও অভিজ্ঞতা-প্রদত্ত।

নিখুঁতভাবে বিচার করলে বলতে হয় যে, কাণ্ট ভিন্ন সকল বুদ্ধিবাদী দার্শনিক হলেন চরমপন্থী বুদ্ধিবাদী। কেননা, তাঁরা সকলেই অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চান। বুদ্ধিবাদও একপ্রকার বিচারযুক্তিবাদ (Dogmatism)। কেননা, বিনা বিচারে বুদ্ধিবাদীরা জ্ঞানের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার অবদানকে অস্বীকার করেছেন। জার্মান দার্শনিক কাণ্ট বুদ্ধিবাদ এবং অভিজ্ঞতাবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে তাঁর জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদকে রূপ দিয়েছেন। কাণ্ট মনে করেন, জ্ঞানের ক্ষেত্রে বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা দুটিরই অবদান আছে। বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা উভয়ই জ্ঞানের উৎস। কোনটিকে বাদ দিয়ে জ্ঞানোৎপত্তি ব্যাখ্যা করা যায় না। বুদ্ধি যোগায় জ্ঞানের আকার; আর অভিজ্ঞতা যোগায় জ্ঞানের উপাদান। জ্ঞানের উপাদান হল ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের মাধ্যমে পাওয়া বিভিন্ন সংবেদন। এই সংবেদন জ্ঞান নয়। এইসব সংবেদনকে বুদ্ধি, দেশ, কাল, কার্য-কারণ প্রভৃতি মনের ধাঁচে রাখে এবং জ্ঞানের পর্যায়ে নিয়ে আসে। দেশ,

কাল, কার্য- কারণ সম্বন্ধের ধারণা ইত্যাদি হল জ্ঞানের আকার। কান্টের এই মতকে বিচারবাদ (Criticism) বলা হয়।

৪। বুদ্ধিবাদ (Rationalism) ঃ

বুদ্ধিবাদীদের মতে বুদ্ধিই জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়। সত্যজ্ঞান বা যথার্থ জ্ঞান বুদ্ধি দিয়েই অর্জন করা যায়। বুদ্ধিবাদী দার্শনিকগণ নিজেদের মূল বক্তব্য উপস্থাপিত করার আগে অভিজ্ঞতা বা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষণ কেন যথার্থ জ্ঞানের উৎস হতে পারে না তা আলোচনা করেছেন। প্রথমতঃ, তাঁদের মতে বিভিন্ন লোকের অভিজ্ঞতালব্ধ বা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞান স্থান কালের পার্থক্যবশতঃ বিভিন্ন রকমের হয়। একটি ব্ল্যাকবোর্ডকে সকলেই কালো রঙের দেখে; কিন্তু একজন পাণ্ডুরোগগ্রস্ত (Jaundiced) ব্যক্তি সেটি

বুদ্ধিবাদীদের মতে প্রধানতঃ তিনটি কারণে অভিজ্ঞতা বা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষণ যথার্থ জ্ঞানের উৎস হতে পারে না।

হলুদ রঙের দেখে। তাছাড়া, অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে আজ যা সত্য মনে করি কাল তা মিথ্যা প্রমাণিত হতে পারে। কিন্তু যথার্থ জ্ঞান সর্বজনসম্মত। যথার্থ জ্ঞান সর্বকালে সকলের নিকট একইভাবে প্রতিভাত হয়। সেই জ্ঞান আমরা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে পাই না। **দ্বিতীয়তঃ,** ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে আমরা বস্তুর বাহ্যরূপের জ্ঞান অর্জন করি, বস্তুর আসল রূপটিকে জানাতে পারি না। যেমন, একটি ছড়ি জলে অর্ধ নিমজ্জিত থাকলে দূর থেকে সেটি বাঁকা দেখায়। দূর থেকে কেউ এই ছড়িটিকে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানলে ছড়িটিকে বাঁকা দেখবে, কিন্তু ছড়িটি আসলে সোজা; ছড়িটির বাহ্যরূপ হল এটি বাঁকা। দার্শনিকের লক্ষ্য বস্তুর আসল রূপটিকে বা তত্ত্বকে (Reality) জানা। অভিজ্ঞতা বা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষণ বস্তুর আসল রূপটিকে জানতে পারে না। **তৃতীয়তঃ,** অভিজ্ঞতা বা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষণ আমাদের সার্বিক (universal) এবং অবশ্য স্বীকার্য (necessary) জ্ঞান যোগাতে পারে না। যেমন, "সকল মানুষ হয় মরণশীল"—এই বচনটি যে জ্ঞানকে ব্যক্ত করে তা সার্বিক জ্ঞান। কিন্তু অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এই সার্বিক জ্ঞান অর্জন করা সম্ভবপর নয়। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা কিছু মানুষকে মরতে দেখলেও সকল মানুষকে কখনও মরতে দেখতে পারি না। কাজেই এই সমস্ত যুক্তির ভিত্তিতে বুদ্ধিবাদীরা সিদ্ধান্ত করেন যে, অভিজ্ঞতা বা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষণ যথার্থ জ্ঞানের উৎস হতে পারে না।

বুদ্ধিবাদীরা মনে করেন যে, সমস্ত জ্ঞানের মূল উৎস মানুষের মন। জন্মকালেই শিশুর মনের মধ্যে কতকগুলি স্পষ্ট ধারণা উপস্থিত থাকে। এই ধারণাগুলি সার্বিক (Universal), স্বতঃসিদ্ধ (Self-evident) এবং সন্দেহাতীত। এই মূল ধারণাগুলি থেকেই অন্য সমস্ত জ্ঞানের উদ্ভব। এই মূল ধারণাগুলিকে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পাওয়া যায় না। এগুলি অভিজ্ঞতা-পূর্ব (a-Priori)। বুদ্ধিবাদীদের মতে এই সমস্ত অভিজ্ঞতা-পূর্ব (a-priori) ধারণাগুলি থেকে অবরোহ পদ্ধতি প্রয়োগ করে সিদ্ধান্ত টানলেই যথার্থ জ্ঞান অর্জন করা যায়। তাঁদের মতে দর্শনের পদ্ধতি হল অবরোহ পদ্ধতি (Deductive method)।

সক্রেটিস, প্লেটো প্রভৃতি প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকগণ এবং ডেকার্ট, স্পিনোজা, লাইবণিজ, ভলফ্ প্রভৃতি আধুনিক দার্শনিকগণ বুদ্ধিবাদের নামকরা সমর্থক। ডেকার্টকে আধুনিক দর্শনের

জনক (Father of Modern Philosophy) বলা হয়। এঁরা সকলেই বিশ্বাস করেন যে যথার্থ জ্ঞান শুধুমাত্র বুদ্ধির মাধ্যমে পাওয়া যায়।

গ্রীসদেশে প্রাচীনকালে সোফিস্ট (Sophist) নামে এক সম্প্রদায়ের দার্শনিক ছিলেন। তাঁরা মনে করতেন, যথার্থ জ্ঞান ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের মাধ্যমে অর্জন করা যায়। সক্রেটিশ এই বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন এবং বললেন যে, ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের মাধ্যমে সমস্ত জ্ঞান অর্জন করা যায় না। সক্রেটিসের মতে সামান্য ধারণার (concept) মাধ্যমে আমরা সমস্ত জ্ঞান অর্জন করি এবং সামান্য ধারণা আমরা বুদ্ধির সাহায্যেই গঠন করি। অতএব জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে বুদ্ধির অবদানই বেশী। পরবর্তী দার্শনিক প্লেটোও মনে করেন, ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের মাধ্যমে নয়, বুদ্ধির মাধ্যমেই জ্ঞান অর্জন করা যায়।

মাধ্যমে নয়, বুদ্ধির মাধ্যমেই জ্ঞান অর্জন করা যায়।

ডেকার্ট তিন প্রকার ধারণার কথা বলেন

বুদ্ধিবাদী হিসাবে আধুনিক দর্শনের জনক ডেকার্টের বক্তব্য আমরা সবিস্তারে আলোচনা করব। আমরা ডেকার্টের ধারণার তত্ত্ব (Theory of ideas) দিয়ে শুরু করব। ডেকার্ট মনে করেন যে আমাদের তিন প্রকারের ধারণা আছে ঃ (১) কতকগুলি ধারণা আছে যেগুলি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বাইরে থেকে আমাদের মনে এসে পৌঁছায়। এইগুলিকে বলে আগন্তুক বা বহিরাগত ধারণা (Adventitious ideas)। যেমন গাছ, পাহাড়, সমুদ্র ইত্যাদির ধারণা বহিরাগত বা আগন্তুক ধারণা। (২) আবার কতকগুলি ধারণা আছে যেগুলি মন কল্পনার মাধ্যমে গঠন করে। এগুলিকে বলা হয় কৃত্রিম বা কাল্পনিক ধারণা (Factitious ideas)। যেমন, সোনার পাহাড়ের ধারণা কাল্পনিক ধারণা। এই উভয় প্রকার ধারণার সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় না।

কারণ, এগুলি স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট (clear and distinct) নয়। ডেকার্টের মতে যা স্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট (clear and distinct), তাই সত্য। (৩) ডেকার্ট মনে করেন যে এই দু প্রকারের ধারণা ছাড়া জন্মাবার সময় ঈশ্বর আমাদের মনে কতকগুলি ধারণা গেঁথে দিয়েছেন। এগুলিকে বলে অন্তর ধারণা বা সহজাত ধারণা (Innate idea)। যেমন, নিত্যতার ধারণা, অসীমতার ধারণা, পূর্ণতার ধারণা, ঈশ্বরের ধারণা, কার্যকারণ সম্বন্ধের ধারণা ইত্যাদি হল অন্তর ধারণা বা সহজাত ধারণা (Innate ideas)। এই ধারণাগুলি স্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট এবং সেজন্য এগুলি সত্য। এগুলি স্বতঃসিদ্ধ। এই তৃতীয় ধরনের ধারণাগুলিই সমস্ত সত্য জ্ঞানের ভিত্তিস্বরূপ।

অন্তর ধারণার অস্তিত্বের স্বপক্ষে যুক্তি

অন্তর ধারণা বা সহজাত ধারণার অস্তিত্বের স্বপক্ষে বুদ্ধিবাদী দার্শনিকগণ কয়েকটি যুক্তি দেখান। **প্রথমতঃ**, বুদ্ধিবাদীরা বলেন, এই অন্তর ধারণাগুলিকে আমরা শত চেষ্টা করেও অভিজ্ঞতা বা ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে জানতে পারি না। যেমন, নিত্যতার ধারণা, অসীমতার ধারণা কখনই ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে গঠিত হয় না। আমরা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে অনিত্যকে, সসীমকে জানতে পারি; কিন্তু কখনই নিত্যকে, অসীমকে জানতে পারি না। এই ধারণাগুলি নিয়ে আমরা জন্মগ্রহণ করি এবং এই ধারণাগুলি মনের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। বুদ্ধির মাধ্যমে এগুলি ব্যক্ত হয়। দ্বিতীয়তঃ, এমন কতকগুলি ধারণা আছে যেগুলি ছাড়া জ্ঞানকে ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর নয়। যেমন, দেশের ধারণা, কালের ধারণা, কার্যকারণ সমন্ধের ধারণা ইত্যাদি। এইগুলি অভিজ্ঞতালব্ধ নয়, সহজাত। তৃতীয়তঃ, বুদ্ধিবাদীরা বলেন, যা কিছু

অভিজ্ঞতালব্ধ, তাই সন্দেহযোগ্য। কিন্তু এমন কতকগুলো ধারণা আছে যাদের সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা যায় না। যেমন, দুইয়ের সঙ্গে দুই যোগ করলে চার হবে, বা পাঁচকে পাঁচ দিয়ে গুণ করলে পঁচিশ হবে। এই জাতীয় জ্ঞানের বিপরীত জ্ঞানের কথা ভাবা যায় না। সুতরাং এই জ্ঞানকে অভিজ্ঞতালব্ধ বলা যায় না। এই জ্ঞান সহজাত। গাণিতিক সত্যগুলি ছাড়া ন্যায়শাস্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রের স্বতঃসিদ্ধ সাধারণ নীতিগুলি আমাদের মধ্যে সহজাত। এগুলিকে অন্তর নীতি (Innate Principle) বলা যায়।এগুলিকে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পাওয়া যায় না।

এই সমস্ত কারণে বুদ্ধিবাদী দার্শনিকগণ মনে করেন যে অন্তর ধারণা বা সহজাত ধারণা (Innate Idea) সম্ভব এবং এই অন্তর ধারণা এবং অন্তর নীতি যথার্থ জ্ঞানের ভিত্তিস্বরূপ।

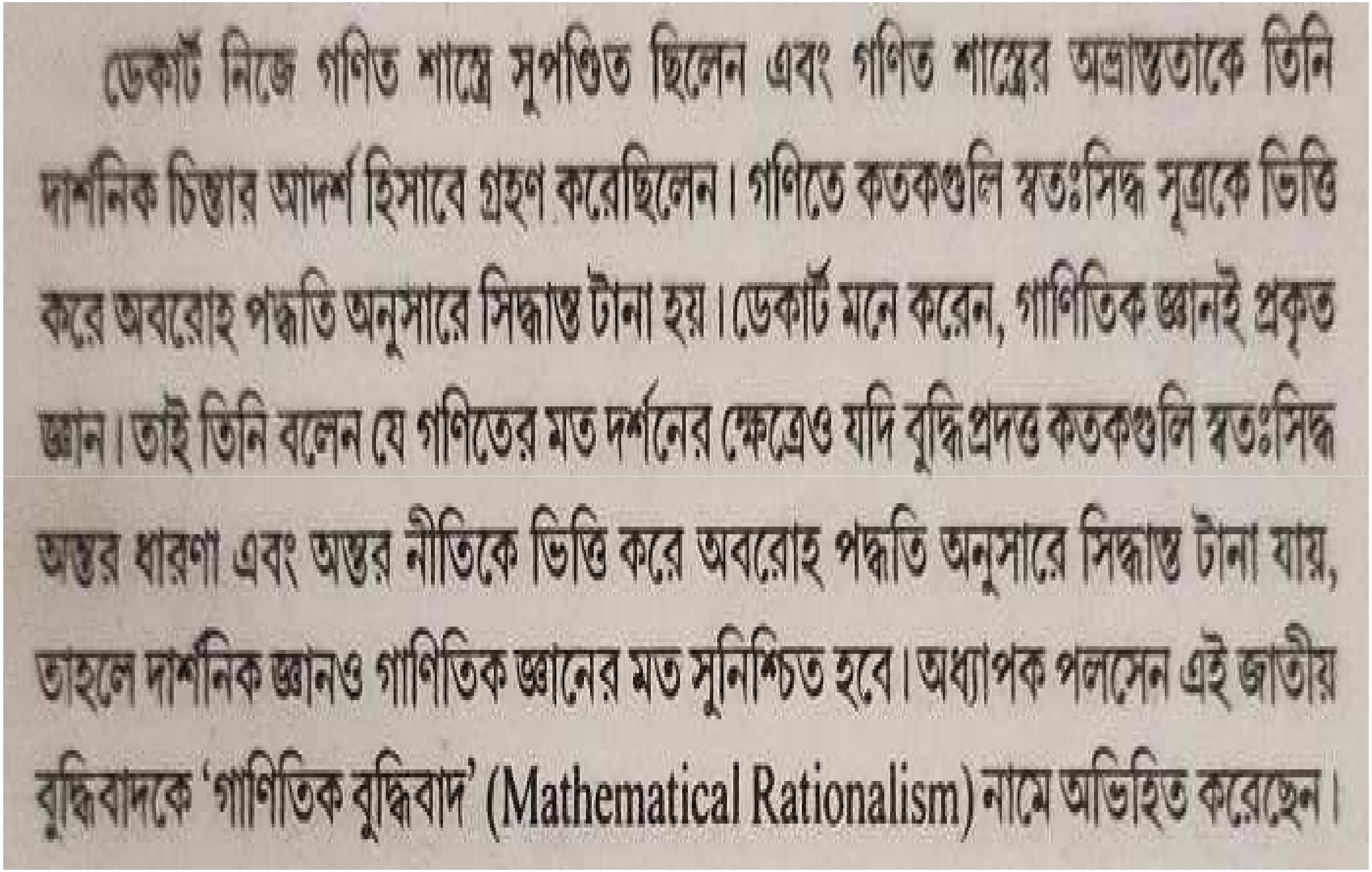

ডেকার্ট নিজে গণিত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং গণিত শাস্ত্রের অভ্রান্ততাকে তিনি দার্শনিক চিন্তার আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। গণিতে কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ সূত্রকে ভিত্তি করে অবরোহ পদ্ধতি অনুসারে সিদ্ধান্ত টানা হয়। ডেকার্ট মনে করেন, গাণিতিক জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। তাই তিনি বলেন যে গণিতের মত দর্শনের ক্ষেত্রেও যদি বুদ্ধিপ্রদত্ত কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ অন্তর ধারণা এবং অন্তর নীতিকে ভিত্তি করে অবরোহ পদ্ধতি অনুসারে সিদ্ধান্ত টানা যায়, তাহলে দার্শনিক জ্ঞানও গাণিতিক জ্ঞানের মত সুনিশ্চিত হবে। অধ্যাপক পলসেন এই জাতীয় বুদ্ধিবাদকে ‘গাণিতিক বুদ্ধিবাদ’ (Mathematical Rationalism) নামে অভিহিত করেছেন।

ডেকার্ট যে যুগে অবতীর্ণ হয়েছিলেন সেযুগে দার্শনিক জ্ঞান এত উন্নত হয়নি। তখন দার্শনিক জ্ঞানকে মানুষ সংশয়ের চোখে দেখত। তাই ডেকার্ট চেয়েছিলেন দার্শনিক জ্ঞানকে সবরকম সংশয় থেকে মুক্ত করে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে। এজন্য তিনি অভিনব পদ্ধতি অবলম্বন করেন। তিনি সবকিছুর অস্তিত্বেই সন্দেহ প্রকাশ করতে লাগলেন। সাধারাণতঃ আমরা যা কিছু প্রত্যক্ষ করি তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করি। কিন্তু ডেকার্ট বললেন যে অনেক সময় আমাদের প্রত্যক্ষের ভ্রান্তি ঘটে। তাই তিনি নির্দয়ভাবে একের পর এক সব কিছুর অস্তিত্বে সন্দেহ প্রকাশ করতে লাগলেন। এমনকি গাণিতিক সত্যের (যেমন দুই এবং দুই যোগ করলে চার হয়) সম্বন্ধেও সন্দেহ প্রকাশ করলেন। কিন্তু দেখলেন যে একটি বিষয় সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা যায় না। তা হল—সন্দেহকর্তার অস্তিত্ব বা আত্মার অস্তিত্ব। ডেকার্টের মতে,

সন্দেহকে ভিত্তি করে ডেকার্ট আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করলেন

“আমি সন্দেহ করছি” মানেই “আমি চিন্তা করছি” এবং “আমি চিন্তা করছি” মানেই “আমি আছি।” ‘আমি সন্দেহ করছি বা চিন্তা করছি’, এই ঘটনা থেকে যে সত্য নিঃসৃত হয়, তা হল “আমি—যে সন্দেহকর্তা (doubter) বা চিন্তার কর্তা (thinker) —অস্তিত্বশীল।” এজন্য ডেকার্ট বলেন ঃ **আমি চিন্তা করি বা সন্দেহ করি, কাজেই** আমি আছি—(I think, therefore, I am—‘Cogito Ergo sum’)। এইভাবে ডেকার্ট সংশয়াতীতভাবে আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করলেন। আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। আত্মার ধারণা স্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট (clear and distinct)। শুধুমাত্র বুদ্ধির সাহায্যেই বোঝা যায় যে, আত্মার অস্তিত্ব আছে। আত্মার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অন্য কোন কিছুর প্রয়োজন হয় না। আত্মজ্ঞানই আত্মার অস্তিত্বের স্বপক্ষে সবচেয়ে বড় প্রমাণ। আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণিত হওয়াটাই

ডেকার্টের দর্শনের ভিত্তিভূমি। তারপর ডেকার্ট অবরোহ পদ্ধতি প্রয়োগ করে প্রমাণ করলেন যে বিশ্বজগৎ আছে, ঈশ্বর আছেন।

স্পিনোজা (Spinoza; 1632—1677) ঃ ডেকার্টের পরবর্তী বুদ্ধিবাদী দার্শনিক স্পিনোজাও বিশ্বাস করেন যে সমস্ত জ্ঞানের মূল উৎস হচ্ছে মানুষের মনের অন্তর্নিহিত সহজাত ধারণা বা অন্তর ধারণা (Innate Idea)। তিনি মনে করেন যে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ধারণা অন্তর ধারণা। আমরা ঈশ্বরের ধারণা নিয়ে জন্মগ্রহণ করি। ঈশ্বরের ধারণা স্বীকার করে নিয়ে তিনি জ্যামিতিক পদ্ধতির সাহায্যে জীবাত্মা ও জড় জগতের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। তাঁর মতে ঈশ্বরই একমাত্র স্বনির্ভর দ্রব্য। চেতনা (consciousness) এবং বিস্তৃতি (extension) ঈশ্বরের অসংখ্য গুণের মধ্যে দুটি গুণ। জীবাত্মা অনন্ত চেতনার প্রকাশ এবং জড় বস্তু অনন্ত বিস্তৃতির প্রকাশ। দর্শনের জগতে স্পিনোজা 'ঈশ্বরের নেশায় পাগল' (God-intoxicated man)—এই নামে খ্যাত। তিনি প্রথমেই ঈশ্বর সম্বন্ধীয় অন্তর ধারণার অস্তিত্ব স্বীকার করে নেন এবং সেই জ্ঞানকে ভিত্তি করে জীবাত্মা ও জড় বস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণ করেন।

স্পিনোজা মনে করেন ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ধারণা অন্তর ধারণা এবং তার ভিত্তিতে জীবাত্মা ও জড় বস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণ করেন।

লাইবনিজ (Leibnitz : 1646—1716) : জার্মান দার্শনিক লাইবনিজ বুদ্ধিবাদী হলেও ডেকার্ট এবং স্পিনোজার থেকে তাঁর মত স্বতন্ত্র ধরনের। ডেকার্ট এবং স্পিনোজা মনে করেন যে, আমাদের মনের কোন কোন ধারণা অন্তর বা সহজাত (Innate); লাইবনিজের মতে সমস্ত ধারণাই অন্তর বা 'সহজাত' (Innate)। 'সহজাত' এই অর্থে যে মনের মধ্যেই সমস্ত জ্ঞানের সম্ভবনা সুপ্ত অবস্থায় থাকে। প্রস্তর খণ্ডের মধ্যে যেমন মর্মরমূর্তির বীজ লুকিয়ে থাকে, মানুষের মনের সমস্ত ধারণা ঠিক তেমনিভাবে মনেতে সুপ্ত থাকে। মানসিক ক্রিয়ার মাধ্যমে সেগুলি ব্যক্ত হয়।

লাইবনিজের মতে সমস্ত ধারণাই অন্তর বা সহজাত

[লাইবনিজের মতে আত্মা বহু। এই আত্মাকে তিনি মনাড (Monad) নামে অভিহিত করেছেন। এই মনাডগুলির একটি আর-একটির উপর কোন রকম প্রভাব বিস্তার করে না। কাজেই মনাড বা আত্মা বাইরের সমস্ত রকম প্রভাব থেকে মুক্ত। এক একটি মনাড বা আত্মা এক একটি ক্ষুদ্র পৃথিবীর মত (A World in a miniature)। মনাডগুলি নিজে নিজেই ক্রিয়াশীল হতে পারে। নিজের মধ্যে যে জ্ঞান সুপ্ত অবস্থায় থাকে, মনাড বা আত্মা নিজের চেষ্টায় তার বিকাশ সাধন করে।]

লাইবনিজ মনে করেন যে ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান এবং বুদ্ধিজাত জ্ঞান—দুই বিজাতীয় জ্ঞান নয়। তবে বুদ্ধিজাত জ্ঞান ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের চেয়ে অনেক বেশী স্পষ্ট এবং উন্নত। লাইবনিজের মতে অভিজ্ঞতার বা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বস্তু সম্পর্কীয় সত্যের (Truths of facts) জ্ঞান পাওয়া যায়। তবে সেই জ্ঞান সার্বিক (Universal) এবং স্বতঃসিদ্ধ (Self-evident) নয়। আর, বুদ্ধি থেকে অনিবার্য সত্যের (Necesary Truths) জ্ঞান পাওয়া যায়। এই জাতীয় জ্ঞান সার্বিক (universal) এবং স্বতঃসিদ্ধ (self-evident)। লাইবনিজের মতে ইন্দ্রিয় বুদ্ধিরই এক নিকৃষ্ট বা অনুন্নত রূপ। ইন্দ্রিয় কখনও সার্বিক (universal) এবং স্বতঃসিদ্ধ (self-evident) জ্ঞান যোগাতে পারে না।

লক তাঁর জ্ঞানোৎপত্তি সম্পর্কীয় মতবাদ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন—'যা পূর্বে ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ছিল না এমন কোন ধারণা বুদ্ধির মধ্যে নেই' (There is nothing in the intellect which was not previously in the senses)। লাইবনিজ এই কথা স্বীকার করে নিয়ে এর সঙ্গে সামান্য একটু যোগ করে বললেন "যা পূর্বে ইন্দিয়ের মধ্যে ছিল না এমন কোন ধারণা বুদ্ধির মধ্যে নাই, কেবলমাত্র বুদ্ধি ছাড়া" (There is nothing in the intellect which was not previously in the senses, except the intellect itself)। অর্থাৎ, কোনমতেই বুদ্ধিবৃত্তিকে ইন্দ্রিয়বৃত্তির মধ্যে পাওয়া যায় না।

ভলফ্ (Wolff : 1679—1754) ঃ দার্শনিক ভলফ্ একজন চরম বুদ্ধিবাদী। তিনি বিশ্বাস করেন যে কতকগুলি অন্তর ধারণা ও সহজাত ধারণা (Innate Idea) থেকে অবরোহ পদ্ধতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত টানলেই যথার্থ জ্ঞান অর্জন করা যায়। ভল্‌ফের দর্শনকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে—বুদ্ধিসম্মত বিশ্বতত্ত্ব (Rational cosmology), বুদ্ধিসম্মত মনস্তত্ত্ব (Rational Psychology) ও বুদ্ধিসম্মত ধর্মতত্ত্ব (Rational Theology)। এই তিনটি বিভাগেই তিনি কতকগুলি মূল ধারণা বিনা বিচারে মেনে নিয়েছেন এবং এই ধারণাগুলি থেকে অবরোহ পদ্ধতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত টেনে তাঁর দার্শনিক বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন।

১১ নং 'বুদ্ধিবাদীদের

বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ঃ

ডেকার্ট, স্পিনোজা, লাইবণিজ, ভলফ্ প্রমুখ বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের বক্তব্য আলোচনা করা হল। এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, নানা বিষয়ে তাঁদের মধ্যে সূক্ষ্ম মতপার্থক্য থাকলেও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তাঁদের ঐক্যমত দেখা যায়। ঐক্যমতের বিষয়গুলিকেই বুদ্ধিবাদীদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় (Main Thesis) হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। পূর্বোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে এবার আমরা বুদ্ধিবাদীদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি উল্লেখ করবো ঃ

(১) বুদ্ধিবাদীদের মতে বুদ্ধিই জ্ঞান লাভের প্রধান উপায়। সত্যজ্ঞান বা যথার্থ জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে অর্জন করা যায়। বুদ্ধিবাদী দার্শনিকেরা মনে করেন, সমস্ত জ্ঞানের মূল উৎস মানুষের মন। বুদ্ধিবাদীরা বুদ্ধিকে একটি স্বতন্ত্র মানসবৃত্তি হিসেবে গণ্য করেন এবং বিশ্বাস করেন, বুদ্ধিকে একটি স্বতন্ত্র মানসবৃত্তি হিসেবে স্বীকার না করলে সামান্য ধারণার (গোত্ব, বৃক্ষত্ব, মনুষ্যত্ব ইত্যাদি) জ্ঞান ব্যাখ্যা করা যায় না। 'এটি একটি গরু' —যখন আমি এই প্রকার একটি অবধারণের মাধ্যমে জ্ঞানকে ব্যক্ত করি, তখন আমার মনে গরুর একটি সামান্য ধারণা

(গোত্ব) বর্তমান থাকে এবং সেই সামান্য ধারণার সঙ্গে এই পশুটির সাদৃশ্য থাকার জন্য এই পশুটিকে 'গরু' হিসেবে চিনতে পারি। এই সামান্য ধারণা না থাকলে কখনই বলা যাবে না যে, 'এটি একটি গরু'। বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের মতে গরুর সামান্য ধারণা 'গোত্ব' কখনই অভিজ্ঞতা বা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে পাওয়া যায় না। এই সামান্য ধারণার জ্ঞান বুদ্ধি-প্রদত্ত।

(২) বুদ্ধিবাদীদের মতে অভিজ্ঞতা বা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ আমাদের সার্বিক (universal) এবং অবশ্য-স্বীকার্য (Necessary) জ্ঞান যোগাতে পারে না। যেমন 'সকল মানুষ হয় মরণশীল''—এই বচনটি যে জ্ঞানকে ব্যক্ত করে, তা সার্বিক জ্ঞান। কিন্তু অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এই সার্বিক জ্ঞান

অর্জন করা সম্ভবপর নয়। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে কিছু মানুষকে আমরা মরতে দেখলেও সকল মানুষকে কখনও মরতে দেখতে পারি না। তাছাড়া, ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ তত্ত্বজ্ঞান বা যথার্থ জ্ঞান যোগাতে পারে না। যথার্থ জ্ঞান সর্বকালে সর্বত্র সকলের নিকট একই ভাবে প্রতিভাত হয়। সেই জ্ঞান আমরা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের মাধ্যমে পাই না।

(৩) বুদ্ধিবাদী দার্শনিকেরা বিশ্বাস করেন, মন বা আত্মা মূলতঃ সক্রিয় এবং বুদ্ধি হল মনের স্বাভাবিক গুণ।

(৪) বুদ্ধিবাদী দার্শনিকেরা বিশ্বাস করেন, সব জ্ঞান আসে সহজাত ধারণা বা অন্তর ধারণা (Innate Idea) থেকে। অভিজ্ঞতা বা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের মাধ্যমে সহজাত ধারণার জ্ঞান অর্জন করা যায় না। যেমন, নিত্যতার ধারণা, অসীমতার ধারণা, পূর্ণতার ধারণা, ঈশ্বরের ধারণা ইত্যাদি হল সহজাত ধারণা। এই ধারণাগুলি স্বতঃসিদ্ধ (self-evident)। এই ধারণাগুলি বাইরের থেকে আমাদের মনে আসে না বা আমাদের কল্পনার সৃষ্টি নয়। বুদ্ধিবাদীদের মধ্যে

যাঁরা নরমপন্থী, তাঁদের মতে কোন কোন ধারণা সহজাত। আবার, কোন কোন বুদ্ধিবাদী দার্শনিকের মতে সব ধারণাই সহজাত। এই প্রসঙ্গে সহজাত কথাটির প্রকৃত অর্থ বোঝা যাক। কতকগুলি ধারণা সহজাত এই অর্থে যে, এগুলি মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে; বুদ্ধির সাহায্যেই এগুলি প্রকাশ্যে ব্যক্ত হয়। বুদ্ধিবাদী দার্শনিকেরা বিশ্বাস করেন, সহজাত ধারণাগুলি স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট এবং সেজন্যই এগুলি সত্য।

(৫) বুদ্ধিবাদী দার্শনিকেরা বিশ্বাস করেন, দর্শনের যথার্থ পদ্ধতি হল অবরোহ পদ্ধতি (Deductive Method)। বুদ্ধিবাদীরা মনে করেন, গাণিতিক জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। গণিতে কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ সূত্রকে ভিত্তি করে অবরোহ পদ্ধতি অনুসারে সিদ্ধান্ত টানা হয়। অনুরূপভাবে, বুদ্ধিবাদীরা মনে করেন, মন সহজাত ধারণাকে ভিত্তি করে অবরোহ পদ্ধতি অনুসারে সক্রিয়ভাবে জ্ঞান উৎপন্ন করবে এবং যা অনিশ্চিত ও ক্ষণিক তার তুলনায় যা শাশ্বত ও নিশ্চিত তার স্বরূপ উদ্ঘাটিত করবে। গাণিতিক জ্ঞান শাশ্বত, সর্বজনগ্রাহ্য এবং নিশ্চিত। তাই বুদ্ধিবাদী দার্শনিকেরা বিশ্বাস করেন, গণিতের মত দর্শনের ক্ষেত্রেও যদি বুদ্ধিপ্রদত্ত কতকগুলি সহজাত ধারণাকে ভিত্তি করে অবরোহ পদ্ধতি অনুসারে সিদ্ধান্ত টানা যায়, তাহলে দার্শনিক জ্ঞানও গাণিতিক জ্ঞানের মত সুনিশ্চিত হবে।

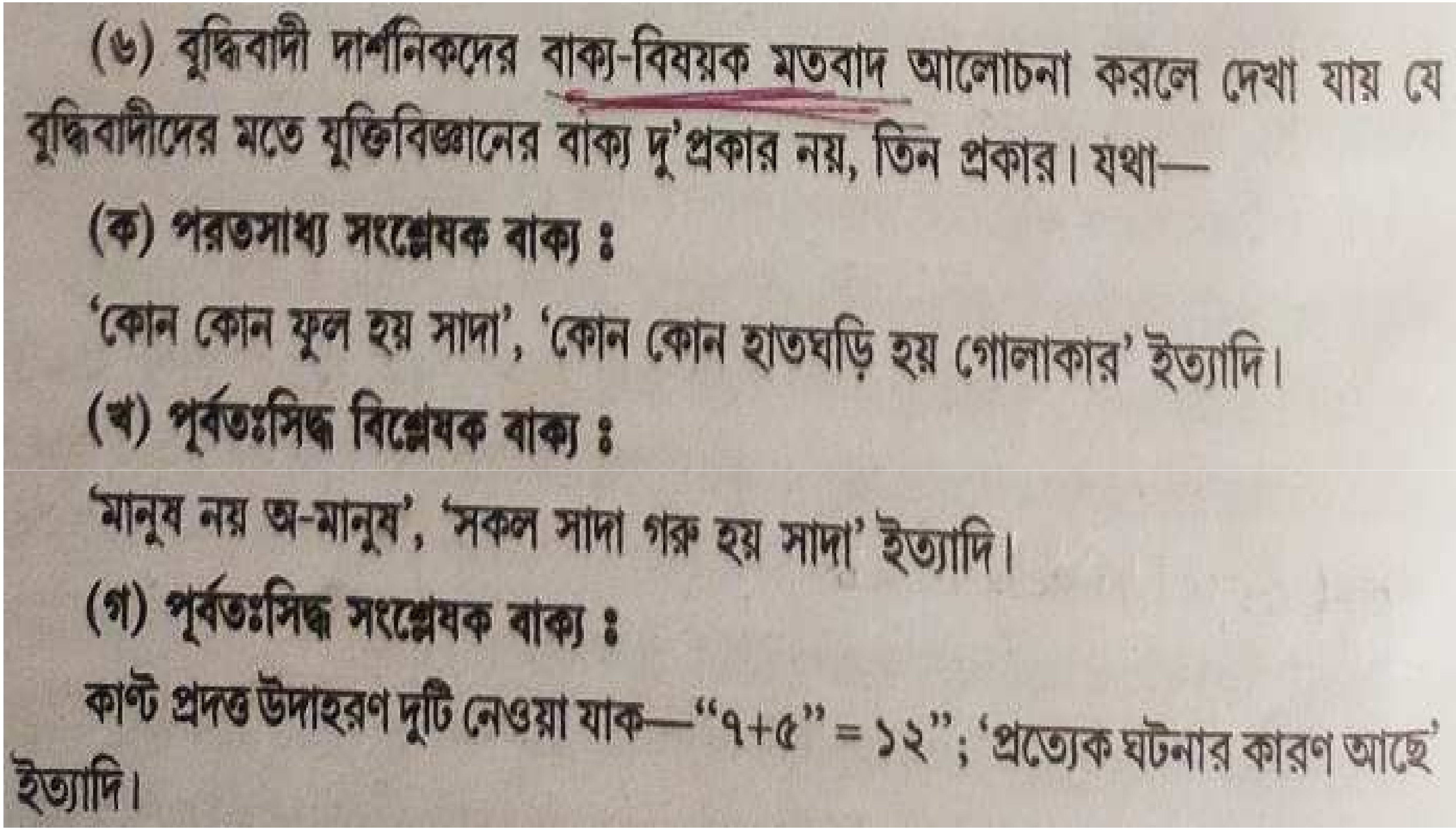

(৬) বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের বাক্য-বিষয়ক মতবাদ আলোচনা করলে দেখা যায় যে বুদ্ধিবাদীদের মতে যুক্তিবিজ্ঞানের বাক্য দু'প্রকার নয়, তিন প্রকার। যথা—

(ক) পরতসাধ্য সংশ্লেষক বাক্য ঃ

'কোন কোন ফুল হয় সাদা', 'কোন কোন হাতঘড়ি হয় গোলাকার' ইত্যাদি।

(খ) পূর্বতঃসিদ্ধ বিশ্লেষক বাক্য ঃ

'মানুষ নয় অ-মানুষ', 'সকল সাদা গরু হয় সাদা' ইত্যাদি।

(গ) পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক বাক্য ঃ

কান্ট প্রদত্ত উদাহরণ দুটি নেওয়া যাক—“৭+৫” = ১২”; 'প্রত্যেক ঘটনার কারণ আছে' ইত্যাদি।

বুদ্ধিবাদী দাশনিকদের মতে এই তৃতীয় প্রকার বাক্যই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বুদ্ধিবাদী দাশনিকগণ বিশ্বাস করেন যে, পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক বচন সম্ভব—যা অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে সম্ভব নয়। বুদ্ধিবাদীরা বলেন, "৭+৫ = ১২"—এই বাক্যটি গণিত ভিত্তিক, এটি সার্বিক ও অনিবার্যভাবে সত্য; তাই এটি পূর্বতঃসিদ্ধ। আবার "৭+৫=১২"—এই গাণিতিক বাক্যটি সংশ্লেষক। কেননা, ৫,৭ বা ৫+৭—এর অর্থ বিশ্লেষণ করে বারোর অর্থ পাওয়া যায় না।

দাশনিক লাইবণিজ সত্যকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন ঃ যুক্তিমূলক সত্য (Truths of reason) এবং বাস্তব-ব্যাপার-বিষয়ক সত্য (Truths of fact)। প্রথম প্রকারের সত্য বুদ্ধি থেকে পাওয়া যায়; আর দ্বিতীয় প্রকারের সত্য অভিজ্ঞতা বা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের মাধ্যমে পাওয়া যায়। নরমপন্থী বুদ্ধিবাদীরা লাইবনিজ-কৃত বাক্যের বিভাগ বা সত্যের বিভাগ স্বীকার করে নিলেন। তাঁরা ব্যাপার বিষয়ক জ্ঞানকেও জ্ঞানের মর্যাদা দেন। তবে তাঁরা বলেন— যুক্তিমূলক সত্য বুদ্ধিপ্রদত্ত বলে তা বাস্তব-ব্যাপার বিষয়ক সত্যের তুলনায় অনেক বেশী উন্নততর।

(৭) বুদ্ধিবাদী দার্শনিকেরা বিশ্বাস করেন, মূল্যের বাস্তব সত্তা আছে এবং মূল্য হল বস্তুগত ধর্ম। তাঁরা মনে করেন যে, অভিজ্ঞতা বা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের দ্বারা মূল্যের জ্ঞান লাভ করা যায় না। মূল্য কেবল বুদ্ধিগম্য; শুধুমাত্র বুদ্ধি বা প্রজ্ঞাতে মূল্য ধরা দেয়। সত্য, শিব ও সুন্দর বস্তুগত; তারা নিছক মনের অলীক ধারণা নয়। অভিজ্ঞতাবাদীদের সমালোচনা করে বুদ্ধিবাদীরা বলেন, মূল্য নিরূপক বাক্যে কেবলমাত্র ব্যক্তির পছন্দ-অপছন্দ, প্রশংসা-নিন্দা প্রভৃতি ব্যক্ত হয় না। তা যদি হত, তাহলে দুটি মূল্য-নিরূপক বাক্যের মধ্যে কোন ‘যৌক্তিক বিরোধিতা’ (Logical contradiction) দেখা দিত না। এই প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। একজন ব্যক্তি একটি কবিতা পড়ে বলল—‘কবিতাটি সুন্দর’। অপর একজন ব্যক্তি ঐ একই কবিতা পড়ে বলল—“কবিতাটি সুন্দর নয়’। এখানে দুজন ব্যক্তির বক্তব্যের মধ্যে যৌক্তিক বিরোধিতা দেখা দিচ্ছে। কেননা, একই বিষয় একই সময়ে সুন্দর এবং অ-সুন্দর হতে পারে না।

(৮) বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের অধিবিদ্যা বিষয়ক মতবাদের মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায়। দার্শনিকেরা বস্তুর দুটি রূপের কথা বলেন—বাহ্যরূপ বা অবভাস (Appearance or Phenomenon) এবং বস্তুর আসল রূপ বা তত্ত্ব (Reality or Noumenon)। অধিবিদ্যা বা তত্ত্ববিদ্যা বস্তুর আসল রূপটিকে জানতে চায়। বুদ্ধিবাদীরা মনে করেন, অধিবিদ্যা সম্ভব এবং অধিবিদ্যাই প্রকৃত বা পরমবিদ্যা। তাঁদের মতে, বিজ্ঞান প্রকৃত জ্ঞানের সন্ধান দিতে পারে না একমাত্র অধিবিদ্যাই পারে অবভাসের অতিবর্তী যে পরম তত্ত্ব, তার সন্ধান দিতে।

(৯) অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক লক তাঁর জ্ঞানোৎপত্তি সম্পর্কীয় মতবাদ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন—“যা পূর্বে ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ছিল না এমন কোন ধারণা বুদ্ধির মধ্যে নেই।” (There is nothing in the intellect which was not previously in the senses)। বুদ্ধিবাদী লাইবনিজ এই কথা সম্পূর্ণভাবে বর্জন করলেন না। লাইবনিজ এই কথা স্বীকার করে নিয়ে এর সঙ্গে সামান্য একটু যোগ করে বললেন, “যা পূর্বে ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ছিল না এমন কোন

ধারণা বুদ্ধির মধ্যে নেই, কেবলমাত্র বুদ্ধি ছাড়া" (There is nothing in the intellect which was not previously in the senses, expect the intellect itself)। অর্থাৎ, কোন মতেই বুদ্ধিবৃত্তিকে ইন্দ্রিয়বৃত্তির মধ্যে পাওয়া যায় না।

৫। বুদ্ধিবাদের সমালোচনা (Criticism of Rationalism) ঃ

(ক) বুদ্ধিবাদী দার্শনিকেরা বুদ্ধির উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁদের মতে, বুদ্ধিপ্রসূত কতকগুলি অন্তর ধারণা বা সহজাত ধারণা (Innate Idea) থেকে অবরোহ পদ্ধতি অনুসারে সিদ্ধান্ত টানলেই যথার্থ জ্ঞান অর্জন করা যায়। তাছাড়া, তাঁরা মনে করেন যে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান মাত্রই ভ্রান্ত। কিন্তু তা ঠিক নয়। আসলে গাণিতিক পদ্ধতি এবং দর্শনের পদ্ধতি একেবারে অভিন্ন হতে পারে না। তার কারণ গণিতের বিষয় অমূর্ত (abstract), দর্শনের বিষয় মূর্ত (concrete)। গণিত কতকগুলি প্রতীক (Symbol) এবং সংখ্যার (Number) সাহায্যে তার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান দিতে চায়। দর্শনের বিষয়বস্তু হল এই বিশ্বজগৎ। এই বিশ্বজগৎ

জ্ঞানের ক্ষেত্রে বুদ্ধি ছাড়া অভিজ্ঞতার অবদান আছে।

অসংখ্য বস্তুতে ভরা। এই বস্তুগুলি পরস্পরের থেকে গুণে, বর্ণে, বৈচিত্র্যে পৃথক। কাজেই যদি বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান অর্জন করতে হয়, তা হলে জগতের বিভিন্ন বস্তুকে জানতে হবে, এবং তার জন্য অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করতেই হবে। আসলে অভিজ্ঞতাকে একেবারে বাদ দিয়ে দার্শনিক জ্ঞান অর্জন করা সম্ভবপর নয়। অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক হিউম (Hume) বুদ্ধিবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, পৃথিবীর কোলের প্রথম মানুষ অ্যাডাম (Adam—বাইবেলের কাহিনী অনুযায়ী) অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকে জানতে পারেন নি যে আগুনের দহন করার শক্তি আছে। বাস্তবিকপক্ষে, আগুনের দহন করার শক্তি সম্বন্ধে জ্ঞান —অ্যাডাম অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জন করেছিলেন। কাজেই আমাদের সিদ্ধান্ত হল যে জ্ঞানের ক্ষেত্রে বুদ্ধি ছাড়াও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন আছে।

(খ) বুদ্ধিবাদীদের বক্তব্য দাঁড়িয়ে রয়েছে তাঁদের অন্তর ধারণা বা সহজাত ধারণার (Innate Idea) অস্তিত্বে বিশ্বাসের উপর। ইংরেজ দার্শনিক জন লক (John Locke) 'অন্তর-ধারণা' তত্ত্বের কঠোর সমালোচনা করেছেন। তিনি কতকগুলি জোরালো যুক্তির সাহায্যে দেখিয়েছেন যে তথাকথিত 'অন্তর ধারণা' বা 'সহজাত ধারণা' বলে কিছু নেই।

অন্তর ধারণার অস্তিত্ব খণ্ডন

প্রথমতঃ, অন্তর-ধারণা বা সহজাত ধারণা নামে যদি কোন ধারণা থাকত তাহলে সকলেই এই অন্তর-ধারণা সম্বন্ধে সচেতন হত। ঈশ্বরের ধারণা, অসীমতার ধারণা, নিত্যতার ধারণা—ডেকার্টের মতে এগুলি অন্তর ধারণা। কিন্তু লক বলেছেন যে শিশু, নির্বোধ বা বর্বর মানুষেরা এই সমস্ত ধারণা সম্বন্ধে সচেতন নয়। এতে প্রমাণিত হয় যে এই ধারণাগুলি নিয়ে তারা জন্মায় না।

দ্বিতীয়তঃ, যদি সত্যিই অন্তর ধারণা থাকে তাহলে এই ধারণাগুলি সব মানুষের মনে একই রকম হবে। যেমন, ঈশ্বরের ধারণা একটি অন্তর-ধারণা। কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ বিভিন্ন মত পোষণ করে। হিন্দুরা 'সাকার ঈশ্বরে' বিশ্বাস করে। আর ব্রাহ্ম (Brahmo) ধর্মাবলম্বী মানুষেরা 'নিরাকার ঈশ্বরের' উপাসনা করে। হিন্দুরা আবার শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত এবং ঈশ্বরের স্বরূপকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সূক্ষ্ম মতপার্থক্য আছে। ঈশ্বরের ধারণা ছাড়াও অন্যান্য অন্তর-ধারণা সম্পর্কে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে মতানৈক্য দেখা যায়। এতেও প্রমাণিত হয় যে অন্তর-ধারণা নামে কোন ধারণা নেই।

তৃতীয়তঃ, কোন ধারণা সকলের মধ্যে সমভাবে উপস্থিত থাকলেই প্রমাণিত হয় না যে সেই ধারণা অন্তর-ধারণা। যেমন, জলের সম্বন্ধে সকলের ধারণা একরকম। সকলেই জানে জল তরল পদার্থ। এতে প্রমাণিত হয় না যে জলের ধারণা অন্তর ধারণা। একটু বিশ্লেষণ করলেই দেখা যায় যে জলের সম্বন্ধে এই ধারণা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত, অন্তর নয়।

চতুর্থতঃ, কোন কোন ধারণা সকলের স্বীকৃতি লাভ করতে পারে। কিন্তু তা থেকে জোর গলায় বলা যায় না সেই ধারণাগুলি অন্তর ধারণা। সেই ধারণাগুলির উৎপত্তি অন্যভাবে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব নয়।

পঞ্চমতঃ, অন্তর-ধারণাই যদি না থাকে, তা হলে 'অন্তর নীতিও' (Innate Principles) থাকতে পারে না। কারণ অন্তর নীতিগুলো সাধারণ ধারণার সংযোগে সৃষ্ট।

(গ) বুদ্ধিবাদী দার্শনিকগণ কতকগুলি ধারণাকে স্বতঃসিদ্ধ (Self-evident) বলে মেনে নেন। তাঁদের মতে এই স্বতঃসিদ্ধ ধারণাগুলিকে ভিত্তি করে অবরোহ পদ্ধতি অনুসারে সিদ্ধান্ত টানলেই যথার্থ জ্ঞান অর্জন করা যায়। কিন্তু বিনা বিচারে কোন ধারণাকে স্বতঃসিদ্ধ বলে স্বীকার করা যায় না। কেননা, বিচার বিশ্লেষণই দর্শনের প্রাণ। কাজেই কতকগুলি ধারণাকে বিনা বিচারে স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে নেওয়ায় বুদ্ধিবাদীদের বক্তব্য বিচারবিযুক্তবাদী (dogmatic) হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গাণিতিক পদ্ধতি

(ঘ) বুদ্ধিবাদীদের মতে জন্মাবার সময় আমরা কতকগুলি অন্তর ধারণা বা সহজাত ধারণা নিয়ে জন্মগ্রহণ করি। এই অন্তর ধারাণাগুলি থেকে অবরোহ পদ্ধতি অনুসারে সিদ্ধান্ত টানলেই যথার্থ জ্ঞান অর্জন করা যায়। তাহলে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যে একই পদ্ধতি অনুসরণকারী বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকা উচিত নয়। কিন্তু বিভিন্ন বুদ্ধিবাদী দার্শনিক আত্মার স্বরূপ, ঈশ্বরের স্বরূপ, পরমতত্ত্বের স্বরূপ সম্পর্কে বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে বুদ্ধিবাদী দার্শনিকেরা যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তা ঠিক নয়।

(ঙ) বুদ্ধিবাদী দার্শনিকগণ মনে করেন, যে অভিজ্ঞতাপূর্ব (a-Priori) কতকগুলি অন্তর ধারণা বা সহজাত ধারণা থেকে সিদ্ধান্ত টানলেই যথার্থ জ্ঞানলাভ করা যায়। আমাদের প্রশ্ন হল যে কতকগুলি চিরস্থায়ী অন্তর-ধারণা থেকে সিদ্ধান্ত টানাই যদি জ্ঞান লাভের একমাত্র পথ হয়, তাহলে জ্ঞানের ক্ষেত্রে অভিনবত্ব আসবে কি করে? কি করে আমরা নতুন বিষয়ের জ্ঞানকে ব্যাখ্যা করব? জ্ঞানের অভিনবত্বকে অস্বীকার করা যায় না।

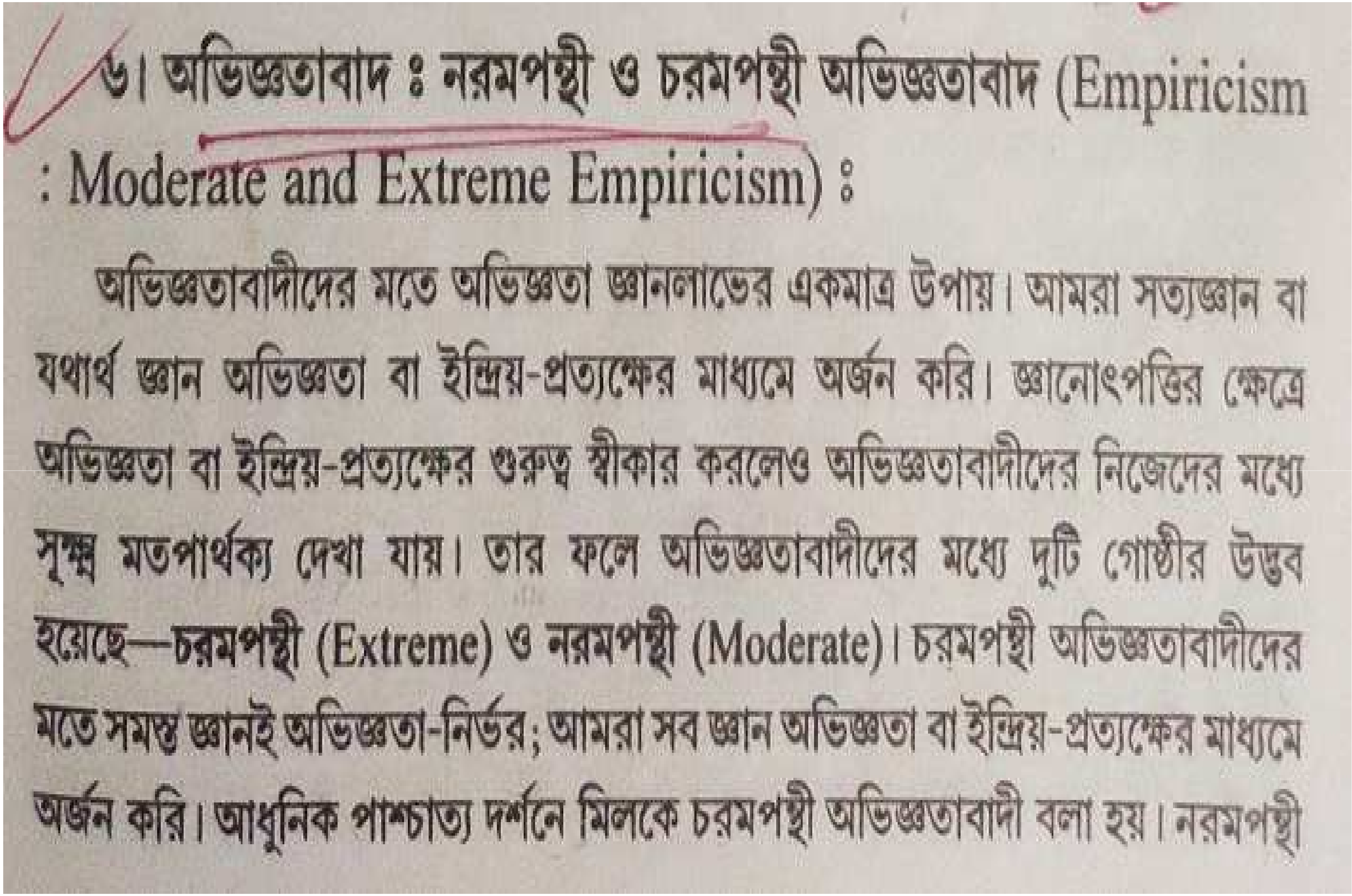

৬। অভিজ্ঞতাবাদ ঃ নরমপন্থী ও চরমপন্থী অভিজ্ঞতাবাদ (Empiricism : Moderate and Extreme Empiricism) ঃ

অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে অভিজ্ঞতা জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়। আমরা সত্যজ্ঞান বা যথার্থ জ্ঞান অভিজ্ঞতা বা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের মাধ্যমে অর্জন করি। জ্ঞানোৎপত্তির ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা বা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের গুরুত্ব স্বীকার করলেও অভিজ্ঞতাবাদীদের নিজেদের মধ্যে সূক্ষ্ম মতপার্থক্য দেখা যায়। তার ফলে অভিজ্ঞতাবাদীদের মধ্যে দুটি গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছে—**চরমপন্থী** (Extreme) ও **নরমপন্থী** (Moderate)। চরমপন্থী অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে সমস্ত জ্ঞানই অভিজ্ঞতা-নির্ভর; আমরা সব জ্ঞান অভিজ্ঞতা বা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের মাধ্যমে অর্জন করি। আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে মিলকে চরমপন্থী অভিজ্ঞতাবাদী বলা হয়। নরমপন্থী

অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে, বস্তুজগৎ সংক্রান্ত জ্ঞান বা বাস্তব ঘটনা সম্বন্ধীয় জ্ঞান অভিজ্ঞতা বা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের মাধ্যমে পাওয়া যায়; কিন্তু ন্যায়শাস্ত্রের জ্ঞান বা গাণিতিক জ্ঞান অভিজ্ঞতা বা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের মাধ্যমে পাওয়া যায় না; এইসব জ্ঞান বিশুদ্ধ বুদ্ধিলব্ধ। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য দর্শনে হিউমকে নরমপন্থী অভিজ্ঞতাবাদী বলা হয়।

নরমপন্থী অভিজ্ঞতাবাদ (Moderate Empiricism) ঃ নরমপন্থী অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক হিউম বলেন, যে সব বচনের (Proposition) মাধ্যমে আমাদের জ্ঞান প্রকাশিত হয়, তারা দুই শ্রেণীর ঃ (১) জাগতিক তথ্যবিষয়ক বচন (Propositions concerning matters of fact এবং (২) আমাদের ধারণাগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ বিষয়ক বচন (Propositions concerning relations among our ideas)। আধুনিক পরিভাষায় প্রথম প্রকার জ্ঞান পরতঃসাধ্য সংশ্লেষকে (Synthetic a-posteriori) এবং দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞান পূর্বতঃসিদ্ধ বিশ্লেষক (Analytic a-priori)। আমরা পূর্বে বিশ্লেষক ও সংশ্লেষক বাক্যের এবং পূর্বতঃসিদ্ধ ও পরতঃসাধ্য বাক্যের পার্থক্য আলোচনা করেছি। আমরা জানি, এমন কিছু বাক্য আছে যা

পরতঃসাধ্য এবং সংশ্লেষক দুইই। যেমন, "কোন কোন ফুল নয় সাদা"। এই জাতীয় বাক্য পরতঃসাধ্য; কেননা, এই জাতীয় বাক্যের সত্যতা নির্ধারণের জন্য পর্যবেক্ষণ-পরীক্ষণের ওপর নির্ভর করতে হয়। আবার, এই জাতীয় বাক্য সংশ্লেষক। কেননা, এই জাতীয় বাক্যের উদ্দেশ্য পদকে বিশ্লেষণ করে বিধেয়পদকে পাওয়া যায় না—বিধেয় উদ্দেশ্যের সম্পর্ক কিছু নতুন তথ্য জ্ঞাপন করে। হিউমের মতে, পরতঃসাধ্য সংশ্লেষক বাক্যে যে জ্ঞান ব্যক্ত হয়, তা আপতিক (contingent)। এই জাতীয় জ্ঞান কখনও সুনিশ্চিত হতে পারে না, সর্বদা সম্ভবনামূলক হয়। হিউম বিশ্বাস করেন, অভিজ্ঞতা ও ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ শুধুমাত্র এই জাতীয় জ্ঞান (অর্থাৎ, পরতঃসাধ্য সংশ্লেষক বাক্যের জ্ঞান) যোগাতে পারে।

হিউমের মতে, আর এক প্রকার বচনের জ্ঞান হয় যা পূর্বতঃসিদ্ধ এবং বিশ্লেষক (Analytic a-Priori)। বাইরের জগতের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর না করেও কেবল চিন্তার সাহায্যে সহজেই এই জাতীয় বচনের সত্যতা আবিষ্কার করা চলে। আমরা জানি, এমন কিছু বাক্য আছে যা পূবর্তঃসিদ্ধ এবং বিশ্লেষক। যেমন, 'সকল কাক হয় কাল', 'মানুষ নয় অমানুষ'

ইত্যাদি। এ জাতীয় বাক্য পূর্বতঃসিদ্ধ; কেননা এই জাতীয় বাক্যের সত্যতা নির্ণয়ের জন্য পর্যবেক্ষণ-পরীক্ষণের প্রয়োজন হয় না। আবার, এই জাতীয় বাক্য বিশ্লেষক; কেননা, এই জাতীয় বাক্যের উদ্দেশ্যপদকে বিশ্লেষণ করলেই বিধেয় পদকে পাওয়া যায়। হিউমের মতে জ্যামিতি, বীজগণিত, পাটিগণিতের সূত্রগুলিও এই জাতীয় জ্ঞানকে (অর্থাৎ পূর্বতঃসিদ্ধ বিশ্লেষক জ্ঞানকে) ব্যক্ত করে। হিউম বিশ্বাস করেন, অভিজ্ঞতা ও ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের মাধ্যমে পূর্বতঃসিদ্ধ বিশ্লেষক বাক্যের জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়। এই জাতীয় জ্ঞান বুদ্ধি-প্রদত্ত।

পূর্বোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে দেখা গেল যে, হিউমের মতে আমাদের জ্ঞান-প্রকাশক বাক্য দু প্রকারের হতে পারে—পরতঃসাধ্য সংশ্লেষক এবং পূর্বতঃসিদ্ধ বিশ্লেষক। এই দু প্রকার বাক্যের অতিরিক্ত কোন তৃতীয় প্রকার বাক্য নেই। এই তত্ত্বের নাম হিউমের দ্বিধাতত্ত্ব বা ‘হিউমের কাঁটা’ (Hume’s Fork)। এখানে ‘দ্বিধা’ কথাটি বিশ্লেষণরূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

এখন 'দ্বিধা' কথাটির অর্থ দু প্রকারের বা দু রকমের। "দ্বিধা তত্ত্ব" কথাটির অর্থ দাঁড়াল—যা দু প্রকার জিনিসের (আলোচ্য ক্ষেত্রে বাক্যের) কথা বলে। হিউমের তত্ত্বকে 'হিউমের কাঁটা' বলা হয়েছে কেন বোঝা যাক। আমরা জানি, জ্যামিতির কাঁটার দুটি ফলা থাকে। হিউমের তত্ত্বকে জ্যামিতির কাঁটার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কেননা, হিউমের কাঁটা (অর্থাৎ, হিউমের তত্ত্ব) দিয়ে কেবল দুটি জিনিসই (আলোচ্য ক্ষেত্রে দু রকমের বাক্য) গেঁথে তোলা যায়।

চরমপন্থী অভিজ্ঞতাবাদ ঃ চরমপন্থী অভিজ্ঞতাবাদী মিলের মতে, সব জ্ঞান আসে অভিজ্ঞতা বা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ বা ইন্দ্রিয়ানুভব থেকে। জ্ঞানের একমাত্র উৎস হল ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ বা ইন্দ্রিয়ানুভব। মিল বলেন, ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ বা ইন্দ্রিয়ানুভব ছাড়া কোন জ্ঞান হতে পারে না। তাঁর মতে, বস্তুজগৎ-সংক্রান্ত জ্ঞান বা বাস্তব ঘটনা সম্বন্ধীয় জ্ঞান এবং ন্যায়শাস্ত্রের ও গণিতের জ্ঞান—সকল প্রকার জ্ঞানের উৎস হল ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ বা ইন্দ্রিয়ানুভব। আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, হিউমের মতে জ্ঞান দু প্রকারের—পরতঃসাধ্য সংশ্লেষক এবং পূর্বতঃসিদ্ধ বিশ্লেষক। কিন্তু মিল বলেন, জ্ঞান দু প্রকারের নয়, এক প্রকারের এবং তা হল পরতঃসাধ্য সংশ্লেষক (Synthetic a-Posteriori)। আমরা জানি, পরতঃসাধ্য বাক্যের সত্যতা শুধুমাত্র

পর্যবেক্ষণ-পরীক্ষণের মাধ্যমেই নির্ণয় করা সম্ভব। অর্থাৎ, পরতঃসাধ্য বাক্যের জ্ঞান অভিজ্ঞতা-নির্ভর। অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান কখনও সুনিশ্চিত হতে পারে না। তাই মিল উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন, আমাদের সমস্ত জ্ঞানই আপতিক (contingent); অবশ্যম্ভব জ্ঞান (Necessary Knowledge) বলে কিছু নেই।

মিল বলেন, দর্শনের যথার্থ পদ্ধতি হল আরোহ পদ্ধতি (Inductive Method)। তাঁর মতে অবরোহ পদ্ধতি আরোহ পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল। কেননা, অবরোহ অনুমানে অন্ততঃ একটি আশ্রয়বাক্য সামান্য হওয়া চাই—যে সামান্য বচনটিকে অবরোহ অনুমান সত্য বলে স্বীকার করে নেয়। এই সামান্য বচনটি আরোহ অনুমানের মাধ্যমে পাওয়া। উদাহরণস্বরূপ ঃ

সকল মানুষ হয় মরণশীল
রাম হয় একজন মানুষ
∴ রাম হয় মরণশীল।

এই অবরোহ অনুমানের প্রধান আশ্রয়বাক্যটি সামান্য বচন। কিন্তু এই সামান্য বচনটিকে আমরা পেলাম কি করে? অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সমস্ত মানুষকে মৃত্যুবরণ করতে দেখা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। মিল বলেন, বিশেষ কতকগুলি মানুষকে মৃত্যুবরণ করতে দেখে তারই ভিত্তিতে আরোহ অনুমানের সাহায্যে এই সামান্য বচনটি পাওয়া গেছে। মিল আরও বলেন, অভিজ্ঞতানির্ভর আরোহ পদ্ধতির মাধ্যমে যে সামান্য বচন প্রতিষ্ঠা করা হয়, তা কখনও অবশ্যম্ভব জ্ঞান (Necessary Knowledge) যোগাতে পারে না। তাই ন্যায়শাস্ত্রের জ্ঞান আপতিক (contingent) এবং অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক। অনুরূপভাবে, মিলের মতে, গাণিতিক জ্ঞানও আপতিক (contingent) এবং অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক। নির্বিরোধ অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে আমরা যেমন বলি “সকল রাজহাঁস হয় সাদা”, তেমনি নির্বিরোধ অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে আমরা বলতে পারি—“৩+৩=৬”। মিল বলেন, বাস্তব অভিজ্ঞতায় তিনটি বস্তুর

সঙ্গে আর তিনটি বস্তু মিশিয়ে আমরা ছটি বস্তু পেতে পারি। তিনটি আমের সঙ্গে তিনটি আমের, তিনটি কলার সঙ্গে তিনটি কলার, তিনটি ডট্ পেনের সঙ্গে তিনটি ডট্ পেনের, তিনটি বোতামের সঙ্গে তিনটি বোতামকে যতবার যোগ করেছি, যোগফল সকল ক্ষেত্রেই ছয় হয়েছে—একথা আমরা স্বচ্ছন্দে বলতে পারি। তাই, মিলের মতে, অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে আরোহ পদ্ধতিকে অবলম্বন করে আমরা বলতে পারি—“সকল ক্ষেত্রে তিন সংখ্যার সঙ্গে ৩টি সংখ্যা যোগ করলে যোগফল ৬ হয়”; অর্থাৎ “৩+৩=৬”। এরপর মিল বলেন, অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে যেমন আমরা বলি, “সকল রাজহাঁস হয় সাদা”, ঠিক তেমনভাবে অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে আমরা বলতে পারি—“৩+৩=৬”। মিল সিদ্ধান্ত করেন, “সকল রাজহাঁস হয় সাদা” এবং “৩+৩=৬”, এই দুটি বচনের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তা হল মাত্রাগত (Difference of degree)। এই দুটি বচনের মধ্যে কোন গুণগত পার্থক্য নেই। তাহলে গাণিতিক জ্ঞানকে আমরা অবশ্যম্ভব (Necessary) মনে করি কেন?

তার উত্তরে মিল বলেন—এটি আমাদের অতীত অভ্যাসজাত মানাসিক আশা। অতীতে যতবার তিনটি বস্তুর সঙ্গে তিনটি বস্তু মিশিয়েছি, প্রতিবারেই যোগফল ছয় হয়েছে। তাছাড়া মিল বলেন, বস্তুজগৎ সংক্রান্ত বা বাস্তব ঘটনা সম্বন্ধীয় জ্ঞানের চাইতে গাণিতিক জ্ঞানের সত্য হওয়ার সম্ভবনা অনেক বেশী। গাণিতিক জ্ঞানের সত্য হওয়ার সম্ভাবনা বেশী হওয়ার জন্যই আমরা গাণিতিক জ্ঞানকে অবশ্যম্ভব (Necessary) বলে মনে করি। কিন্তু মিলের মতে, আমাদের এই ধারণা ভ্রান্ত। অবশ্যম্ভব জ্ঞান বলে কিছু নেই। সব জ্ঞানই আপতিক (contingent) এবং জ্ঞান আসে অভিজ্ঞতা বা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ বা ইন্দ্রিয়ানুভব থেকে।

৭। অভিজ্ঞতাবাদ বা দৃষ্টিবাদ (Empiricism) ঃ

অভিজ্ঞতাবাদ বুদ্ধিবাদের বিপরীত মতবাদ। অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকদের মূল বক্তব্য হল যে অভিজ্ঞতাই জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়। আমরা সমস্ত জ্ঞান অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জন করি। বুদ্ধিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াস্বরূপ অভিজ্ঞতাবাদ দেখা দেয়। বুদ্ধিবাদীরা বলেন, অভিজ্ঞতার মাধ্যমে

অভিজ্ঞতাই জ্ঞানলাভের একমাত্র পথ

প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করা যেতে পারে না। অভিজ্ঞতাবাদ এ মতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ গড়ে উঠেছে। অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে জন্মাবার কালে আমরা কোন অন্তর ধারণা বা সহজাত ধারণা (Innate Idea) নিয়ে জন্মগ্রহণ করি না। তথাকথিত অন্তর ধারণার জ্ঞান আমরা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জন করি। অভিজ্ঞতাবাদীরা মনে করেন যে, দর্শনের যথার্থ পদ্ধতি হল আরোহ পদ্ধতি (Inductive Method)। আমরা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বিশেষের (Particular) সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে পারি। অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকগণ বিশ্বাস করেন যে, বিশেষ কতকগুলি বস্তু বা ঘটনার সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে সামান্যীকরণের (Generatisation) সাহায্যে সেই ধরনের প্রত্যক্ষিত ও অপ্রত্যক্ষিত সমস্ত বস্তু বা ঘটনার সম্বন্ধে কোন একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। অর্থাৎ, অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে সামান্যীকরণের সাহায্যে বিশেষের জ্ঞান থেকে সার্বিক বা সামান্য (universal) জ্ঞান

অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বিশেষের জ্ঞান থেকে সার্বিক বা সামান্য জ্ঞান অর্জন করা যায়।

অর্জন করা যায়। যেমন, অভিজ্ঞতায় কিছু মানুষকে মৃত্যুবরণ করতে দেখে, সামান্যীকরণের সাহায্যে আমরা অনুমান করতে পারি যে সমস্ত মানুষই মরণশীল। কাজেই অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে বস্তুবিশেষের জ্ঞান ছাড়াও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সার্বিক বা সামান্য (universal) জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব। তাঁরা আরও মনে করেন যে, গণিতশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র, নীতিশাস্ত্রের—তথাকথিত অন্তরনীতিগুলিও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত। সুতরাং অভিজ্ঞতাবাদীদের সিদ্ধান্ত হল যে, জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল।

বেকনের মতবাদ

অভিজ্ঞতাবাদের বীজ আমরা প্রথমে দেখতে পাই প্রাচীন গ্রীক দর্শনে। গ্রীসদেশে সোফিস্ট (Sophist) নামে এক সম্প্রদায়ের দার্শনিক ছিলেন। তাঁরা মনে করতেন ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের মাধ্যমে যথার্থ জ্ঞান অর্জন করা যায়। ইংরেজ দার্শনিক বেকন (Becon) বর্তমান যুগের অভিজ্ঞতাবাদের জনক। প্রকৃতির রহস্য উদঘাটনের জন্য তিনি বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর গুরুত্ব দেন। তাঁর মতে জগতের যথার্থ জ্ঞান অর্জন করতে হলে সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে জগতের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করতে হবে। পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেই জগতের যথার্থ জ্ঞান সম্ভব।

আধুনিক দর্শনে বেকনের পরবর্তী অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকদের মধ্যে আছেন লক্, (Locke), বার্কলে (Berkeley), হিউম (Hume)। ১৬৯০ খ্রিষ্টাব্দে দার্শনিক লক্ তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ “An Essay concerning Human Understanding” রচনা করেন এবং এই গ্রন্থে অভিজ্ঞতাবাদের এক পূর্ণ আলোচনা লিপিবদ্ধ করেন। তাঁর মতে জন্মাবার কালে আমরা কোন অন্তর ধারণা বা সহজাত ধারণা (Innate Idea) নিয়ে জন্মগ্রহণ করি না। তিনি ডেকার্টের বুদ্ধিবাদকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেন এবং ডেকার্টের অন্তর ধারণা সম্বন্ধীয় মতবাদের কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি কতকগুলি জোরালো যুক্তির সাহায্যে দেখিয়েছেন যে তথাকথিত অন্তর ধারণা বা সহজাত ধারণা বলে কিছু নেই।

প্রথমতঃ, অন্তর ধারণা বা সহজাত ধারণা নামে যদি কোন ধারণা থাকত তাহলে সকলেই এই অন্তর ধারাণা সম্বন্ধে সচেতন হত। ঈশ্বরের ধারণা, অসমীতার ধারণা, নিত্যতার ধারণা— ডেকার্টের মতে এগুলি অন্তর ধারণা। কিন্তু লক্ বলেন যে শিশু, নির্বোধ বা বর্বর মানুষেরা এই সমস্ত ধারণা সম্বন্ধে সচেতন নয়। এতে প্রমাণিত হয় যে এই ধারণাগুলি নিয়ে তারা জন্মায় না।

দ্বিতীয়তঃ, যদি সত্যিই অন্তর ধারণা থাকে তাহলে এই ধারণাগুলি সব মানুষের মনে একই রকম হবে। যেমন, ঈশ্বরের ধারণা একটি অন্তর ধারণা। কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে বিভিন্ন ধর্মবিলম্বী মানুষ বিভিন্ন মত পোষণ করে। হিন্দুরা 'সাকার ঈশ্বরে' বিশ্বাস করে। আর, ব্রাহ্ম (Brahmo) ধর্মাবলম্বী মানুষেরা "নিরাকার ঈশ্বরের" উপাসনা করে। হিন্দুরাও আবার শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব ইত্যাদি নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত এবং ঈশ্বরের স্বরূপকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সূক্ষ্ম মতপার্থক্য আছে। ঈশ্বরের ধারণা ছাড়াও অন্যান্য অন্তর ধারণা সম্পর্কে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে মতানৈক্য দেখা যায়। এতেও প্রমাণিত হয় যে অন্তর ধারণা নেই।

তৃতীয়তঃ, কোন ধারণা সকলের মধ্যে সমভাবে উপস্থিত থাকলেই প্রমাণিত হয় না যে সেই ধারণা অন্তর ধারণা। যেমন, জলের সম্বন্ধে সকলের ধারণা একরকম। সকলেই জানে জল তরল পদার্থ। এতে প্রমাণিত হল না যে জলের ধারাণা অন্তর ধারণা। একটু বিশ্লেষণ করলেই দেখা যায় যে জলের সম্বন্ধে এই ধারণা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত , অন্তর নয়।

চতুর্থতঃ, কোন কোন ধারণা সকলের স্বীকৃতিলাভ করতে পারে। কিন্তু তা থেকে জোর গলায় বলা যায়

না যে সেই ধারণাগুলি অন্তরধারণা। সেই ধারণাগুলির উৎপত্তি অন্যভাবে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব নয়।

পঞ্চমতঃ, অন্তর ধারণাই যদি না থাকে, তাহলে অন্তরনীতিও থাকতে পারে না। কারণ, অন্তরনীতিগুলো সাধারণ ধারণার সংযোগে সৃষ্টি।

উপরোক্ত যুক্তিগুলির ভিত্তিতে লক্ অন্তর ধারণা বা সহজাত ধারণার (Innate Idea) অস্তিত্ব খণ্ডন করেন। তারপর তিনি তাঁর মূল বক্তব্য উপস্থাপিত করেন।

তাঁর মতে জন্মাবার কালে আমাদের মন একটি পরিচ্ছন্ন শ্লেট বা আনকোরা কাগজের (clean slate or Tabula Rasa) মত, যার উপর কোন ধারণার দাগ পড়েনি। অথচ আমরা বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে ধারণার স্তূপ জমে ওঠে। এই ধারণাগুলি আসে কোথা থেকে?

লকের মতে সব ধারণা আসে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে

লকের মতে সমস্ত ধারণা আসে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। অভিজ্ঞতা দুরকমের—(১) সংবেদন (sensation) এবং অন্তর্দর্শন (Reflection)। সংবেদনের সাহায্যে আমরা বর্হিবিশ্বের জিনিসের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করি। অন্তর্দর্শনের সাহায্যে আমরা নিজেদের মানসিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করি। আমাদের মনে এমন কোন ধারণা নেই যা সংবেদন বা অন্তর্দর্শনের

মাধ্যমে উদ্ভূত হয়নি। পৃথিবীর বুকে ভূমিষ্ঠ হয়ে শিশু প্রথমে ধারণা সংগ্রহ করে সংবেদনের মাধ্যমে। তারপরে একটু বড় হয়ে অন্তর্দর্শনের মাধ্যমেও ধারণা সংগ্রহ করে। লকের মতে ধারণা সংগ্রহের ব্যাপারে মন একেবারেই নিষ্ক্রিয় (Passive) থাকে। ধারণাকে গ্রহণ করার ব্যাপারে মন নিষ্ক্রিয় গ্রাহকএবং দ্রষ্টামাত্র। বাইরের থেকে সংবেদনগুলি মনের সাদা পর্দায় এসে পড়ার পর মন সক্রিয়ভাবে বিভিন্ন ধারণার তুলনা করে এবং বিভিন্ন ধারণার সংযোজনের মাধ্যমে জটিল ধারণা গঠন করে। মন সরল ধারণা গ্রহণ করে এবং বিভিন্ন সরল ধারণার সংযোজন ও সংশ্লেষণ দ্বারা জটিল ধারণা (complex) গঠন করে। মনের নিজস্ব কোন অভিজ্ঞতা-পূর্ব (a-Priori) ধারাণা নেই। সমস্ত ধারণাই অভিজ্ঞতালব্ধ। তাই লক্ বলেন “বুদ্ধিতে এমন কিছু নেই যা পূর্বে ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ছিল না” (There is nothing in the intellect which was not previously in the senses”)। বুদ্ধিতে এমন কোন ধারাণা নেই যার উপাদান অভিজ্ঞতা থেকে আসে না।

লকের মতে দর্শনের যথার্থ পদ্ধতি আরোহ পদ্ধতি

লক্ বিশ্বাস করেন যে সমস্ত জ্ঞানই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জন করা যায়। ডেকার্ট এবং স্পিনোজার মত তিনি মনে করেন না দর্শনের পদ্ধতি অবরোহ পদ্ধতি। তাঁর মতে দর্শনের যথার্থ পদ্ধতি হল আরোহ পদ্ধতি (Inductive Method)। অন্তর ধারণা বা সহজাত ধারণা (Innate Idea) দিয়ে আমাদের জ্ঞান শুরু নয়, বস্তুবিশেষকে দিয়েই আমাদের জ্ঞান শুরু। আমরা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বস্তুবিশেষের জ্ঞান থেকে সার্বিক বা সামান্য জ্ঞান (Universal Knowledge) অর্জন করি। লকের মতে জ্ঞান অভিজ্ঞতার পরে আসে। সেজন্য এই মতবাদকে অভিজ্ঞতাপূর্বক জ্ঞানবাদ (A-Posteriori theory of Knowledge) বলে।

লকের মতে ধারণা থেকেই আমাদের সমস্ত জ্ঞানের উৎপত্তি। কিন্তু ধারণাই জ্ঞান নয়। যে ধারণা বস্তু অনুযায়ী, অর্থাৎ, যে ধারণার সঙ্গে বস্তুর মিল আছে, সেই ধারণাই জ্ঞান। আর,

যে ধারণা বস্তু অনুযায়ী নয়, অর্থাৎ, যে ধারণার সঙ্গে বস্তুর মিল নেই, সেই ধারণা সত্যজ্ঞান নয়। লকের মতে আমাদের ধারণার মধ্যে মিল (agreement), বা গরমিল (disagreement) প্রত্যক্ষ করার নামই জ্ঞান। “গোলাপ ফুল হয় লাল”—এখানে দুটি ধারণার মধ্যে মিল প্রত্যক্ষ করি; আর “ঘাস নয় নীল”—এখানে দুটি ধারণার মধ্যে গরমিল প্রত্যক্ষ করি। আমাদের মন ধারণার মাধ্যমে বাইরের জগতের বস্তুগুলিকে জানে। বাইরের জগতের বস্তুগুলির স্বতন্ত্র সত্তা আছে। কিন্তু আমাদের মন বস্তুগুলিকে সোজাসুজি জানতে পারে না। মন সোজাসুজিভাবে ধারণাকেই জানতে পারে। লকের এই মতবাদ প্রতীকবাদ (Representationalism) নামে পরিচিত। কারণ, এই মতবাদ অনুযায়ী বস্তুর জ্ঞান প্রতীক বা ধারণার মাধ্যমেই হয়ে থাকে।

লকের মতে ধারণার মধ্যে মিল ও গরমিল লক্ষ্য করাই হল জ্ঞান

লক্ অভিজ্ঞতাবাদী হওয়া সত্ত্বেও অভিজ্ঞতায় পাওয়া যায় না এমন তিনটি বিষয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন। এই তিনটি বিষয় হল—দ্রব্য (Substance), মন বা আত্মা (Mind) এবং ঈশ্বর (God)। লক্ বলেন যে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা যখন কোন বস্তুকে জানি, তখন সোজাসুজি তার কতকগুলো গুণকে জানি। গুণের অতিরিক্ত কোন কিছুকে

জানতে পারি না। কিন্তু গুণগুলি শূন্যে ভাসতে পারে না। গুণগুলির নিশ্চয়ই একটি আধার বা অধিষ্ঠান (substratum) চাই। লকের মতে গুণগুলির অদৃশ্য আধার হচ্ছে দ্রব্য। অনুরূপভাবে, লক বলেন যে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মন বা আত্মাকে জানতে গেলে আমরা চিন্তন, অনুভূতি, ইচ্ছা প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়াগুলিকেই জানি। এই মানসিক প্রক্রিয়াগুলির অজ্ঞেয় আধার হিসেবে মন বা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতেই হবে। ঠিক এমনিভাবে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরকে জানতে পারি না। কিন্তু লকের বক্তব্য—জগতের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব মেনে নিতে হবে। সুতরাং দেখা যায় যে লক অভিজ্ঞতাবাদী হওয়া সত্ত্বেও বুদ্ধিবাদী দার্শনিক ডেকার্টের মত ঈশ্বর, দ্রব্য ও মনের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন।

লকের পরবর্তী অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক হলেন বার্কলে (Berkeley)। তিনি দ্রব্যের অস্তিত্ব সরাসরি অস্বীকার করলেন। তাঁর মতে অভিজ্ঞতাই যদি জ্ঞানলাভের একমাত্র উৎস হয়, তাহলে দ্রব্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। একটি দ্রব্যকে যখন আমরা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানি, তখন তার গুণগুলিকেই জানি। গুণের আধার হিসেবে আমরা কোন কিছুকে জানতে পারি না। কাজেই দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। অবশ্য বার্কলে মন বা আত্মা এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেছিলেন।

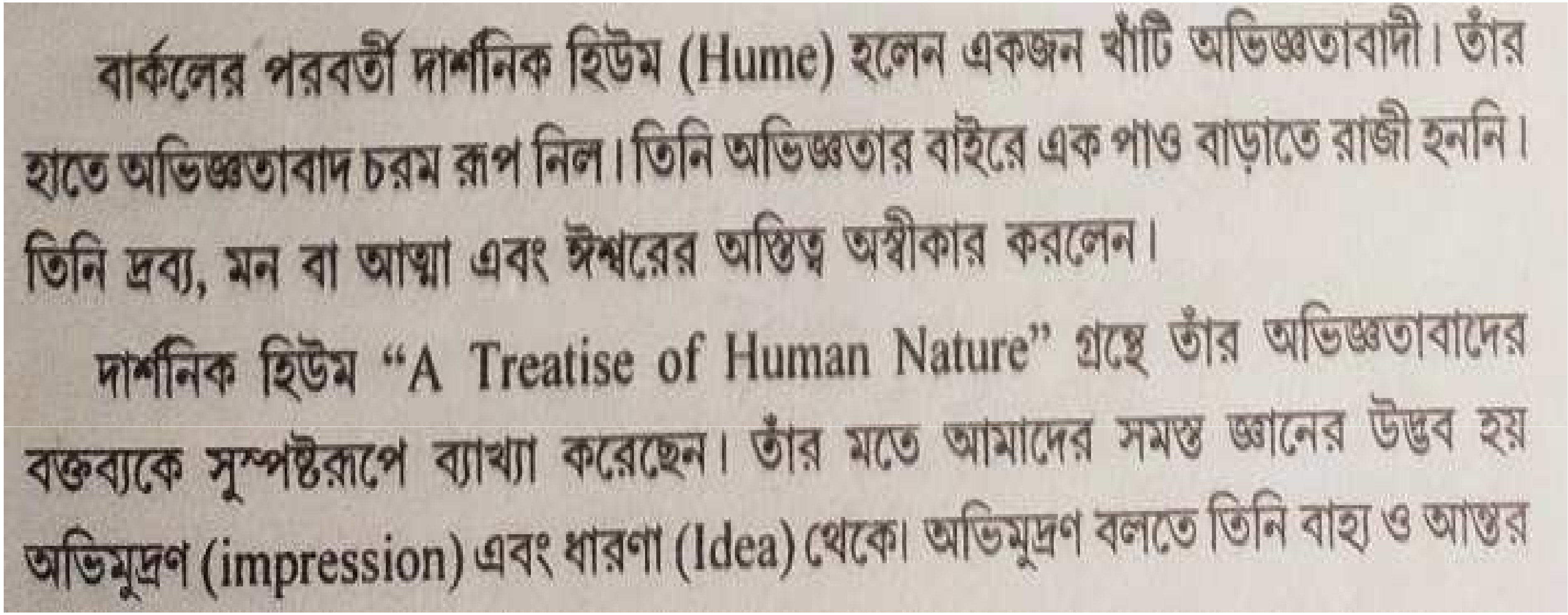

বার্কলের পরবর্তী দার্শনিক হিউম (Hume) হলেন একজন খাঁটি অভিজ্ঞতাবাদী। তাঁর হাতে অভিজ্ঞতাবাদ চরম রূপ নিল। তিনি অভিজ্ঞতার বাইরে এক পাও বাড়াতে রাজী হননি। তিনি দ্রব্য, মন বা আত্মা এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করলেন।

দার্শনিক হিউম “A Treatise of Human Nature” গ্রন্থে তাঁর অভিজ্ঞতাবাদের বক্তব্যকে সুস্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে আমাদের সমস্ত জ্ঞানের উদ্ভব হয় অভিমুদ্রণ (impression) এবং ধারণা (Idea) থেকে। অভিমুদ্রণ বলতে তিনি বাহ্য ও আন্তর

হিউমের মতে সমস্ত জ্ঞান আসে অভিমুদ্রণ ও ধারণা থেকে

সংবেদনকেই বুঝেছেন। আমাদের চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয় যখন কোন বস্তুর সংস্পর্শে আসে তখন সেই বস্তুর একটা ছাপ আমাদের মনে পড়ে। হিউম তারই নাম দিয়েছেন অভিমুদ্রণ। আর, ধারণা হল অভিমুদ্রণের অস্পষ্ট ও ক্ষীণ মানসরূপ (Image)। উদাহরণস্বরূপ, আমি যখন আমার কলেজের গ্রন্থাগারের দিকে তাকাই তখন আমি লাভ করি গ্রন্থগারের অভিমুদ্রণ (impression)। পরে বাড়ীতে এসে আমি যখন কলেজের গ্রন্থাগারের কথা ভাবি তখন পাই গ্রন্থগারের ধারণা। হিউমের মতে অভিমুদ্রণ ও ধারণার মধ্যে পার্থক্যটি হল স্পষ্টতার পার্থক্য। সাধারণতঃ অভিমুদ্রণ ধারণার চেয়ে অনেক বেশী স্পষ্ট ও জীবন্ত। আর ধারণা অভিমুদ্রণের চেয়ে অস্পষ্ট ও ক্ষীণ। হিউমের মতে অভিমুদ্রণ ছাড়া ধারণা সৃষ্টি হতে পারে না। যে বিষয়ের অভিমুদ্রণ আছে সেই বিষয়ের ধারণা হতে পারে। হিউম দ্রব্য, মন বা আত্মা এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করলেন। তার কারণ, আমরা কোন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে দ্রব্য, মন বা আত্মা এবং ঈশ্বরকে জানতে পারি না। যেহেতু ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে দ্রব্য, মন এবং

ঈশ্বরকে জানা যায় না সেহেতু এদের অভিমুদ্রণ সম্ভব নয়। দ্রব্য, মন এবং ঈশ্বরের অভিমুদ্রণ সম্ভব নয় বলে এদের সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান সম্ভবপর নয়। সেজন্য হিউম সিদ্ধান্ত করলেন যে, প্রকৃতপক্ষে দ্রব্য, মন এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই।

হিউম দ্রব্য, স্থায়ী মন বা আত্মা এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন

হিউমের মতে দ্রব্যের অস্তিত্ব নেই। তার কারণ অভিজ্ঞতায় আমরা কোন দ্রব্যকে জানতে পারি না। তাঁর মতে দ্রব্য কতকগুলি গুণের সমষ্টি। কোন দ্রব্যকে জানার সময় তার গুণগুলির সংবেদন অনুভব করি। সুতরাং হিউমের কাছে তথাকথিত দ্রব্য হল বাস্তব (actual) ও সম্ভাব্য (Possible) সংবেদনের সমষ্টি মাত্র। যেমন, একটা কমলালেবু, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি কতকগুলি সংবেদনের সমষ্টি মাত্র। তাই তিনি মনে করেন যে বিভিন্ন সংবেদনের আধারস্বরূপ কোন দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করার প্রয়োজন নেই। অনুরূপভাবে, হিউম স্থায়ী মন বা আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। আমরা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে চিন্তন, অনুভূতি, ইচ্ছা প্রভৃতি মানসিক বৃত্তিগুলিকে জানি; তাঁর মতে মন বা আত্মা হল চিন্তন, অনুভূতি, ইচ্ছা প্রভৃতি

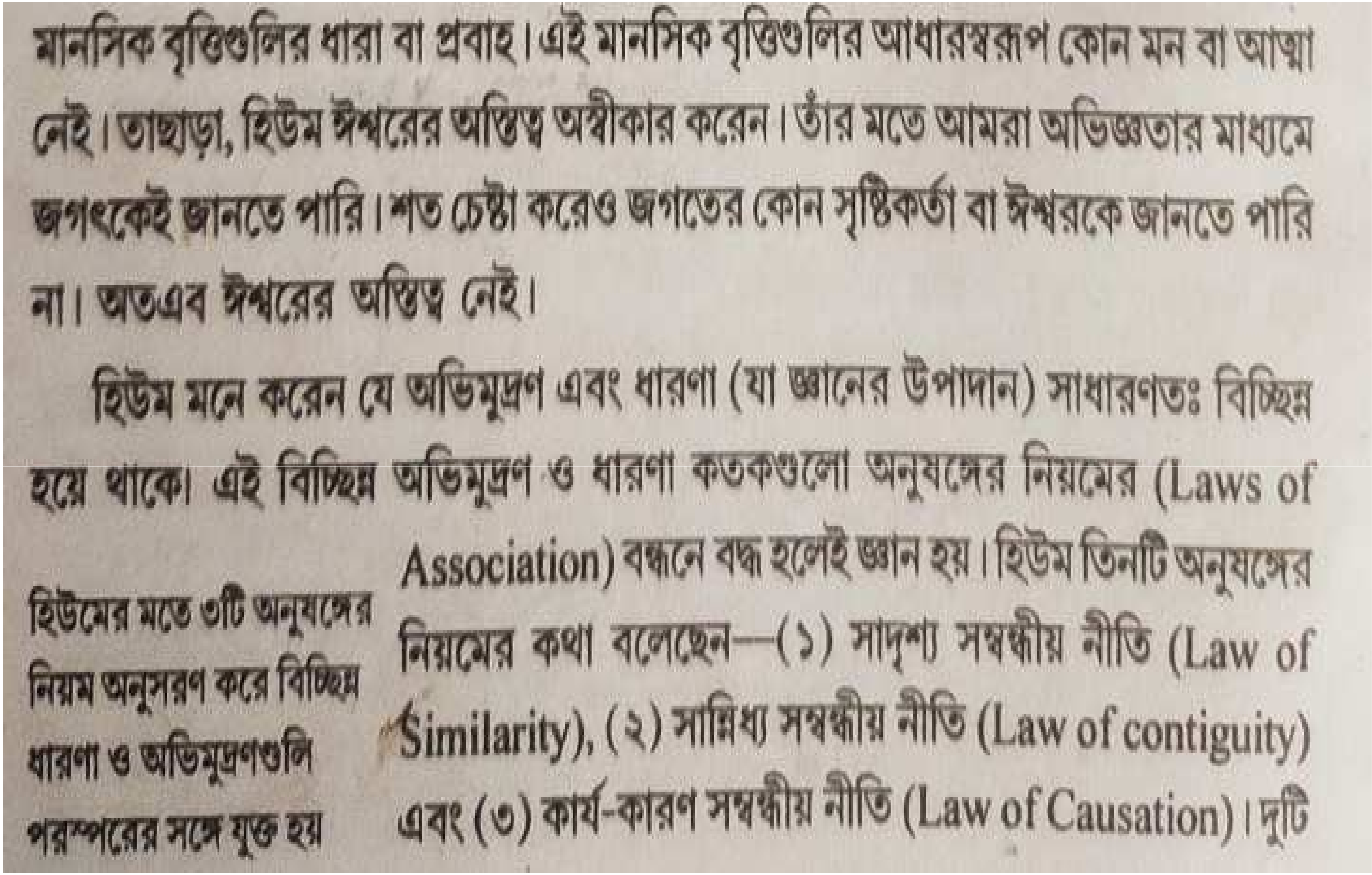

মানসিক বৃত্তিগুলির ধারা বা প্রবাহ। এই মানসিক বৃত্তিগুলির আধারস্বরূপ কোন মন বা আত্মা নেই। তাছাড়া, হিউম ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। তাঁর মতে আমরা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জগৎকেই জানতে পারি। শত চেষ্টা করেও জগতের কোন সৃষ্টিকর্তা বা ঈশ্বরকে জানতে পারি না। অতএব ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই।

হিউম মনে করেন যে অভিমুদ্রণ এবং ধারণা (যা জ্ঞানের উপাদান) সাধারণতঃ বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। এই বিচ্ছিন্ন অভিমুদ্রণ ও ধারণা কতকগুলো অনুষঙ্গের নিয়মের (Laws of Association) বন্ধনে বদ্ধ হলেই জ্ঞান হয়। হিউম তিনটি অনুষঙ্গের নিয়মের কথা বলেছেন—(১) সাদৃশ্য সম্বন্ধীয় নীতি (Law of Similarity), (২) সান্নিধ্য সম্বন্ধীয় নীতি (Law of contiguity) এবং (৩) কার্য-কারণ সম্বন্ধীয় নীতি (Law of Causation)। দুটি

হিউমের মতে ৩টি অনুষঙ্গের নিয়ম অনুসরণ করে বিচ্ছিন্ন ধারণা ও অভিমুদ্রণগুলি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়

ধারণার মধ্যে সাদৃশ্য থাকলে তারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়। দুটি বিষয় বা ঘটনার মধ্যে দেশগত বা কালগত সান্নিধ্য থাকলে তারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়। দুটি ঘটনার মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক থাকলেও তারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়। এই অনুষঙ্গের নিয়মগুলি অনুসরণ করে বিচ্ছিন্ন অভিমুদ্রণ ও ধারণাগুলি স্বাভাবিকভাবেই পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়। তাদের যুক্ত হওয়ার জন্য কোন অভিজ্ঞতা-পূর্ব অন্তর ধারণার বা অভিজ্ঞতা-পূর্ব বুদ্ধির আকারের (A-Priori form of reason) প্রয়োজন হয় না।

[এই প্রসঙ্গে কার্য-কারণ সম্বন্ধ সম্পর্কে হিউমের মত জেনে রাখা দরকার। হিউমের মতে কার্য ও কারণের মধ্যে কোন অনিবার্য সম্পর্ক (Necessary Connection) নেই। যে সম্পর্ক আছে তা হল পূর্বাপর সম্পর্ক। বিষপানে মৃত্যু ঘটে। এখানে ‘বিষপান’ হল কারণ (cause) এবং ‘মৃত্যু’ তার কার্য (effect)। হিউমের মতে বিষপান করলেই মৃত্যু ঘটবে— এমন কোন অনিবার্য সম্পর্ক আমরা কখনও প্রত্যক্ষ করি না। অতীতে বার বার বিষপানে মৃত্যু ঘটতে দেখে আমরা আশা করি ভবিষ্যতে বিষপান করলে মৃত্যু ঘটবে। এটা আমাদের অতীত অভিজ্ঞতাপ্রসূত অভ্যাস। আসলে, কারণের সঙ্গে কার্যের কোন অনিবার্য সম্পর্ক নেই।]

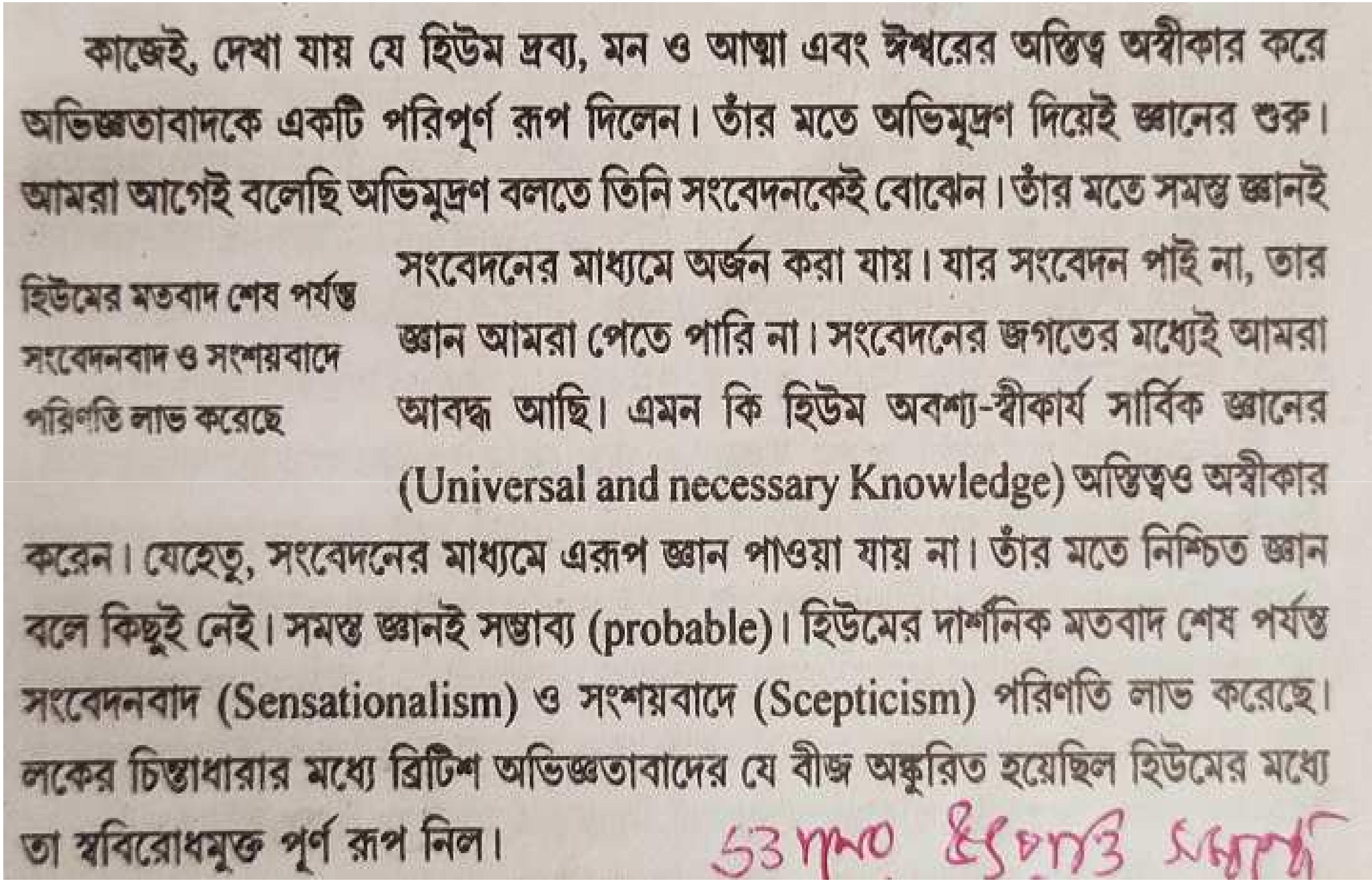

কাজেই, দেখা যায় যে হিউম দ্রব্য, মন ও আত্মা এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করে অভিজ্ঞতাবাদকে একটি পরিপূর্ণ রূপ দিলেন। তাঁর মতে অভিমুদ্রণ দিয়েই জ্ঞানের শুরু। আমরা আগেই বলেছি অভিমুদ্রণ বলতে তিনি সংবেদনকেই বোঝেন। তাঁর মতে সমস্ত জ্ঞানই সংবেদনের মাধ্যমে অর্জন করা যায়। যার সংবেদন পাই না, তার জ্ঞান আমরা পেতে পারি না। সংবেদনের জগতের মধ্যেই আমরা আবদ্ধ আছি। এমন কি হিউম অবশ্য-স্বীকার্য সার্বিক জ্ঞানের (Universal and necessary Knowledge) অস্তিত্বও অস্বীকার করেন। যেহেতু, সংবেদনের মাধ্যমে এরূপ জ্ঞান পাওয়া যায় না। তাঁর মতে নিশ্চিত জ্ঞান বলে কিছুই নেই। সমস্ত জ্ঞানই সম্ভাব্য (probable)। হিউমের দার্শনিক মতবাদ শেষ পর্যন্ত সংবেদনবাদ (Sensationalism) ও সংশয়বাদে (Scepticism) পরিণতি লাভ করেছে। লকের চিন্তাধারার মধ্যে ব্রিটিশ অভিজ্ঞতাবাদের যে বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল হিউমের মধ্যে তা স্ববিরোধমুক্ত পূর্ণ রূপ নিল।

হিউমের মতবাদ শেষ পর্যন্ত সংবেদনবাদ ও সংশয়বাদে পরিণতি লাভ করেছে

[illegible]

অভিজ্ঞতাবাদীদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় : অভিজ্ঞতাবাদীদের সংগতি

লক্‌, বার্কলে, হিউম প্রমুখ অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকদের বক্তব্য আমরা আলোচনা করলাম। এই আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, নানা বিষয়ে তাঁদের মধ্যে সূক্ষ্ম মতপার্থক্য আছে। তৎসত্ত্বেও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তাঁদের ঐক্যমত দেখা যায়। ঐক্যমতের বিষয়গুলিকেই অভিজ্ঞতাবাদীদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় (Main thesis) হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। পূর্বোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে এবার আমরা অভিজ্ঞতাবাদীদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি উল্লেখ করব। [illegible]

(১) অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকদের মতে অভিজ্ঞতাই জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়। আমরা সমস্ত জ্ঞান অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জন করি। 'অভিজ্ঞতা' বলতে তাঁরা বোঝেন, ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ ও ইন্দ্রিয়ানুভবকে (Sense-experience or Sense-Perception)। ইন্দ্রিয়ানুভব ভিন্ন বাস্তব ব্যাপারের জ্ঞান হতে পারে না। অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে বিশুদ্ধ বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা বলে কোন

স্বতন্ত্র বোধশক্তি নেই। বাস্তব ব্যাপার-বিষয়ক সমস্ত জ্ঞান ইন্দ্রিয়ানুভবের ওপর নির্ভরশীল। ইন্দ্রিয়ানুভবকে বাদ দিয়ে অন্য কোন উপায়ে বৈজ্ঞানিক সত্য বা অন্য কোন সত্য সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায় না। জ্ঞানের বিশ্লেষণ করে অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকেরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, সংবেদন এবং অনুভূতি থেকেই সকল জ্ঞানের উৎপত্তি। বস্তুতঃ, এইগুলিই জ্ঞানের উপকরণ।

(২) অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকদের মতে মৌলিক ধারণা সংগ্রহণের ব্যাপারে মন একেবারেই নিষ্ক্রিয় থাকে। ধারণাকে গ্রহণ করার ব্যাপারে মন নিষ্ক্রিয় গ্রাহক এবং দ্রষ্টামাত্র। বাইরের থেকে সংবেদনগুলি মনের সাদা পর্দায় এসে পড়ার পর মন সক্রিয়ভাবে বিভিন্ন ধারণার তুলনা করে এবং বিভিন্ন ধারণার সংযোজনের মাধ্যমে জটিল ধারণা (Complex Idea) গঠন করে। কাজেই অভিজ্ঞতাবাদীরা জ্ঞানলাভের ব্যাপারে মনের নিষ্ক্রিয়তাকে স্বীকার করে।

(৩) বুদ্ধিবাদীদের বক্তব্যের মূল ভিত্তি হল সহজাত ধারণা বা অন্তর ধারণা তত্ত্ব (Doctrine of Innate Idea)। যেমন, নিত্যতার ধারণা, অসমীতার ধারণা, ঈশ্বরের ধারণা ইত্যাদি হল সহজাত ধারণা বা অন্তর ধারণা। বুদ্ধিবাদীদের মতে এই ধারণাগুলি স্বতঃসিদ্ধ (Self-evident)। এই ধারণাগুলি বইরের থেকে আমাদের মনে আসে না, বা আমাদের কল্পনার সৃষ্টি নয়। এই ধারণাগুলি প্রচ্ছন্নভাবে মনে বিদ্যমান; বুদ্ধি দিয়ে এদের বুঝে নেবার ক্ষমতা মনে থাকে।

অভিজ্ঞতাবাদীরা বিশ্বাস করেন, আমাদের মনে কোন সহজাত ধারণার অস্তিত্ব নেই। তাঁদের মতে জন্মাবার কালে আমাদের মন একটি পরিচ্ছন্ন শ্লেট বা আনকোরা কাগজের (clean Slate or Tabula Rasa) মত, যার উপর কোন ধারণার দাগ পড়েনি। তাঁরা বলেন, সমস্ত ধারণা আসে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। অভিজ্ঞতা দুরকমের (১) সংবেদন (Sensation) এবং অন্তর্দর্শন (Reflection)। সংবেদনের সাহায্যে আমরা বর্হিবিশ্বের জিনিষের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করি। অন্তর্দর্শনের সাহায্যে আমরা নিজেদের মানসিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করি। আমাদের মনে এমন কোন ধারণা নেই যা সংবেদন বা অন্তদর্শনের মাধ্যমে উদ্ভূত হয়নি। পৃথিবীর বুকে ভূমিষ্ঠ হয়ে শিশু প্রথমে ধারণা সংগ্রহ করে সংবেদনের মাধ্যমে। তারপর একটু বড় হয়ে অন্তদর্শনের মাধ্যমেও ধারণা সংগ্রহ করে।

(৪) অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকদের মতে দর্শনের যথার্থ পদ্ধতি হল আরোহ পদ্ধতি (Inductive Method)। আরোহ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হল—'বিশেষ' থেকে 'সামান্যে'-এ অগ্রসর হওয়া। আমরা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বিশেষের (Particular) সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে পারি। অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকগণ বিশ্বাস করেন যে, বিশেষ কতকগুলি বস্তু বা ঘটনা সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে সামান্যীকরণের (Generalisation) সাহায্যে সেই ধরণের প্রত্যক্ষিত ও অ-প্রত্যক্ষিত সমস্ত বস্তু ও ঘটনার সম্বন্ধে কোন একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। অর্থাৎ, অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে সামান্যীকরণের সাহায্যে বিশেষের জ্ঞান থেকে সার্বিক বা সামান্য (Universal) জ্ঞান অর্জন করা যায়। "ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান" অথবা "৩+৩=৬"—অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে, এই

প্রকারের গাণিতিক বচনের জ্ঞানও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পাওয়া যায়। আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখেছি, তিনটি বস্তুর সঙ্গে আরও তিনটি বস্তু যোগ করলে ছটি বস্তু হয়। এর ফলে আরোহ অনুমানের সাহায্যে সিদ্ধান্ত করা হয় যে, সকল ক্ষেত্রেই তিন আর তিনের যোগফল ছয় হয়। অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে শুধু বস্তু বিশেষের ধারণা নয়, অমূর্ত সাধারণ সত্যও অভিজ্ঞতার সাহায্যে পাওয়া যায়। [illegible]

(৫) অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকেরা দুই ধরণের বাক্য স্বীকার করেন—পূর্বতঃসিদ্ধ বিশ্লেষক এবং পরতঃসাধ্য সংশ্লেষক (Synthetic a-priori)। অভিজ্ঞতাবাদীরা পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক (Synthetic a-priori) বাক্য স্বীকার করেন না, যদিও এই ধরণের বাক্য বুদ্ধিবাদীরা স্বীকার করেন।

অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকগণ বিশ্বাস করেন যে, পূর্বতঃসিদ্ধ বাক্য সর্বদাই বিশ্লেষক; আর, যে বাক্য পরতঃসাধ্য বা প্রত্যক্ষজাত, তা সর্বদাই সংশ্লেষক। এই সম্প্রদায়ের দার্শনিকদের মত অনুযায়ী পূর্বতঃসিদ্ধ বাক্য কখনই সংশ্লেষক হতে পারে না। কেননা, সংশ্লেষক বাক্য তথ্যজ্ঞাপক। সংশ্লেষক বাক্যের বিধেয় উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু নতুন তথ্য দেয়—যা অভিজ্ঞতালব্ধ। এ জাতীয় বাক্যের সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। যে বাক্যের সত্যতা-মিথ্যাত্ব নিরূপণের জন্য ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়, তাকে পূর্বতঃসিদ্ধ বলা চলে না। তাই অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকদের মতে বাক্য দু' প্রকার—(ক) পূর্বতঃসিদ্ধ বিশ্লেষক বাক্য এবং (খ) পরতঃসাধ্য সংশ্লেষক বাক্য।

(৬) অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকগণ বিশ্বাস করেন, মূল্যের কোন বাস্তব সত্তা নেই। কেননা, অভিজ্ঞতা বা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের দ্বারা সত্য, শিব, সুন্দর প্রভৃতি মূল্যের জ্ঞান অর্জন করা যায় না। আমরা যখন বলি—"সমুদ্রের ধারে সূর্যোদয়ের দৃশ্য মনোরম," তখন আমরা সূর্যোদয়ের সৌন্দর্য কোন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে পাই না। কাজেই মূল্য যেহেতু প্রত্যক্ষের বিষয় নয়, সেহেতু মূল্যের কোন বস্তুগত সত্তা নেই।

তাহলে মূল্য বিষয়ক বাক্য কি একেবারে অর্থহীন? এর উত্তরে নব্য-অভিজ্ঞতাবাদীরা (Neo-empiricists) বলেন, মূল্য-বিষয়ক বাক্য একেবারে অর্থহীন নয়। কেননা, এই জাতীয় বাক্যের মাধ্যমে ব্যক্তির পছন্দ-অপছন্দ, নিন্দা-প্রশংসা, অনুমোদন-অননুমোদন—এসব ব্যক্ত হয়। যেমন, 'সত্য কথা বলা উচিত'—এই মূল্য-বিষয়ক বাক্যের অর্থ হল, সত্য কথা বলা আমি অনুমোদন করি, বা পছন্দ করি। 'জীব হত্যা গর্হিত কাজ'—এই বাক্যের অর্থ হল—আমি জীবহত্যা অনুমোদন করি না; যে জীবহত্যা করে তাকে ঘৃণা করি। কাজেই, অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে, মূল্য নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপার।

(৭) বেশীরভাগে অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকের মতে 'অধিবিদ্যা অর্থহীন' (Metaphysics is non-sense)। হিউম প্রমুখ অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকগণ বিশ্বাস করেন যে, বাক্য দু' প্রকারের—পূর্বতঃসিদ্ধ বিশ্লেষক এবং পরতঃসাধ্য সংশ্লেষক। অধিবিদ্‌রা এমন সব বাক্য প্রয়োগ করেন—যা বিশ্লেষকও নয়, আবার সংশ্লেষকও নয়। যথা—

"ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা;"

“আত্মা হয় অমর।”

এই বাক্যগুলি বিশ্লেষক নয়; কারণ, এদের বিরোধী বাক্য (ব্রহ্ম সত্য নয়, জগৎ সত্য) সম্ভব। আবার, এগুলি সংশ্লেষকও নয়; কেননা, এগুলি ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতায় যাচাইযোগ্য নয়। কাজেই আধিবিদ্যক বাক্যগুলি অর্থহীন; এই জাতীয় বাক্যে কোন জ্ঞান ব্যক্ত হয় না।

(৮) হিউম প্রমুখ চরম অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকগণ অভিজ্ঞতাকে জ্ঞানলাভের একমাত্র পথ হিসেবে স্বীকার করার জন্য কোন অতীন্দ্রিয় সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। কিন্তু লক, বার্কলে কোন কোন অতীন্দ্রিয় সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন।

৮। অভিজ্ঞতাবাদের সমালোচনা (Criticism of Empiricism) :

✓ বুদ্ধিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াস্বরূপ অভিজ্ঞতাবাদের উদ্ভব হয়েছে। বুদ্ধিবাদের অনেক দোষত্রুটি থেকে অভিজ্ঞতাবাদ মুক্ত। কিন্তু অভিজ্ঞতাবাদও চরম মতবাদ।

ধারণা ও জ্ঞান মূলতঃ অভিন্ন

লকের মতবাদে নানা রকম অসঙ্গতি দেখা যায়। লক ধারণা এবং জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তাঁর মতে ধারণা জ্ঞান নয়। ধারণার মধ্যে মিল বা গরমিল প্রত্যক্ষ করার নামই জ্ঞান। কিন্তু আসলে ধারণা এবং জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য করা যায় না। আমার কোন বিষয়ে ধারণা আছে মানেই সেই বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান আছে। কমলালেবু সম্বন্ধে আমার ধারণা আছে মানেই কমললেবু সম্বন্ধে আমার কিছু জ্ঞান আছে।

বস্তু ও ধারণা পৃথক হলে ধারণার সঙ্গে বস্তুর মিল আছে কি জানা যায় না।

লক বস্তু ও ধারণার মধ্যে একটি ভেদরেখা টেনেছেন। তাঁর মতে আমাদের মন সোজাসুজি ধারণাকে জানতে পারে। বস্তুকে জানে পরোক্ষভাবে ধারণার মাধ্যমে। বস্তুকে সোজাসুজি জানা যায় না। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে বস্তুকে যদি জানা না যায় তাহলে বস্তু আছে—একথা বলা যায় কিভাবে? তাছাড়া, লক বলেন, বস্তুর সঙ্গে ধারণার মিল থাকলে জ্ঞান সত্য হয় এবং বস্তুর সঙ্গে ধারণার মিল না থাকলে জ্ঞান সত্য হয় না। এখন প্রশ্ন হল ঃ যদি বস্তুকে না জানাই যায়, বস্তুর সঙ্গে ধারণার মিল আছে কিনা বোঝা যাবে কিভাবে?

লক বলেন যে ধারণা সংগ্রহণের ব্যাপারে মন নিষ্ক্রিয় থাকে। বাইরে থেকে সংবেদনগুলি মনের সাদা পর্দায় এসে পড়ার পর মন সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং বিভিন্ন ধারণার সংযোজনের মাধ্যমে সে জটিল ধারণা গঠন করে। কিন্তু মনোবিদ্‌গণ একথা মানেন না। তাঁদের মতে মন ধারণাকে গ্রহণ করার সময়ও সক্রিয়তার জন্যই নিছক সংবেদন ব্যাখ্যাত হয়ে ধারণার স্তরে উন্নীত হয়।

ধারণা সংগ্রহের ব্যাপারে মন নিষ্ক্রিয় নয়, সক্রিয়।

লক মনে করেন যে জন্মবার সময় আমাদের মন পরিচ্ছন্ন শ্লেট বা আনকোরা কাগজের মত, যার উপরে কোন ধারণার দাগ পড়েনি। লকের সঙ্গে আমরা হয়ত একমত হতে পারি যে জন্মবার সময় শিশু কোন অন্তর ধারণা নিয়ে জন্মায় না। কিন্তু তবু এটা অস্বীকার করা যায় না যে জন্মাবার সময় শিশু কিছু আন্তর-প্রবণতা, সংস্কার ও সম্ভাবনা নিয়ে জন্মগ্রহণ

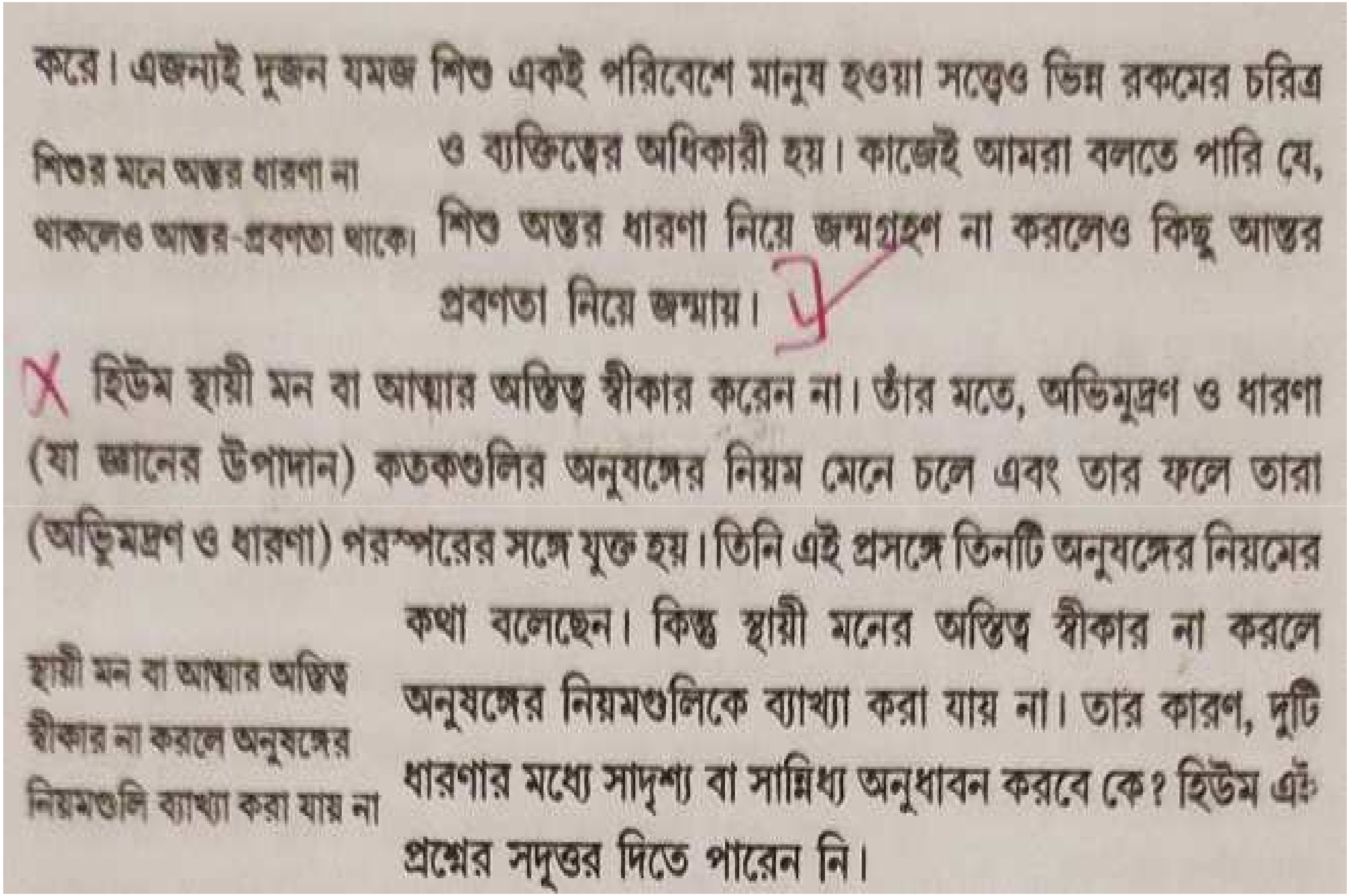

শিশুর মনে অন্তর ধারণা না থাকলেও আন্তর-প্রবণতা থাকে।

করে। এজন্যই দুজন যমজ শিশু একই পরিবেশে মানুষ হওয়া সত্ত্বেও ভিন্ন রকমের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়। কাজেই আমরা বলতে পারি যে, শিশু অন্তর ধারণা নিয়ে জন্মগ্রহণ না করলেও কিছু আন্তর প্রবণতা নিয়ে জন্মায়।

স্থায়ী মন বা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার না করলে অনুষঙ্গের নিয়মগুলি ব্যাখ্যা করা যায় না

হিউম স্থায়ী মন বা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁর মতে, অভিমুদ্রণ ও ধারণা (যা জ্ঞানের উপাদান) কতকগুলির অনুষঙ্গের নিয়ম মেনে চলে এবং তার ফলে তারা (অভিমুদ্রণ ও ধারণা) পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়। তিনি এই প্রসঙ্গে তিনটি অনুষঙ্গের নিয়মের কথা বলেছেন। কিন্তু স্থায়ী মনের অস্তিত্ব স্বীকার না করলে অনুষঙ্গের নিয়মগুলিকে ব্যাখ্যা করা যায় না। তার কারণ, দুটি ধারণার মধ্যে সাদৃশ্য বা সান্নিধ্য অনুধাবন করবে কে? হিউম এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেন নি।

স্থায়ী মনের অস্তিত্ব স্বীকার না করলে আত্মজ্ঞানকেও (Self-Knowledge) ব্যাখ্যা করা যায় না। হিউমের মতে চিন্তন, অনুভূতি, ইচ্ছা প্রভৃতি মানসিক বৃত্তিগুলির ধারা বা প্রবাহই হল মন। কিন্তু প্রশ্ন হল : একটি মানসিক প্রক্রিয়া আর একটি মানসিক প্রক্রিয়াকে জানবে কিভাবে? চিন্তন কিভাবে চিন্তনকে জানবে? অনুভূতি কিভাবে অনুভূতিকে জানবে? যদি আমরা স্থায়ী মনের সত্তাকে স্বীকার করে নিই, তাহলে বলা যেতে পারে যে মনই তার বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলি সম্বন্ধে সচেতন এবং তার ফলে আত্মজ্ঞান সম্ভবপর।

স্থায়ী মনের অস্তিত্ব স্বীকার করে না নিলে আত্মজ্ঞান (self knowledge) ব্যাখ্যা করা যায় না।

হিউম স্বীকার করেন না যে কারণের সঙ্গে কার্যের অনিবার্য সম্পর্ক আছে। তাঁর মতে কারণের সঙ্গে কার্যের যে সম্পর্ক আছে তা হল পূর্বাপর সম্পর্ক। অভিজ্ঞতায় আমরা কোন অনিবার্য সম্পর্কের জ্ঞান পাই না। দার্শনিক হোয়াইটহেড্ (Whitehead) এই মতের তীব্র সমালোচনা করেছেন। অন্ধকার রাত্রে বিজলী বাতি হঠাৎ জ্বলে উঠলে তার একটি প্রতিক্রিয়া চোখের মধ্যে ধরা পড়ে। কাজেই কার্য-কারণ সম্পর্কও অভিজ্ঞতায় জানা যায়।

হিউম কারণের সঙ্গে কার্যের অনিবার্য সম্পর্ককে উপলব্ধি করতে পারেন নি

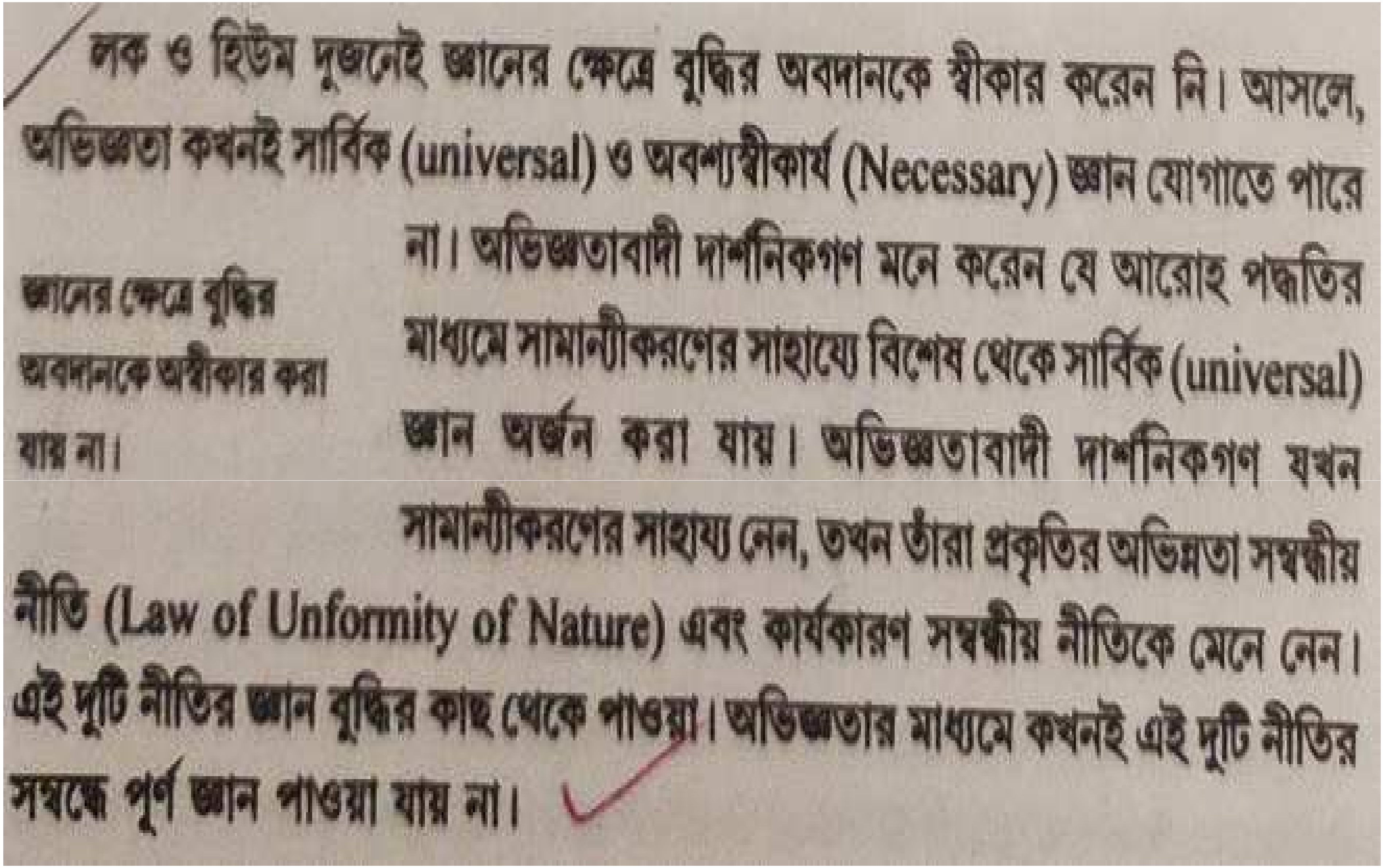

লক ও হিউম দুজনেই জ্ঞানের ক্ষেত্রে বুদ্ধির অবদানকে স্বীকার করেন নি। আসলে, অভিজ্ঞতা কখনই সার্বিক (universal) ও অবশ্যস্বীকার্য (Necessary) জ্ঞান যোগাতে পারে না। অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকগণ মনে করেন যে আরোহ পদ্ধতির মাধ্যমে সামান্যীকরণের সাহায্যে বিশেষ থেকে সার্বিক (universal) জ্ঞান অর্জন করা যায়। অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকগণ যখন সামান্যীকরণের সাহায্য নেন, তখন তাঁরা প্রকৃতির অভিন্নতা সম্বন্ধীয় নীতি (Law of Unformity of Nature) এবং কার্যকারণ সম্বন্ধীয় নীতিকে মেনে নেন। এই দুটি নীতির জ্ঞান বুদ্ধির কাছ থেকে পাওয়া। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে কখনই এই দুটি নীতির সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান পাওয়া যায় না।

জ্ঞানের ক্ষেত্রে বুদ্ধির অবদানকে অস্বীকার করা যায় না।

অভিজ্ঞতাবাদের চরম পরিণতি দেখা দিয়েছে হিউমের সংশয়বাদে। হিউম দ্রব্য, মন বা আত্মা এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে নিশ্চিত জ্ঞান বলে কিছু নেই। সমস্ত জ্ঞানই সম্ভাব্য। কিন্তু সংশয়বাদকে গ্রহণ করলে দার্শনিক চিন্তা অসম্ভব হয় (Secepticism is the denial of Philosophy)।

হিউমের সংশয়বাদ সন্তোষজনক মতবাদ নয়।

হিউমের মতে আমরা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে দ্রব্যকে জানতে পারি না; দ্রব্যের গুণগুলিকেই জানতে পারি। অনুরূপভাবে, অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা স্থায়ী মন বা আত্মাকে জানতে পারি না; শুধুমাত্র চিন্তন, অনুভূতি, ইচ্ছা প্রভৃতি মানসিক বৃত্তিগুলিকে জানি। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জগতের সৃষ্টিকর্তাকে বা ঈশ্বরকে জানতে পারি না। শুধুমাত্র এই জগৎকেই জানতে পারি। অতএব হিউমের মতে দ্রব্য, স্থায়ীমন বা আত্মা এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই। কিন্তু বস্তুর প্রকাশের মাধ্যমেই বস্তুর আসল স্বরূপটি জানা যায়—হিউম এই সত্য উপলব্ধি করতে পারেন নি। দ্রব্যের গুণগুলির মাধ্যমে দ্রব্যটিকে, মানসিক বৃত্তিগুলির মাধ্যমে স্থায়ী মনকে, অভিজ্ঞতালব্ধ জগতের মাধ্যমে জগৎকর্তা বা ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা যায়।

হিউম উপলব্ধি করতে পারেন নি যে বস্তুর প্রকাশের মাধ্যমেই তার আসল রূপটিকে জানা যায়।

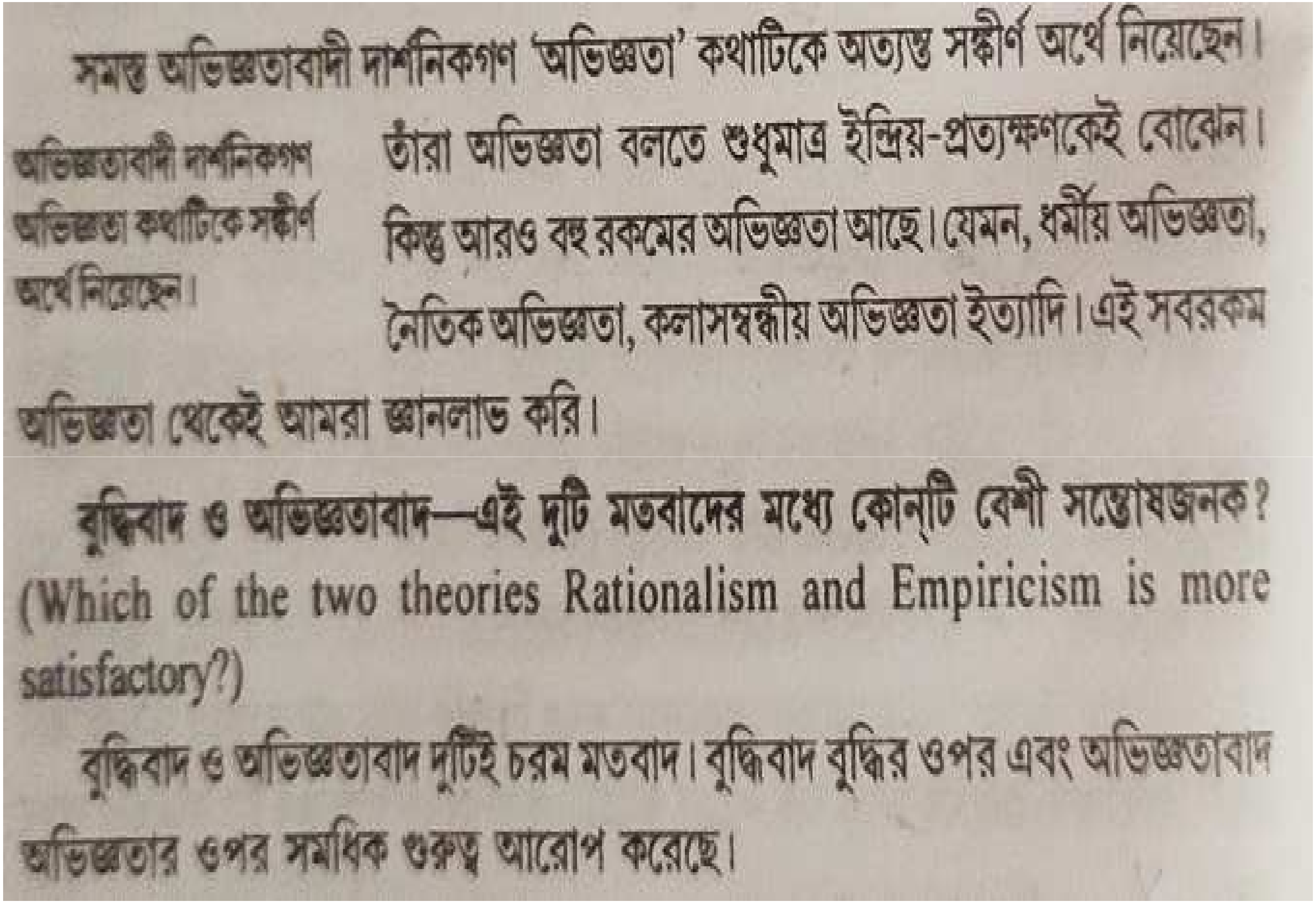

সমস্ত অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকগণ 'অভিজ্ঞতা' কথাটিকে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ অর্থে নিয়েছেন। তাঁরা অভিজ্ঞতা বলতে শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষণকেই বোঝেন। কিন্তু আরও বহু রকমের অভিজ্ঞতা আছে। যেমন, ধর্মীয় অভিজ্ঞতা, নৈতিক অভিজ্ঞতা, কলাসম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা ইত্যাদি। এই সবরকম অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা জ্ঞানলাভ করি।

অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকগণ অভিজ্ঞতা কথাটিকে সঙ্কীর্ণ অর্থে নিয়েছেন।

বুদ্ধিবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদ—এই দুটি মতবাদের মধ্যে কোন্‌টি বেশী সন্তোষজনক? (Which of the two theories Rationalism and Empiricism is more satisfactory?)

বুদ্ধিবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদ দুটিই চরম মতবাদ। বুদ্ধিবাদ বুদ্ধির ওপর এবং অভিজ্ঞতাবাদ অভিজ্ঞতার ওপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে।

বুদ্ধিবাদের প্রধান প্রবক্তা ডেকার্ট (Descartes) ছিলেন একজন গাণিতিক। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, গণিতে যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, দর্শনেও সেই পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত। গণিতে কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ বিষয় থেকে অবরোহ পদ্ধতি প্রয়োগ করে সিদ্ধান্ত টানা হয়। ডেকার্ট মনে করেন যে জন্মাবার সময় আমরা কতকগুলি অন্তর ধারণা (Innate Idea) নিয়ে জন্মাই। এই অন্তর ধারণাকে ভিত্তি করে অবরোহ পদ্ধতি প্রয়োগ করে যদি সিদ্ধান্ত টানা যায় তাহলে দর্শনে যথার্থ জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব। অন্তর ধারণাগুলি অভিজ্ঞতালব্ধ (A-posteriori) নয়, অভিজ্ঞতাপূর্ব (A-Priori)। ডেকার্টের মত স্পিনোজা এবং লাইবনিজ বুদ্ধিবাদী ছিলেন। তাঁরাও বিশ্বাস করেন যে, কোন অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর না করে মন বা বুদ্ধি-নির্ধারিত স্বতঃসিদ্ধ সত্যের ভিত্তিতে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে সঠিক মতবাদ গঠন করা যায়। বুদ্ধিবাদী দার্শনিকগণ বিশ্বাস করেন যে অভিজ্ঞতা বা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ আমাদের সার্বিক ও নিশ্চিত জ্ঞান

জোগাতে পারে না।

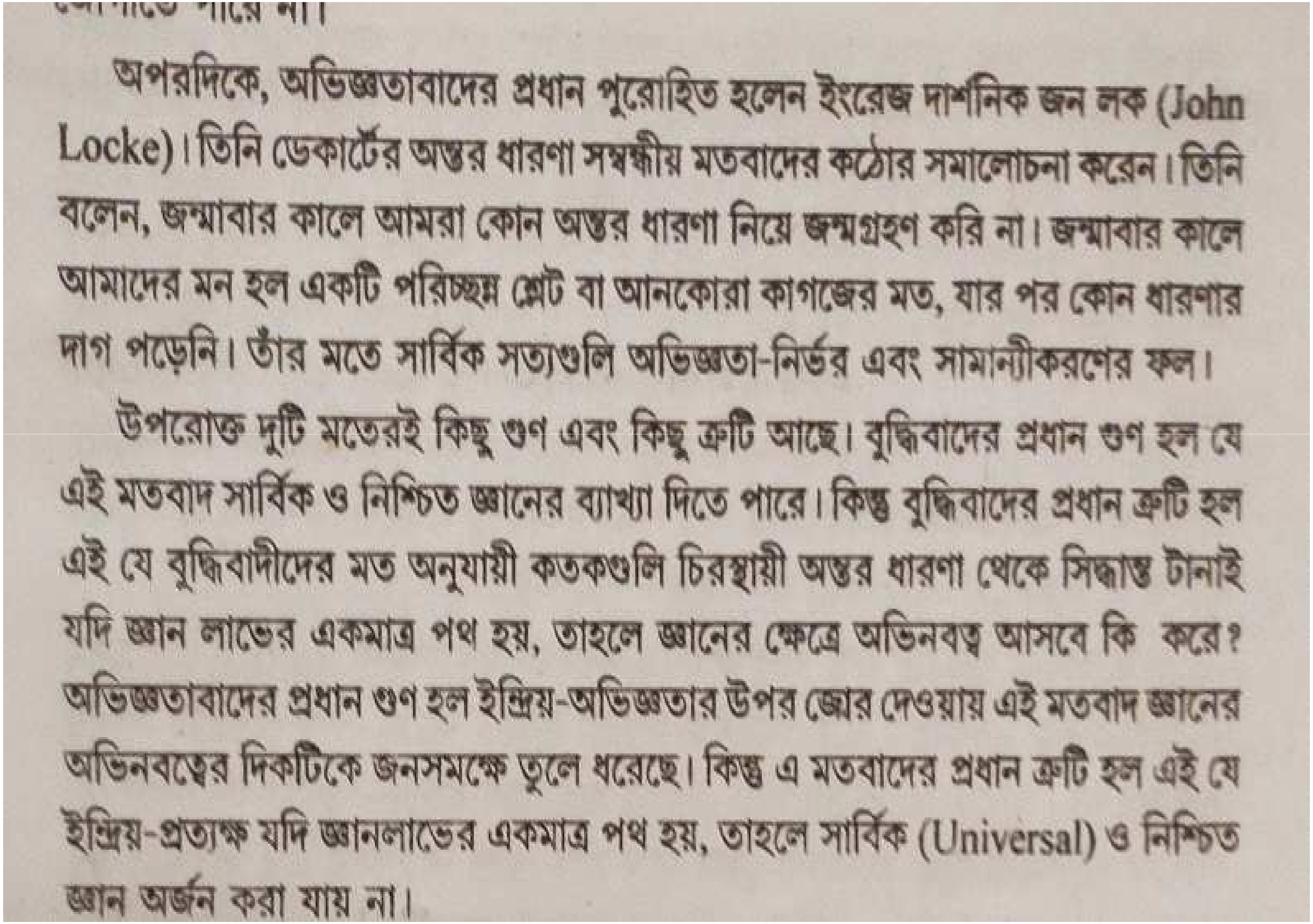

অপরদিকে, অভিজ্ঞতাবাদের প্রধান পুরোহিত হলেন ইংরেজ দার্শনিক জন লক (John Locke)। তিনি ডেকার্টের অন্তর ধারণা সম্বন্ধীয় মতবাদের কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, জন্মাবার কালে আমরা কোন অন্তর ধারণা নিয়ে জন্মগ্রহণ করি না। জন্মাবার কালে আমাদের মন হল একটি পরিচ্ছন্ন শ্লেট বা আনকোরা কাগজের মত, যার পর কোন ধারণার দাগ পড়েনি। তাঁর মতে সার্বিক সত্যগুলি অভিজ্ঞতা-নির্ভর এবং সামান্যীকরণের ফল।

উপরোক্ত দুটি মতেরই কিছু গুণ এবং কিছু ত্রুটি আছে। বুদ্ধিবাদের প্রধান গুণ হল যে এই মতবাদ সার্বিক ও নিশ্চিত জ্ঞানের ব্যাখ্যা দিতে পারে। কিন্তু বুদ্ধিবাদের প্রধান ত্রুটি হল এই যে বুদ্ধিবাদীদের মত অনুযায়ী কতকগুলি চিরস্থায়ী অন্তর ধারণা থেকে সিদ্ধান্ত টানাই যদি জ্ঞান লাভের একমাত্র পথ হয়, তাহলে জ্ঞানের ক্ষেত্রে অভিনবত্ব আসবে কি করে? অভিজ্ঞতাবাদের প্রধান গুণ হল ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতার উপর জোর দেওয়ায় এই মতবাদ জ্ঞানের অভিনবত্বের দিকটিকে জনসমক্ষে তুলে ধরেছে। কিন্তু এ মতবাদের প্রধান ত্রুটি হল এই যে ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ যদি জ্ঞানলাভের একমাত্র পথ হয়, তাহলে সার্বিক (Universal) ও নিশ্চিত জ্ঞান অর্জন করা যায় না।

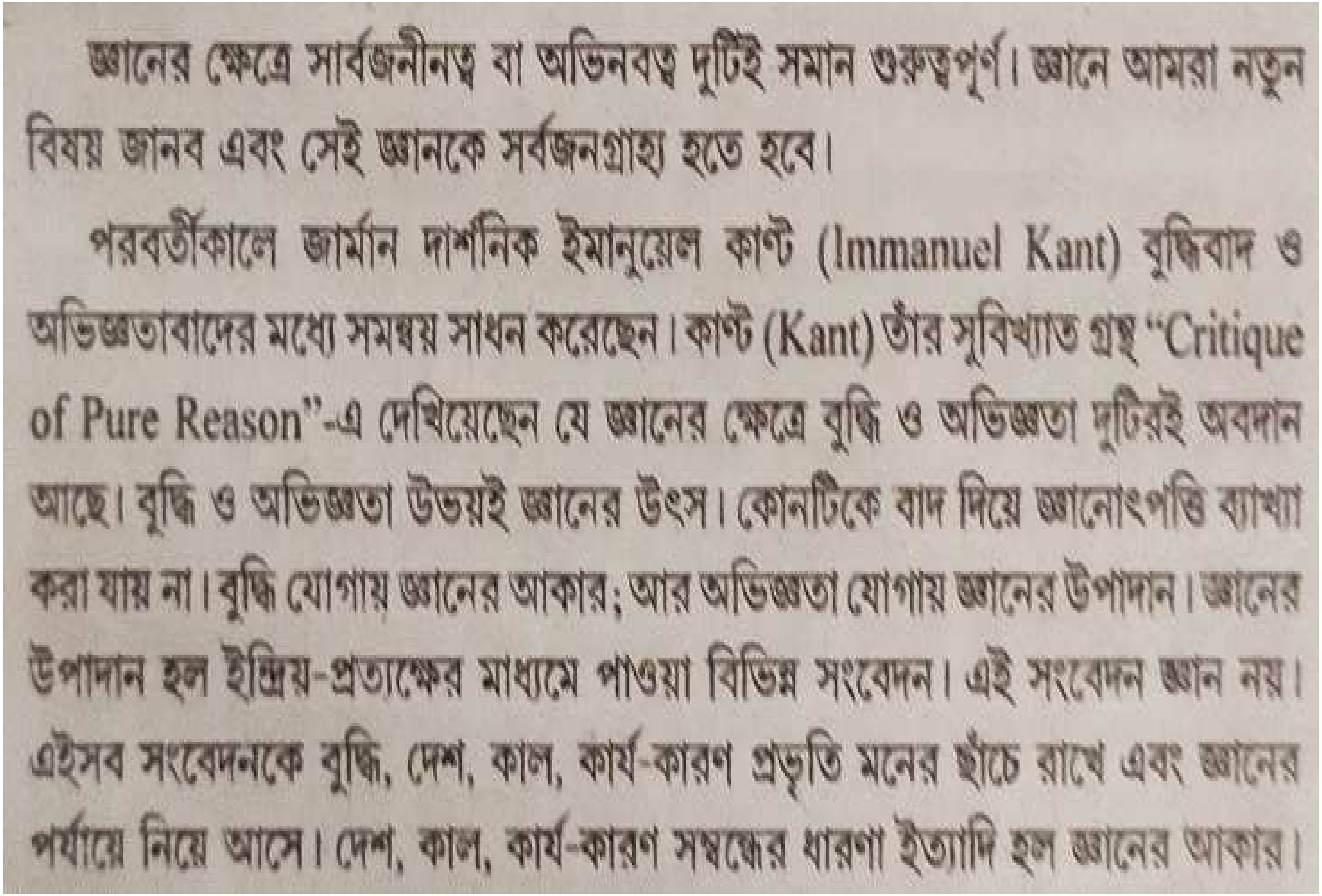

জ্ঞানের ক্ষেত্রে সার্বজনীনত্ব বা অভিনবত্ব দুটিই সমান গুরুত্বপূর্ণ। জ্ঞানে আমরা নতুন বিষয় জানব এবং সেই জ্ঞানকে সর্বজনগ্রাহ্য হতে হবে।

পরবর্তীকালে জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কাণ্ট (Immanuel Kant) বুদ্ধিবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছেন। কাণ্ট (Kant) তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ “Critique of Pure Reason”-এ দেখিয়েছেন যে জ্ঞানের ক্ষেত্রে বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা দুটিরই অবদান আছে। বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা উভয়ই জ্ঞানের উৎস। কোনটিকে বাদ দিয়ে জ্ঞানোৎপত্তি ব্যাখ্যা করা যায় না। বুদ্ধি যোগায় জ্ঞানের আকার; আর অভিজ্ঞতা যোগায় জ্ঞানের উপাদান। জ্ঞানের উপাদান হল ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের মাধ্যমে পাওয়া বিভিন্ন সংবেদন। এই সংবেদন জ্ঞান নয়। এইসব সংবেদনকে বুদ্ধি, দেশ, কাল, কার্য-কারণ প্রভৃতি মনের ছাঁচে রাখে এবং জ্ঞানের পর্যায়ে নিয়ে আসে। দেশ, কাল, কার্য-কারণ সম্বন্ধের ধারণা ইত্যাদি হল জ্ঞানের আকার।

কাণ্টের এই মতকে বিচারবাদ (criticism) বলা হয়। জ্ঞানোৎপত্তি সম্বন্ধীয় মতবাদ হিসাবে এই বিচারবাদ অধিকতর সন্তোষজনক মতবাদ, যদিও এটি একবারে ত্রুটিহীন নয়। কাণ্ট দুটি জগতের কল্পনা করেছেন—একটি পরিদৃশ্যমান জগৎ এবং আর একটি হল অতীন্দ্রিয় জগৎ। কাণ্ট বিশ্বাস করেন যে, দেশ, কাল ইত্যাদি জ্ঞানের আকারের মাধ্যমে আমরা পরিদৃশ্যমান জগৎকেই জানতে পারি, অতীন্দ্রিয় জগৎকে জানা যায় না। অতীন্দ্রিয় জগৎ অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয়। এইভাবে কাণ্ট তাঁর মতবাদের মধ্যে একটা দ্বৈতবাদের (Dualism) সৃষ্টি করেছেন, যা গ্রহণযোগ্য নয়। জ্ঞানের. উৎপত্তি সম্পর্কে কান্ট

৯। জ্ঞানোৎপত্তি সম্বন্ধীয় মতবাদ হিসেবে বিচারবাদ (Criticism as a theory of the Origin of Knowledge) ঃ

বুদ্ধিবাদ এবং অভিজ্ঞতাবাদ উভয়ই চরম মতবাদ। বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের মতে সমস্ত জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে অর্জন করা যায়। তাঁদের মতে দর্শনের যথার্থ পদ্ধতি হল অবরোহ পদ্ধতি।

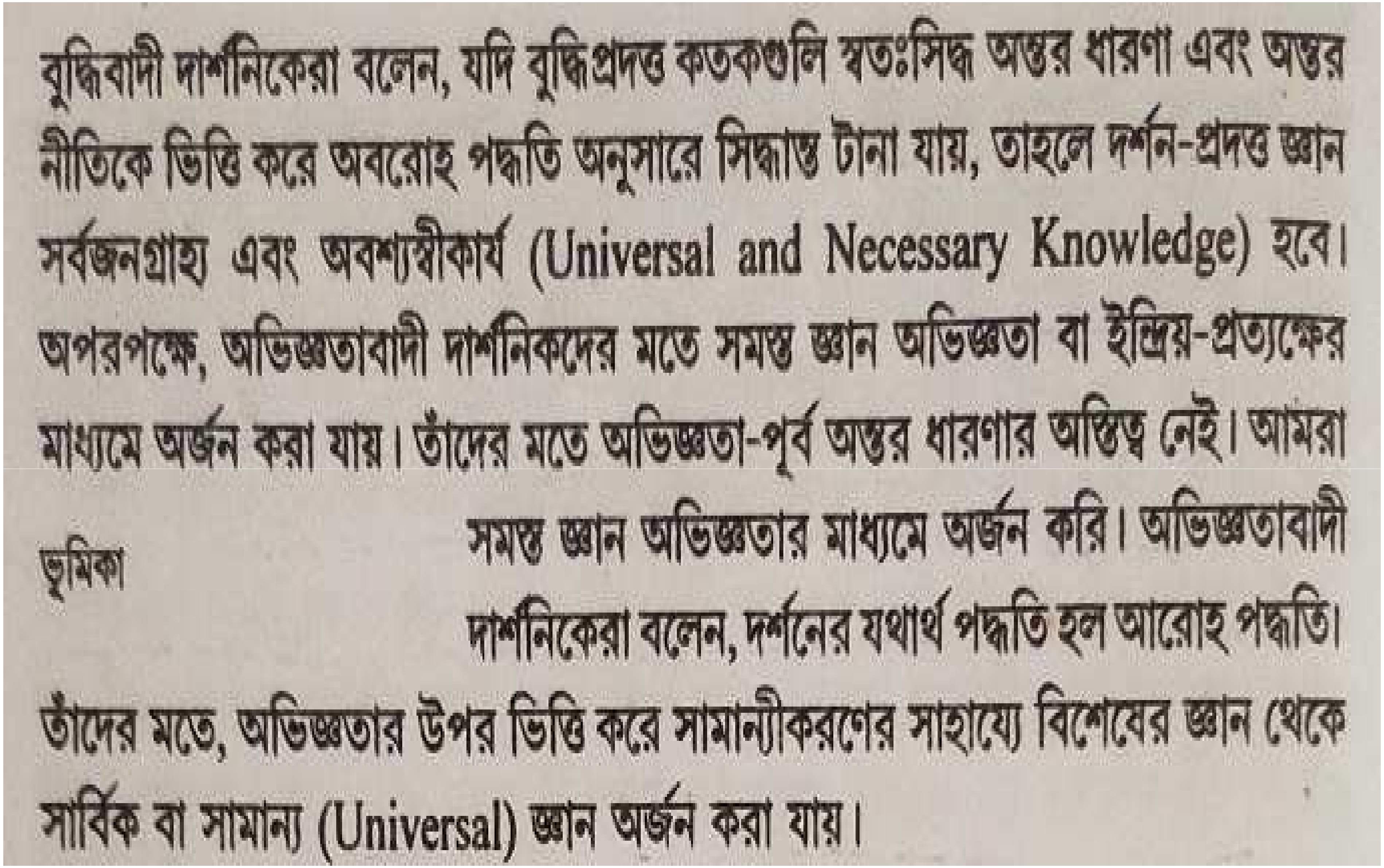

বুদ্ধিবাদী দার্শনিকেরা বলেন, যদি বুদ্ধিপ্রদত্ত কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ অন্তর ধারণা এবং অন্তর নীতিকে ভিত্তি করে অবরোহ্ পদ্ধতি অনুসারে সিদ্ধান্ত টানা যায়, তাহলে দর্শন-প্রদত্ত জ্ঞান সর্বজনগ্রাহ্য এবং অবশ্যস্বীকার্য (Universal and Necessary Knowledge) হবে। অপরপক্ষে, অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকদের মতে সমস্ত জ্ঞান অভিজ্ঞতা বা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের মাধ্যমে অর্জন করা যায়। তাঁদের মতে অভিজ্ঞতা-পূর্ব অন্তর ধারণার অস্তিত্ব নেই। আমরা সমস্ত জ্ঞান অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জন করি। অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকেরা বলেন, দর্শনের যথার্থ পদ্ধতি হল আরোহ্ পদ্ধতি। তাঁদের মতে, অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে সামান্যীকরণের সাহায্যে বিশেষের জ্ঞান থেকে সার্বিক বা সামান্য (Universal) জ্ঞান অর্জন করা যায়।

কাণ্ট বলেন, বুদ্ধিবাদ এবং অভিজ্ঞতাবাদ উভয়েই একদেশদর্শী (partial) এবং চরম মতবাদ। উভয় মতবাদের মধ্যে আংশিক সত্যতা নিহিত আছে; কিন্তু কোনটিই সম্পূর্ণ দোষমুক্ত নয়। অভিজ্ঞতাবাদীদের সঙ্গে একমত হয়ে কাণ্ট বলেন—একথা অনস্বীকার্য যে, বাইরের অভিজ্ঞতা ছাড়া আমাদের কোন জ্ঞান হতে পারে না। কাণ্ট তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ ‘Critique of Pure Reason’-এর ভূমিকার প্রথমেই বলেছেন, “আমাদের সকল জ্ঞান অভিজ্ঞতা দিয়েই শুরু হয়”—(“All our knowledge begins with experience”)। তাঁর এই মত অভিজ্ঞতাবাদেরই সমর্থন। কিন্তু পর মুহূর্তেই অভিজ্ঞতাবাদের বিরোধিতা করে কাণ্ট বলেছেন—অভিজ্ঞতাতে আমাদের জ্ঞানের শুরু, শেষ নয়। কাণ্ট উপরোক্ত গ্রন্থটির (Critique of Pure Reason) ভূমিকায় আবার বলেছেন—যদিও আমাদের সমস্ত জ্ঞান অভিজ্ঞতা দিয়েই শুরু, তথাপি একথা নিঃসৃত হয় না যে, শুধুমাত্র

কাণ্টের মতে যথার্থ জ্ঞানে অভিনবত্ব থাকবে এবং তাকে সর্বজনগ্রাহ্য হতে হবে।

অভিজ্ঞতা থেকেই তা উৎপন্ন (But though all our knowledge begins with experience, it does not follow that it all arises out of experience)। তিনি বলেন, অভিজ্ঞতা বা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ যদি জ্ঞানলাভের একমাত্র উৎস হয়, তাহলে সর্বজনগ্রাহ্য যথার্থ জ্ঞান (Universally valid knowledge) অর্জন করা সম্ভব নয়। আবার, বুদ্ধিবাদীদের বক্তব্য যদি ঠিক হয়, অর্থাৎ, বুদ্ধিপ্রদত্ত কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ অন্তর ধারণাকে ভিত্তি করে অবরোহ পদ্ধতি প্রয়োগ করে সিদ্ধান্ত টানাই যদি জ্ঞানলাভের একমাত্র পথ হয়, তাহলে জ্ঞানের ক্ষেত্রে অভিনবত্ব আসবে কোথা থেকে? এই সমস্যা সমাধান করার জন্য কাণ্ট গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হলেন। তিনি দেখালেন, জ্ঞানের উৎপত্তির ক্ষেত্রে বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা বা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ উভয়ের অবদান আছে। তাঁর এই মতবাদকে বিচারবাদ (criticism) বলা হয়। তাঁর বিচারবাদ এক সমন্বয়বাদ— অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধির সমন্বয়ের উপর এটি প্রতিষ্ঠিত। কাণ্ট দেখালেন, জ্ঞানের মধ্যে একদিকে অভিনবত্ব থাকা প্রয়োজন এবং অপরদিকে তাকে সকলের কাছে যথার্থ হতে হবে। তিনি বলেন, যথার্থ জ্ঞান বা আদর্শ জ্ঞান তাকেই বলা যায় যার মধ্যে একদিকে অভিনবত্ব থাকবে এবং যা সর্বজনগ্রাহ্য হবে। বলা বাহুল্য, এরূপ জ্ঞানকেই পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক (Synthetic a-priori) জ্ঞান বলা হয়। কাণ্ট তাঁর ‘Critique of Pure Reason’ গ্রন্থে দেখিয়েছেন, পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক (Synthetic a-priori) বাক্য

সম্ভব এবং বাস্তব জগৎ সংক্রান্ত বহু উক্তি পূর্বতঃসিদ্ধ এবং সংশ্লেষক।[১]

আমরা দেখলাম, কাণ্টের মতে জ্ঞানের উৎপত্তির ক্ষেত্রে বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা উভয়ের অবদান আছে। তিনি বলেন, জ্ঞানের এক অংশ অভিজ্ঞতা-নির্ভর (a-posteriori) এবং আর এক অংশ অভিজ্ঞতা-পূর্ব (a-priori)। কাণ্টের মতে জগতের অন্যান্য বস্তুর মত জ্ঞানেরও দুটি দিক আছে—একটি তার আকার (Forms and Categories) যা বুদ্ধির কাছ থেকে পাওয়া যায়, আর একটি উপাদান (Material) যা অভিজ্ঞতা বা সংবেদনের কাছ থেকে পাওয়া যায়। কাণ্ট মনে করেন, অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধির সম্মিলিত অবদান ছাড়া জ্ঞানোৎপত্তি সম্ভব নয়।

কাণ্টের মতে বস্তুর দুটি দিক আছে—একটি হল তার অবভাসিক দিক, অর্থাৎ, বস্তুটি যেভাবে আমাদের কাছে প্রকাশিত হয় (The thing as it appears) এবং আর একটি হল বস্তুর অতীন্দ্রিয় সত্তা বা যথার্থ স্বরূপের দিক, অর্থাৎ, বস্তুটি আসলে যা (The thing as it is in itself)। জ্ঞানের উপাদান হল সংবেদন এবং তা আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ। যে-

কাণ্টের মতে, অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধির সম্মিলিত অবদান ছাড়া জ্ঞানোৎপত্তি সম্ভব নয়।

বিষয়ে আমাদের কোন সংবেদন নেই, সে বিষয়ে আমাদের কোন জ্ঞান হতে পারে না। কিভাবে আমাদের বস্তুজ্ঞান সম্ভব হয়, সে সম্পর্কে কাণ্টের বক্তব্য আলোচনা করা যাক। কাণ্ট বলেন, আমরা যখন কোন বস্তুকে জানি, তখন বস্তুটির অতীন্দ্রিয় সত্তা আমাদের মনে সংবেদন উৎপন্ন করে। এই সংবেদন জ্ঞান নয়। এই সংবেদন যতক্ষণ না মনের সংশ্লেষণী ক্রিয়ার দ্বারা সুসংহত ও সুসংবদ্ধ হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞান উৎপন্ন হতে পারে না। এই সংবেদনরাশির উপর মন তার অন্তর্নিহিত অভিজ্ঞতা-পূর্ব (a-priori) কতকগুলি জ্ঞানের আকার (Forms of knowledge) আরোপ করে এবং তখনই সংবেদনরাশি জ্ঞানের স্তরে উন্নীত হয়। জ্ঞানের আকার বলতে কাণ্ট বোঝাতে চান সেইসব ধারণাকে যেগুলি ছাড়া বস্তু-জ্ঞান সম্ভব নয়। সহজ ভাষায় বলা যায়—জ্ঞানের আকার হল ছাঁচ যাতে না সাজালে মানুষের মন সংবেদনগুলির তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারে না। কাণ্টের মতে জ্ঞানের আকার দু' প্রকারের। একটি হল—প্রত্যক্ষ বা ইন্দ্রিয়ানুভূতির আকার এবং অপরটি হল বোধজাত আকার। কোন কিছু প্রত্যক্ষ বা অনুভব করতে গেলেই আমাদের সেটি দেশ ও কালের মধ্যে দিয়ে প্রত্যক্ষ করতে হবেই। দেশে ও

কাণ্ট বলেন, সংবেদনরাশি মনের সংশ্লেষণী ক্রিয়ার দ্বারা সুসংহত ও সুসংবদ্ধ হলে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়।

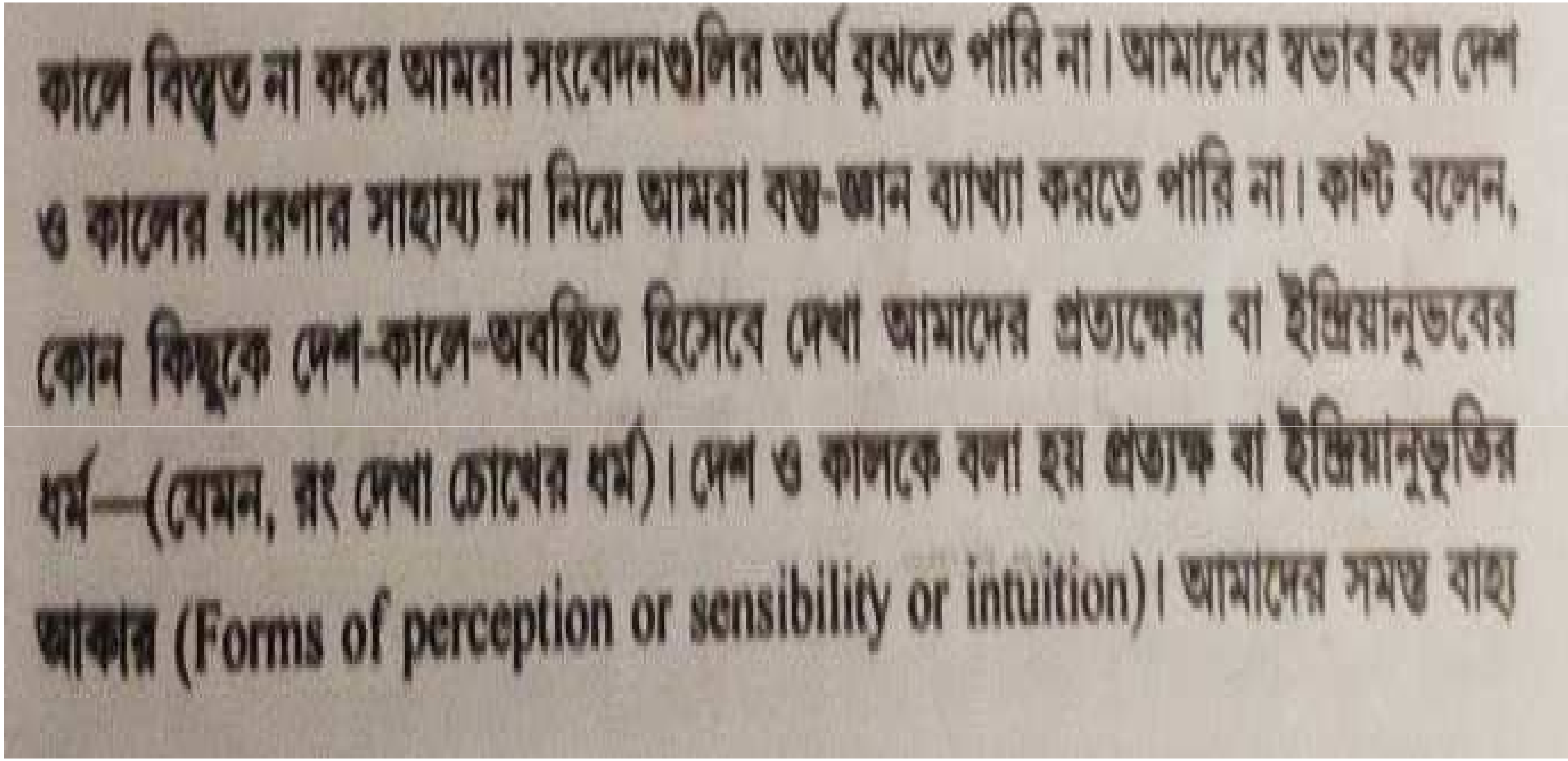

কালে বিস্তৃত না করে আমরা সংবেদনগুলির অর্থ বুঝতে পারি না। আমাদের স্বভাব হল দেশ ও কালের ধারণার সাহায্য না নিয়ে আমরা বস্তু-জ্ঞান ব্যাখ্যা করতে পারি না। কাণ্ট বলেন, কোন কিছুকে দেশ-কালে-অবস্থিত হিসেবে দেখা আমাদের প্রত্যক্ষের বা ইন্দ্রিয়ানুভবের ধর্ম—(যেমন, রং দেখা চোখের ধর্ম)। দেশ ও কালকে বলা হয় প্রত্যক্ষ বা ইন্দ্রিয়ানুভূতির আকার (Forms of perception or sensibility or intuition)। আমাদের সমস্ত বাহ্য

প্রত্যক্ষ দেশ ও কালের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। বাইরে থেকে পাওয়া সংবেদনরাশি যখন দেশগত ও কালগত আকার নিয়ে মনের কাছে উপস্থিত হয়, তখন মন তার উপর কতকগুলি বোধজাত আকার (Categories of the Understanding)—যেমন, দ্রব্য, গুণ, কার্য কারণ সম্বন্ধ, সমগ্র, একত্ব ইত্যাদি আরোপ করে এবং তাদের সাহায্যে যখন সংবেদনরাশিকে সুসংহত ও সুসংবদ্ধ করে, তখনই জ্ঞান উৎপন্ন হয়। আমাদের প্রতিটি অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও বোধ অবিচ্ছেদ্যভাবে উপস্থিত থাকে ও কাজ করে। এদের কোনটিই অপরকে বাদ দিয়ে স্বতন্ত্রভাবে কাজ করতে পারে না। কাজেই দেখা যায়—জ্ঞানের উপাদান (অর্থাৎ সংবেদন) আসে অভিজ্ঞতা থেকে এবং জ্ঞানের আকার (অর্থাৎ দেশ, কাল, দ্রব্য, গুণ, কার্য-করণ সম্বন্ধ ইত্যাদি) আসে বুদ্ধি থেকে। তাই কাণ্ট বলেন, "আকার ছাড়া শুধু উপাদান অন্ধ, আবার উপাদান ছাড়া শুধু আকার শূন্যগর্ভ" (Intuitions without concepts are blind and concepts without intuitions are empty)।[২]

একটি উদাহরণের মাধ্যমে কাণ্টের বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে বোঝার চেষ্টা করা যাক। ধরা যাক, আমি বিকেলে আমার বাগানে বেড়াচ্ছি এবং বাগানে একটি জবাফুল দেখে বললাম—'জবাফুলটি হয় লাল'। কাণ্টের মত অনুযায়ী জবাফুলের অতীন্দ্রিয় সত্তা আমার মনে সংবেদন সৃষ্টি করল। তখন আমার মনে হল—কি যেন লাল রঙের বস্তু দেখছি। জবাফুল সম্বন্ধে এই প্রাথমিক চেতনাই হল জবাফুলের সংবেদন। এই সংবেদন আমি নিশ্চয়ই বিশেষ কোন দেশে এবং বিশেষ কোন কালে পাচ্ছি। জবাফুলের সংবেদন যখন দেশগত ও কালগত রূপ নিয়ে মনের কাছে উপস্থিত হয়, তখন মন তার উপর কিছু বোধজাত আকার (দ্রব্য, গুণ, সম্বন্ধ

---

[২] Intuition বলতে কাণ্ট perception বা প্রত্যক্ষকে বুঝিয়েছেন; স্বজ্ঞা অর্থে ব্যবহার করেন নি।

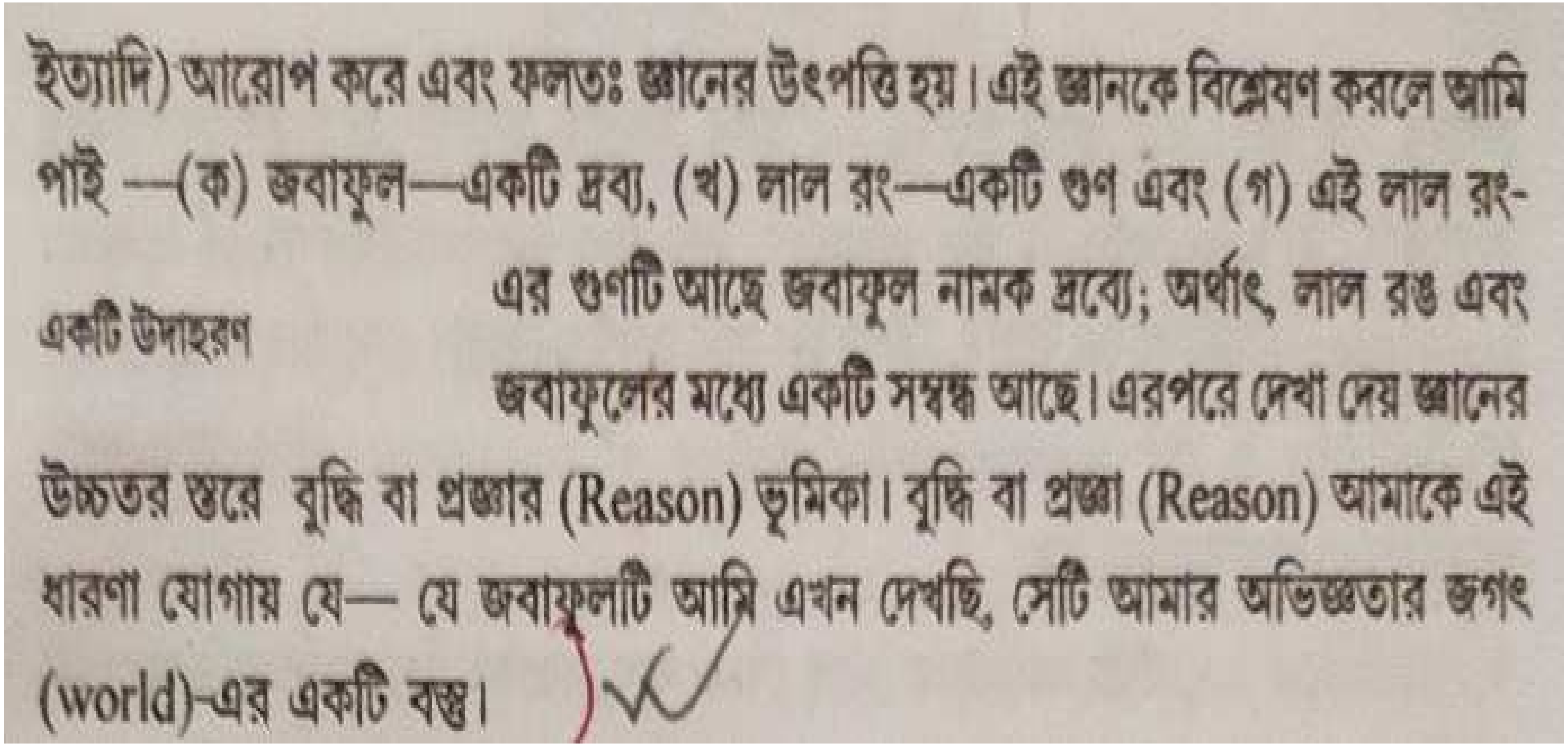

একটি উদাহরণ

ইত্যাদি) আরোপ করে এবং ফলতঃ জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। এই জ্ঞানকে বিশ্লেষণ করলে আমি পাই —(ক) জবাফুল—একটি দ্রব্য, (খ) লাল রং—একটি গুণ এবং (গ) এই লাল রং-এর গুণটি আছে জবাফুল নামক দ্রব্যে; অর্থাৎ, লাল রঙ এবং জবাফুলের মধ্যে একটি সম্বন্ধ আছে। এরপরে দেখা দেয় জ্ঞানের উচ্চতর স্তরে বুদ্ধি বা প্রজ্ঞার (Reason) ভূমিকা। বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা (Reason) আমাকে এই ধারণা যোগায় যে— যে জবাফুলটি আমি এখন দেখছি, সেটি আমার অভিজ্ঞতার জগৎ (world)-এর একটি বস্তু।

সত্তার ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হতে পারে না।

নয়। বস্তুর অতীন্দ্রিয় সত্তা অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয়। কাণ্ট মনে করেন, জ্ঞানের আকারগুলি বস্তুর বাহ্যরূপ বা অবভাসিক রূপের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হতে পারে, বস্তুর অতীন্দ্রিয় সত্তার ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হতে পারে না। কাণ্টের পূর্বে দার্শনিকেরা বিশ্বাস করতেন, বাহ্য জগৎই আমাদের জ্ঞানের রূপ নির্ধারণ করে; কিন্তু কাণ্ট কথাটি উল্টে দিয়ে বললেন, আমাদের বোধের রূপ দিয়েই আমরা বিশ্বজগৎকে বা প্রকৃতিকে জানি (The understanding makes nature)। কাণ্টের মতে, আমরা জ্ঞানের বস্তুকে মনের রঙ (অর্থাৎ, জ্ঞানের আকার) দিয়ে রাঙিয়ে দেখি। তাঁর মতে, দৃশ্যমান জগতের সত্তা জ্ঞাতার উপর নির্ভরশীল; এর কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই। আমাদের মন বা বুদ্ধিই দৃশ্যমান জগৎ রচনা করে।

কান্টের কোপার্নিকীয় বিপ্লব

দৃশ্যমান জগৎ মন বা বুদ্ধির রচনা—এই তত্ত্ব প্রচার করে কান্ট দর্শনের জগতে যে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটিয়েছেন, তাকে তিনি (কান্ট) কোপার্নিকাসের বৈপ্লবিক মতবাদের (The Copernican revolution) সঙ্গে তুলনা করেছেন।* কান্টের মতে যেহেতু অতীন্দ্রিয় সত্তার জ্ঞান সম্ভব নয়, সেহেতু অধিবিদ্যা (যা অতীন্দ্রিয় সত্তার স্বরূপকে জানতে চায়) অসম্ভব। কান্ট মনে করেন, দর্শনের কাজ হল—জ্ঞান-সংক্রান্ত প্রশ্নগুলি আলোচনা করা। তাঁর মতে জ্ঞানের আকারগুলি বা প্রাক্-উপকরণগুলি কিভাবে কাজ করে, এদের স্বরূপ কি, অভিজ্ঞতা-পূর্ব হয়েও কি করে এরা অভিজ্ঞতার জগৎ সম্বন্ধে প্রযোজ্য হয় ইত্যাদি জ্ঞানকেন্দ্রিক প্রশ্নের আলোচনার মধ্যেই

---

* প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞানী টলেমী (Ptolemy) বিশ্বাস করতেন যে, পৃথিবী স্থির হয়ে আছে এবং চন্দ্র, সূর্য ও অন্যান্য গ্রহেরা তাকে প্রদক্ষিণ করছে। কোপার্নিকাস (Copernicus) নানা পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রমাণ করলেন যে, সূর্যই সৌরমণ্ডলের কেন্দ্র এবং এই স্থির সূর্যকে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহেরা প্রদক্ষিণ করছে। কান্ট মনে করেন, তিনিও দর্শন-শাস্ত্রে এক বিপ্লব ঘটিয়েছেন এবং এই বিপ্লব কোপার্নিকাসের বিপ্লবের সঙ্গে তুলনীয়।

দর্শনের সার্থকতা। তাই কাণ্ট বলেন, —"দর্শন মানবীয় জ্ঞানের প্রাক্-উপকরণগুলির অনুসন্ধান" (Philosophy is the enquiry into the pre-conditions of human knowledge)। তিনি আরও বলেন, "দর্শন হল জ্ঞান সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান এবং তার সমালোচনা" (Philosophy is the science and criticism of cognition)। তাঁর মতে দর্শন জ্ঞানালোচনা, তত্ত্বালোচনা নয়।

সমালোচনা ঃ পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, কাণ্টের বিচারবাদ অভিজ্ঞতাবাদ ও বুদ্ধিবাদ—এই দুয়ের এক সমন্বয়বাদ। জ্ঞানোৎপত্তি সম্বন্ধে কাণ্টের মতবাদ নিঃসন্দেহে এক যুগান্তকারী মতবাদ। কিন্তু নিম্নোক্ত কারণে কাণ্টের বক্তব্য ত্রুটিহীন নয় ঃ—

(i) কাণ্ট বিশ্বাস করেন, অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধির সম্মিলিত অবদান ছাড়া জ্ঞানোৎপত্তি সম্ভব নয়। তাঁর মতে জ্ঞানের উপকরণ দুটি—উপাদান ও আকার। জ্ঞানের উপাদান আসে বস্তুর অতীন্দ্রিয় সত্তা থেকে; অর্থাৎ, বাইরে থেকে। জ্ঞানের আকার আসে বুদ্ধি থেকে বা মন থেকে; অর্থাৎ ভিতর থেকে। উপাদান এবং আকার হল একান্তই বিজাতীয়। দুটি বিষয় সমজাতীয় হলেই একটিকে আর একটির উপর প্রয়োগ করা যেতে পারে। দুটি বিজাতীয় পদার্থের ক্রিয়া কিভাবে সমন্বিত হয়ে জ্ঞান গঠন করে তা বোঝা যায় না। কি করে মন-নির্ভর বুদ্ধির আকারগুলি বস্তু-নির্ভর অভিজ্ঞতার বিষয়ে আরোপ করা যায়? ভিন্ন ভাষায় বলা যায়—অভিজ্ঞতা-প্রদত্ত উপাদান (সংবেদন) কিভাবে বৌদ্ধিক আকারে আকারিত (categorised) হয়ে জ্ঞানের সৃষ্টি করে তা সহজে বোঝা যায় না।

(ii) কাণ্ট মনে করেন, জ্ঞানের আকারগুলি অতীন্দ্রিয় সত্তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কিন্তু তিনি স্বনীতি ভঙ্গ করেছেন। তিনি নিজেই বলেছেন—জ্ঞানের ক্ষেত্রে বস্তুর অতীন্দ্রিয় সত্তা সংবেদন উৎপন্ন করে। অর্থাৎ, অতীন্দ্রিয় সত্তা হল কারণ এবং সংবেদন তার কার্য। তাহলে 'কার্য-কারণ সম্বন্ধ' যেটি একটি জ্ঞানের আকার—তাকে তিনি জ্ঞেয় সংবেদন (কার্য) এবং অজ্ঞেয় অতীন্দ্রিয় সত্তার (কারণ) মধ্যে প্রয়োগ করেছেন। কার্য জ্ঞাত হলে কারণ কি অজ্ঞাত থাকতে পারে? কার্যের মধ্যে কি কারণের স্বরূপ প্রকাশিত হয় না? কাণ্টের দর্শনে এই সব প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যায় না।

(iii) কান্টের মতে অতীন্দ্রিয় সত্তার বা বস্তুর যথার্থ স্বরূপের অস্তিত্ব আছে; কিন্তু অতীন্দ্রিয় সত্তা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। কান্টের এই উক্তিটি স্ববিরোধ দোষে দুষ্ট। কোন কিছুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে যদি নিশ্চিত হওয়া যায়, তাহলে তার প্রকৃতি সম্বন্ধেও নিশ্চয়ই কিছু জানা উচিত। তাছাড়া, অতীন্দ্রিয় সত্তা যদি সত্যই অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয় হয়, তাহলে অতীন্দ্রিয় সত্তাই যে সংবেদন উৎপন্ন করে, তা জানা গেল—কিভাবে।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখযোগ্য। 'অজ্ঞাত' (unknown) এবং 'অজ্ঞেয়' (unknowable) শব্দদুটিকে একযোগে প্রয়োগ করাও কান্টের দিক থেকে সমীচীন হয়নি। কেননা, দুটি শব্দের অর্থ অবিকল এক নয়। কোন বিষয় 'অজ্ঞাত' (unknown) বলতে আমরা বুঝি—বিষয়টি আংশিকরূপে জ্ঞাত। কিন্তু কোন বিষয় 'অজ্ঞেয়' (unknowable)

বললে বোঝায়—বিষয়টির সম্বন্ধে আমাদের কোনরূপ বোধ হওয়া সম্ভব নয়। কাণ্ট যদি বস্তুর অতীন্দ্রিয় সত্তাকে 'অজ্ঞাত' বলেন, তাহলে খুব বড় দোষ দেখা দেয় না। কিন্তু তিনি যদি অতীন্দ্রিয় সত্তাকে 'অজ্ঞেয়' বলেন, তাহলেই দোষ দেখা দেয়। কেননা, যা প্রকৃতপক্ষে 'অজ্ঞেয়', তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের কোন বোধই হতে পারে না।

(iv) কাণ্ট হিউমের অজ্ঞেয়তাবাদকে (Agnosticism) নিরসন করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মতবাদও অজ্ঞেয়তাবাদে পরিণতি লাভ করেছে। কাণ্ট বলেন, অভিজ্ঞতা প্রদত্ত সংবেদনের মাধ্যমে আমরা জ্ঞানের যে উপাদান পাই, তার উপর মন তার অন্তর্নিহিত অভিজ্ঞতা-পূর্ব (a-priori) কতকগুলি জ্ঞানের আকার আরোপ করে এবং তখনই জ্ঞান উৎপন্ন হয়। কাণ্টের মতে জ্ঞানের আকার হল ছাঁচ, যাতে না সাজালে মানুষের মন সংবেদনগুলির তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারে না। কিন্তু কাণ্টের মতে, এই অভিজ্ঞতা ও বোধজাত আকারের সহায়তায় আমরা যে জ্ঞান অর্জন করি, তা বস্তুর বাহ্যরূপের জ্ঞান, বস্তুর আসল স্বরূপের বা অতীন্দ্রিয় সত্তার জ্ঞান নয়। কাণ্ট বস্তুর বাহ্য রূপ এবং আসল রূপের বা অতীন্দ্রিয় রূপের মধ্যে অজ্ঞতার এক অচলায়তন সৃষ্টি করেছেন—যা ভেদ করতে

আমাদের সহজ বুদ্ধি অক্ষম। সুল্জ্ (Schulze), মাইমন (Maimon), ফিখ্টে (Fichte), শেলিং (Schelling) প্রমুখ কাণ্টের পরবর্তী ভাববাদী দার্শনিকেরা কাণ্টের বক্তব্যের নিন্দা করেছেন এবং তাঁরা বলেন, কাণ্ট হিউমের অজ্ঞেয়তাবাদকেই (Agnosticism) নতুনভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন। কাণ্টের বক্তব্য হল—অতীন্দ্রিয় সত্তার জ্ঞানলাভ করা সম্ভব নয়। একথা মেনে নিলে তত্ত্বালোচনা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই কাণ্ট বলেন, অধিবিদ্যা বা তত্ত্ববিদ্যা (Metaphysics) অসম্ভব। কিন্তু সকল দার্শনিক একথা মেনে নেবেন না।

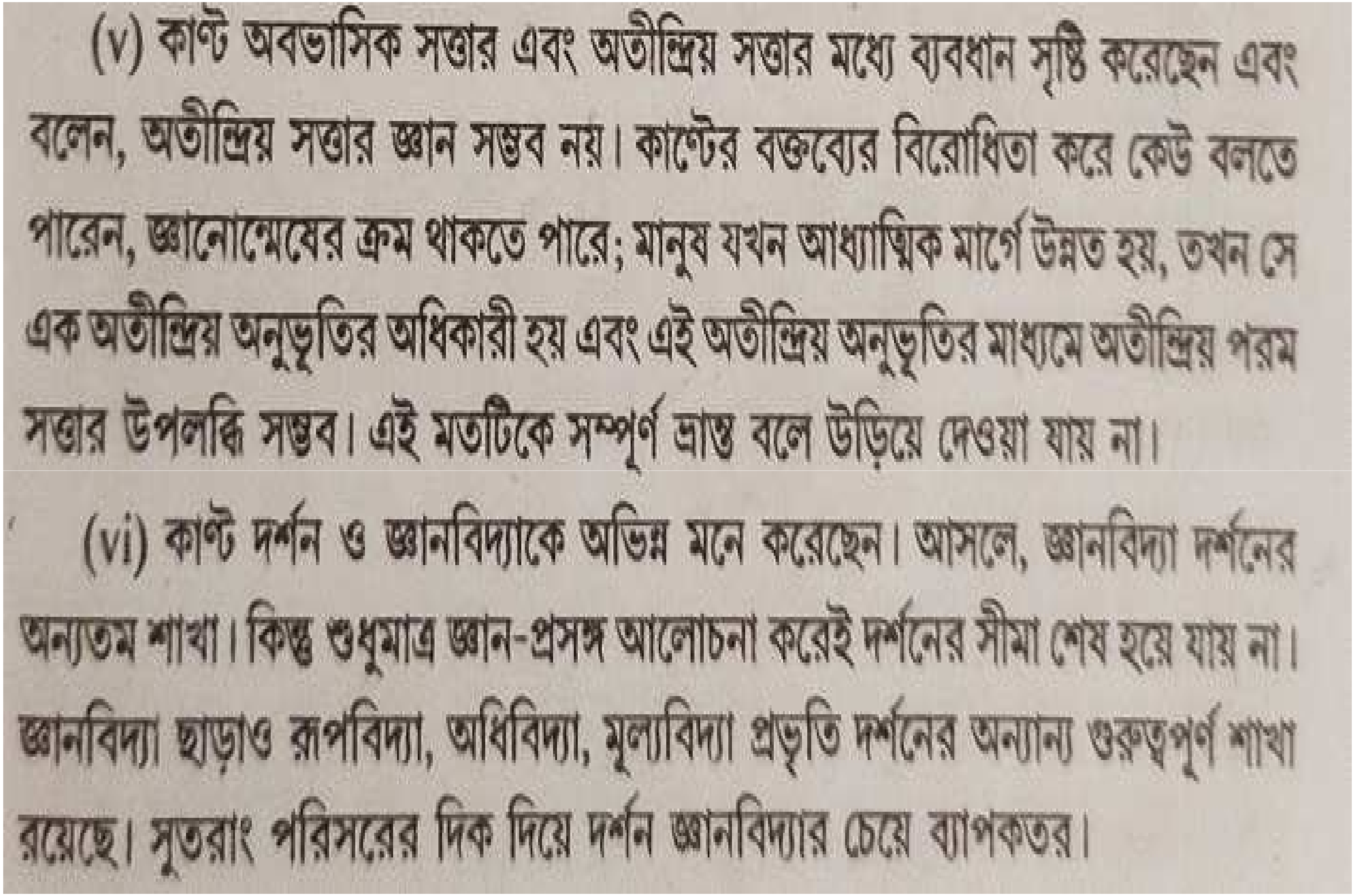

(v) কাণ্ট অবভাসিক সত্তার এবং অতীন্দ্রিয় সত্তার মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করেছেন এবং বলেন, অতীন্দ্রিয় সত্তার জ্ঞান সম্ভব নয়। কাণ্টের বক্তব্যের বিরোধিতা করে কেউ বলতে পারেন, জ্ঞানোন্মেষের ক্রম থাকতে পারে; মানুষ যখন আধ্যাত্মিক মার্গে উন্নত হয়, তখন সে এক অতীন্দ্রিয় অনুভূতির অধিকারী হয় এবং এই অতীন্দ্রিয় অনুভূতির মাধ্যমে অতীন্দ্রিয় পরম সত্তার উপলব্ধি সম্ভব। এই মতটিকে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

(vi) কাণ্ট দর্শন ও জ্ঞানবিদ্যাকে অভিন্ন মনে করেছেন। আসলে, জ্ঞানবিদ্যা দর্শনের অন্যতম শাখা। কিন্তু শুধুমাত্র জ্ঞান-প্রসঙ্গ আলোচনা করেই দর্শনের সীমা শেষ হয়ে যায় না। জ্ঞানবিদ্যা ছাড়াও রূপবিদ্যা, অধিবিদ্যা, মূল্যবিদ্যা প্রভৃতি দর্শনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শাখা রয়েছে। সুতরাং পরিসরের দিক দিয়ে দর্শন জ্ঞানবিদ্যার চেয়ে ব্যাপকতর।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ